* সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

রবিবাসরীয়
অমৃতবাজার পত্রিকা

'ANANDA BAZAR PATRIKA'
India's Largest Selling Daily

৪৯ বর্ষ, ৩৫৪ সংখ্যা

রবিবার, ২২ ফাল্গুন, ১৩৭৭ (১৬ ফাল্গুন, ১৮৯২ শক) Sunday, March 7, 1971.

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

বাসন
পীতল, কাঁসা ও তাম্রা
সর্বপ্রকার বাসনের জন্য
শশীভূষণ প্রভাপদ দে
৫.৬. টাওয়ার ব্লক, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

সততার সহিত ১০০ বৎসর পরিচালিত
অক্ষয় কুমার লাহা
১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলি- ১৩
ফোন: ২৩-২৭৬৫
রং

পাক জাতীয় পরিষদের বৈঠক ২৫ মারচ

পূর্ববঙ্গের দাবির কাছে ইয়াহিয়ার নতি স্বীকার

রাজধানীর রাজনৈতিক সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৬ মারচ—পূর্ব বাংলার কাছে পাক প্রেসিডেনট হার মেনেছেন,—ঘোষণা করেছেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে আগামী ২৫ মারচ। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে হুমকিও একটা ছেড়েছেন : সেনাবাহিনী পাকিস্তানের ষোল আনা সংহতি বজায় রাখবে।

আজ জাতির উদ্দেশে প্রচারিত বেতার ভাষণে জেনারেল ইয়াহিয়া আশা প্রকাশ করেন : সমস্ত রাজনৈতিক দল তাঁর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাবে, সংবিধান রচনার ব্যাপারে নেতৃবৃন্দ একটা মোটামুটি ঐকমত্যে পৌঁছবেন।

আজকের ঘোষণায় প্রেঃ ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দকে, বিশেষ করে মুজিবরকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন : ঠিক মত আচরণ করুন। বেয়াদপি বরদাস্ত করা হবে না। পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান ঘটনাবলীর জন্য তিনি আওয়ামি লীগের নেতাকেই দায়ী করেন। তাঁকে মনে করিয়ে দেন, রাষ্ট্র ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসাবে তিনি দেশের সংহতি বিপর্যস্ত করতে দেবেন না।

পশ্চিম পাকিস্তানের কোন নেতার বিরুদ্ধে তিনি একটি কথাও বলেননি।

ইয়াহিয়ার বিবৃতি টি পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা, বিশেষ করে মুজিবর কীভাবে নেন, সেটাই এখন দেখতে হবে।

রেডিও পাকিস্তানের খবরে বলা হয়েছে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ২৫ মারচ বসবে—প্রেসিডেনটের এই ঘোষণাকে আওয়ামি লীগ ছাড়া আর সব রাজনৈতিক দলই স্বাগত জানিয়েছে।

প্রেসিডেনটের ঘোষণা বিবেচনা করে দেখার জন্য মুজিবরের সভাপতিত্বে আওয়ামি লীগের সদস্যদের এক বৈঠক বসেছে। সন্ধ্যার খবরে বলা হয়েছে, বৈঠক তখনও চলছে।

শ্রীভুট্টো ও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য দলের নেতারা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে রাজি আছেন বলে জানিয়েছেন। জাতীয় আওয়ামি দল (ওয়ালি খান গোষ্ঠী) অবশ্য বলেছেন, সাতদিনের মধ্যেই অধিবেশন ডাকা উচিত ছিল।

আজকের ঘোষণায় প্রেঃ ইয়াহিয়া সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে পাঁচটি 'মৌল নীতির' কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম সংবিধানে থাকবে ঐক্যবদ্ধ প্রজাতন্ত্রের ব্যবস্থা এবং তা সারা পাকিস্তানের জনগণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। দ্বিতীয়, পাকিস্তানের আঞ্চলিক সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। তৃতীয়, ওই সংবিধান হবে গণতান্ত্রিক। চতুর্থ, পাকিস্তানের সর্ব অঞ্চলের অধিবাসীদের জাতীয় বিষয়ক ব্যাপারে যোগদানের পূর্ণ সুযোগের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পঞ্চম, সংবিধানে প্রদেশগুলিকে যেমন 'সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন' দেওয়া হবে, তেমনি ফেডারেল সরকারকে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিষয়ক ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব পালন এবং দেশের

১১শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

হিন্দুস্থান নয়, ভারত

নিজস্ব সংবাদদাতা

করিমগঞ্জ, ৬ মারচ—পাক-রেডিওর পরিভাষায় 'ভারত'কে বলা হয় 'হিন্দুস্থান'। সম্প্রতি এবং এই প্রথম গুরুতর পরিবর্তন ঘটলো। ঢাকা কেন্দ্র থেকে গত তিনদিন ধরে হিন্দুস্থান-এর পরিবর্তে বলা হচ্ছে 'ভারত'। শুধু তাই নয়, 'রেডিও পাকিস্তান—ঢাকা' না বলে এখন বলা হচ্ছে 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র'।

হাজার হাজার নিহত

রাজধানীর রাজনৈতিক সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৬ মারচ—পূর্ব পাকিস্তানের কিছু নেতার সর্বশেষ বিবৃতি থেকে জানা যায়, গত ছয় দিনে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর গুলিতে 'হাজার হাজার লোক' নিহত হয়েছেন। কিন্তু এতে পূর্ব পাকিস্তানীদের দমন করা যায়নি। বরং সেখানে প্রেঃ ইয়াহিয়া এবং শ্রীভুট্টোর বিরুদ্ধে আরও বেশি ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

ঢাকা বেতারের খবর : আজ রাত্রে রাজসাহী শহরে আবার কারফু জারি করা হয়েছে।

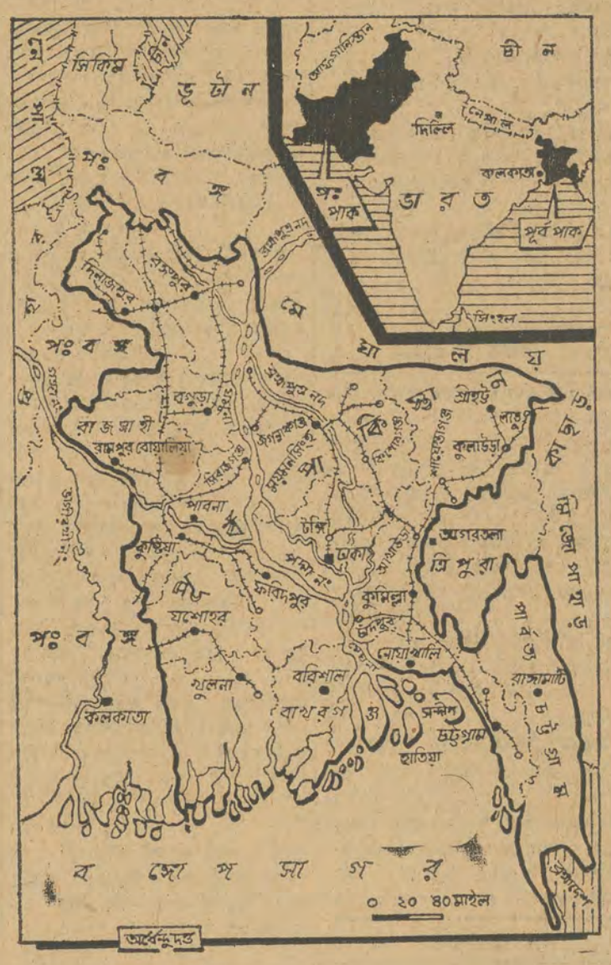

অবাধ নির্বাচন এই রাজ্যে সম্ভব? — হ্যাঁ, সম্ভব। সেনবর্মার উত্তর

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেনবর্মা শনিবার কলকাতায় ঘোষণা করেন, "এই রাজ্যে স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচন হতে পারে বলে মনে করছি এবং তাই এখানে নির্বাচন করছি। আমরা নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থাও করেছি।"

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীসেনবর্মা এ কথাও বলেন, "আমার দায়িত্ব নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। আর আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের।" তিনি জানান, রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার কেউই তাঁকে বলেন নি যে পশ্চিমবঙ্গে এখন নির্বাচন হওয়ার মত অবস্থা নেই। কোনও পার্টিও নির্বাচন বন্ধ রাখতে বলেন নি।

শ্রীসেনবর্মা এদিন সকালে কলকাতা এসে পৌঁছান। তিনি জানান, রাজ্যে নির্বাচনের উদ্যোগ আয়োজন দেখতে কলকাতা এসেছেন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসার এবং তাঁর দফতরের নানা অফিসারের সঙ্গে শ্রীসেনবর্মা আলোচনা করেন। তা ছাড়া, অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি এবং শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তীও এদিন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন।

বিকালে শ্রীসেনবর্মা রাজভবনে একটি সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছিলেন। সেই বৈঠকে সাংবাদিকদের প্রধান প্রশ্ন ছিল, পশ্চিমবঙ্গে অবাধ নির্বাচন

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পঃ বঙ্গে ভোট গণনার নির্ঘণ্ট

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গে ভোট গণনার প্রথম দিন ১১ মারচ তারিখেই ১০৮টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটগণনা শুরু ও সারা হওয়ার সম্ভাবনা। ১২ মারচ তারিখে আরও ৯৫টি কেন্দ্রের এবং ১৩ মারচ তারিখে বাকি কেন্দ্রগুলির ভোটগণনা আরম্ভ হবে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন অফিসার শ্রী বি এস রাঘবন শনিবার একথা জানিয়ে বলেন, একটি কেন্দ্রে ভোটগণনা শুরু হলে তা অবিরাম চলবে। ১৪ তারিখের মধ্যে সব রাজ্যের বিধানসভা ও লোকসভা কেন্দ্রের ভোটের ফলাফল ঘোষিত হবে।

ভোটের আগে শেষ রবিবার

স্টাফ রিপোরটার

আজ রবিবার। পশ্চিমবঙ্গে ভোটের আগের শেষ রবিবার। এবার পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের ব্যাপারে অনেক কিছুরই অনেক তফাত। কলকাতারও সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নেই।

ভোট নিয়ে এবার আর সেই উৎসবমুখর পরিবেশ নেই, নেই হই-হই, রই-রই। একটা আতঙ্ক, সংশয় সেই গোড়া থেকেই নির্বাচন-পরিবেশকে ঘিরে রয়েছে। সেই শঙ্কার ছায়া কোথাও কম-বেশি এই যা।

ভোটের প্রস্তুতির জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ এবার যত কম সময় হাতে পেয়েছে—অতীতে কোন দিন আর তা হয়নি। তারপর নানা দিকের প্রতিকূল পরিবেশ ত আছেই।

ভোটের প্রচার-প্রচারণার জন্য রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বা প্রার্থীদের

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

আহত কংগ্রেস প্রার্থীর মৃত্যু, দমদমে হরতাল

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা

শুক্রবার মাঝরাতে আততায়ীদের হাতে ছুরিকাহত আদি কংগ্রেস নেতা, বিধানসভার দমদম কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রীপীযূষচন্দ্র ঘোষ শনিবার ভোরে আর জি কর হাসপাতালে মারা যান। তাঁর মৃত্যু সংবাদ এদিন সকালে রেডিও মারফৎ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দমদম অঞ্চলে শোকের ছায়া নেমে আসে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় যানবাহন চলাচলও। উত্তরের মফঃস্বল শহরের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এই ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ ২৮ জনকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়। কিন্তু যত দূর জানা যায় এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

বরানগর বনধ

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা

বরানগর এলাকায় সি-পি-এম সমর্থকদের উপর হামলা ও স্থানীয় পারটি অফিস আক্রমণের প্রতিবাদে শনিবার বরানগরে বনধ পালন করা হয়। সি-পি-এম'এর পক্ষ থেকে এই বনধ-এর ডাক দেওয়া হয়েছিল।

বরানগর পুলিশ জানায়, বনধ আংশিক। বি টি রোডের উপর স্বাভাবিকভাবে যানবাহন চলাচল করে। তবে গোপাললাল ঠাকুর রোডের উপর দিয়ে চলাচলকারী বাসগুলি অন্য পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। কিছু কিছু দোকানপাট বন্ধ ছিল।

শুক্রবার সকালে ও সন্ধ্যায় কিছু সমাজবিরোধীদের সহায়তায় সিপি-আই সমর্থকরা তাঁদের উপর হামলা করেছেন এই অভিযোগে সি-পি-এম থেকে এই বনধ ডাকা হয়।

এদিন বিকালে বরানগর পোসট অফিসের সামনের মাঠে সি-পি-আই'এর ডাকে এক নির্বাচনী সভা হয়।

এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জড়িত অভিযোগে পুলিশের কাছে তিনজনের নাম করা হয়েছে। পুলিশ তাদের খোঁজ করছে।

আততায়ীদের সন্ধানে এদিন সকাল দশটা নাগাদ পুলিশ কুকুর 'ডাকু'কে নিয়োগ করা হয়। ডাকু একটি চাবির তোড়া, রুমাল ও সিগারেটের প্যাকেট শুঁকে সামনে ১ নম্বর পল্লীশ্রী কলোনির একটি ঘরে ঢুকে পড়ে। আবার ফিরে আসে। কাউকে সনাক্ত করেনি। ওই জিনিস-

১১শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

দমদম বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত

স্টাফ রিপোরটার

দমদম বিধানসভা কেন্দ্রের আদি কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীপীযূষ ঘোষের মৃত্যুর জন্য ওই কেন্দ্রের নির্বাচন আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। এই নিয়ে এবার পশ্চিমবঙ্গে তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে একই কারণে নির্বাচন স্থগিত হল।

উখড়া (বর্ধমান) কেন্দ্রের বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীদেবদত্ত মণ্ডল এবং শ্যামপুকুর কেন্দ্রের ফরওয়ারড ব্লক প্রার্থী শ্রীহেমন্তকুমার বসু নিহত হওয়ায় ওই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন আগেই স্থগিত রাখা হয়েছে। মনোনয়ন

নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মুজিবর ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার কথা বলেননি

নয়াদিল্লি, ৬ মারচ—পূর্ব পাকিস্তানের উপর দমননীতি বন্ধ করার জন্য পাকিস্তান সরকারকে চাপ দিতে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিকে অনুরোধ জানিয়েছেন বলে যে খবর প্রচারিত হয়েছে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান তা অস্বীকার করেন 'উদ্দেশ্য প্রণোদিত' বলে ঘোষণা করেন।

এবং পিপলস পারটির নেতা ভুট্টো

১১শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মুজিবরের সঙ্গে আছেন তাঁর প্রধান সহকর্মীরা—খোন্দকার মুসতাক আহমেদ, তাজউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপটেন মনসুর আলি এবং আল হজ জাহিরুদ্দিন প্রভৃতি। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশেষ অবস্থা বিশ্লেষণ করতে এঁদের বৈঠক বসে ঢাকায় শেখ মুজিবরের বাড়িতে।

ইয়াহিয়ার পিছন হটার পিছনে

পাক-রাজনীতির ভাষ্যকার

ইয়াহিয়া পিছু হটলেন কেন? কারণ তিনি ভয় পেয়েছিলেন মুজিবর আর ভাসানী মৌলানা—এই দুইজনে আবার এক। কারণ পিনডিতে খবর পৌঁছেছিল মুজিবর রবিবার 'বাংলা দেশেই' গণ-পরিষদের অধিবেশন বসাতে পারেন, যার মানে হত দুই পাকিস্তান।

ইয়াহিয়া এখন কী করবেন? সর্বশেষ সংবাদের ইঙ্গিত : জঙ্গী শাসক নিজে ঢাকায় এসে শেখ মুজিবরের সঙ্গে আবার কথা বলে তাঁকে ২৫ তারিখের অধিবেশনে যোগ দিতে রাজী করাবেন। বোঝাবেন, এই বৈঠক তো বাংলারই জন্য, মুজিবরের জয়। আর এই লড়াইয়ের প্রথম রাউনডে বিজয়ী শেখ মুজিবর রহমান অধিবেশনে যোগ দিতেও পারেন।

সুতরাং প্রেসিডেনট এবং চীফ আরমি স্টাফ জেনারেল হামিদ খান ও জুলফিকর আলি ভুট্টো সহ তাঁর ফৌজী ও অ-ফৌজী দোস্তরা এইবার হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছেন যে পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি মানুষ 'ছয় দফার' পিছনে, এর উদ্গাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানএর পিছনে। তাই জেনারেল ইয়াহিয়ার আজ এই পশ্চাদসপরণ, জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের নয়া তারিক ঘোষণা।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান সত্ত্বেও ইয়াহিয়া-ভুট্টো-চক্র ভেবেছিলেন : যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। কিন্তু তাঁরা সত্যিই প্রমাদ গনলেন যখন দেখলেন যে গণ-পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র বিরোধী সদস্য পি-ডি-পির প্রবীণ নেতা নুরুল আমিন—যিনি নির্বাচনের আগে শেখ মুজিবরকে শাপান্ত না করে অন্ন গ্রহণ করতেন না এবং যিনি চিরদিন সেই মুসলিম লীগের দুঃস্বপ্নে-ভরা দিন-

১১শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভরনর টিক্কা খান

নয়াদিল্লি, ৬ মারচ—প্রেঃ ইয়াহিয়া খান আজ লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গবরনর নিযুক্ত করেছেন।

ভাইস-অ্যাডমিরাল এস এম আহসানকে গবরনর পদ থেকে অপসারণ করার পাঁচদিন পর নতুন গবরনর নিয়োগ করা হল।

—ইউ এন আই

নিয়মমাফিক কাজে বিমান চলাচলে বিঘ্ন

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার কলকাতা থেকে ইনডিয়ান এয়ারলাইনসের ১৫টি বিমান ছাড়ে। এর মধ্যে বোমবাই ও দিল্লিতে ২টি করে সারভিস এবং মাদরাজের ১টি সারভিস চালু ছিল। এদিন মোট ৮টি সারভিস বাতিল করা হয়। বাতিল সারভিসগুলির ৭টি রুটে বিমান চলেনি বিমানের অভাবে। ইনডিয়ান এয়ারলাইনস কর্মীদের একাংশের 'নিয়মমাফিক কাজের' জন্য নৈশ ডাক সারভিসও বাতিল করা হয়। এদিন তাঁদের নিয়মমাফিক কাজ চতুর্দশ দিবসে পড়ল।

ইনডিয়ান এয়ারলাইনসের আঞ্চলিক ম্যানেজার শ্রী জি ডি মাথুর সাংবাদিকদের বলেন, অফিসাররাই যাত্রীদের মাল বোঝাই ও খালাসের কাজ করছেন। তিনি জানান, দমদম অঞ্চলে বনধের জন্য মাল খালাসকারীরা বিমানবন্দরে আসতে পারছেন না বলে তাঁদের এই কাজ করতে হচ্ছে।

পি টি আই-এর নয়াদিল্লির খবরে প্রকাশ, শনিবার দিল্লি থেকে চারটি বিমানের যাত্রা বাতিল করে দিতে হয়।

কলকাতা ও আশেপাশে চারজন খুন

স্টাফ রিপোরটার

গত চব্বিশ ঘণ্টায় নিহত হয়েছেন আরও চারজন। হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে একজন ফরওয়ারড ব্লক সমর্থক ছুরিকাঘাতে মারা যান। হুগলি জেলার হরিপালে একজন জোতদার খুন হন শুক্রবার রাত্রে। শুক্রবার দমদমে ছুরিকাহত যুবক শনিবার হাসপাতালে মারা গিয়েছেন। এ ছাড়া টালিগঞ্জে একজন যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। এদিন মুচিপাড়ায় দুজন কনসটেবলকে ছুরিকাহত করে দুটি রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়া হয়। রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটে সি পি এম সমর্থক বর্ণিত একজন ছুরিকাহত হন। অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

কনসটেবল ছুরিকাহত, রাইফেল ছিনতাই

শনিবার বেলা প্রায় দেড়টার সময় কয়েকজন অজ্ঞাত লোক মুচিপাড়া থানার গোমেশ লেনে পাহারারত ২ জন

নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মধ্যাহ্ন ভোজের সময়

ওয়েসট ইনডিজের ৪ উইকেটে ৮৬ রান

ত্রিনিদাদ, ৬ মারচ—ভারত ও ওয়েসট ইনডিজের দ্বিতীয় ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচের প্রথম দিনে ওয়েসট ইনডিজ টসে জয়ী হয়ে ব্যাট করে মধ্যাহ্নভোজের সময় ৪ উইকেটে ৮৬ রান করেছে

—রয়টার

পরলোকে পঙ্কজ গুপ্ত

শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত শনিবার কলকাতায় মারা গিয়েছেন। বিশ্বের খেলাধুলো মহলে গত চার দশক ধরে সব থেকে পরিচিত ভারতীয়, পঙ্কজ গুপ্তের সব থেকে গর্বের ছবি ছিল এইটি। ১৯৩৬-এ ভারতীয় হকি দলের নিউজিল্যানড সফরে যাওয়ার পথে অসট্রেলিয়ার এডিলেডে তোলা এই ছবিতে তিনি দাঁড়িয়ে, বিশ্বের সর্বকালের দুই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হকির ধ্যানচাঁদ ও ক্রিকেটের ব্র্যাডম্যানের মাঝে। দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছেন রূপ সিং।

ত্রিশের দশক থেকে, প্রায় দুই যুগ ধরে ভারতীয় খেলাধুলোয়, সংগঠনে ও প্রশাসনে পঙ্কজ গুপ্ত ছিলেন প্রথম পুরুষ। বহু সর্বভারতীয় ক্রীড়াসংস্থা পত্তনে তাঁর ভূমিকা অপরিহার্য ছিল। ক্রীড়া সাংবাদিক হিসাবেও তাঁর লেখনী ছিল যুক্তিপূর্ণ। পঙ্কজ গুপ্তের হৃদয়ে সরস সখ্যতা ও কঠিন শৃঙ্খলাবোধের অভাব মৃত্যুর সময় পর্যন্তও ঘটেনি। (জীবনী খেলার পাতায়।)

আপনার সন্তানের হোক

ভালো চোখের দৃষ্টি
ভিটামিন 'এ'-র ঘাটতি হলে চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টির ক্ষতি হতে পারে। প্রতিদিন মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স—আপনার বাচ্চাকে তার প্রয়োজনীয় "চোখের ভিটামিন" যোগায়—পুরোমাত্রায়।

সুস্থ রক্ত
৫ জনের মধ্যে ৪ জন ভারতবাসীর আহারে লোহার অভাব থাকে অথচ সুস্থ রক্তের জন্যে লোহা একান্ত প্রয়োজন। আপনার বাচ্চাকে ১ চামচ করে সিরাপ মিনাডেক্স দিয়ে তার দৈনিক লোহার চাহিদা মেটান। এতে রক্ত সুস্থ থাকবে।

মজবুত হাড়
বাড়ন্ত বাচ্চাদের হাড় ঠিকমত গড়ে তোলার জন্যে দরকার 'ভিটামিন 'ডি'' কারণ, খাবারে যে ক্যাল্‌সিয়াম আর ফসফরাস থাকে, ভিটামিন 'ডি' তা বেশী করে কাজে লাগাতে পারে। ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স-এ পর্যাপ্ত পরিমাণে "হাড়ের ভিটামিন" আছে।

অল্প দাম! স্বাস্থ্যে ভরপুর!

সিরাপ মিনাডেক্স®
তিনগুণের এক টনিক—গ্ল্যাক্সোর তৈরী
প্রতিদিন মাত্র ১ চায়ের চামচ সিরাপ মিনাডেক্স দিয়ে আপনার বাচ্চার স্বাস্থ্য তিনভাবে রক্ষা করুন। কমলালেবুর স্বাদগন্ধে ভরা সিরাপ মিনাডেক্স! ওর ভালো লাগবেই। সিরাপ মিনাডেক্স-এর দাম খুব অল্প। অথচ আপনার বাচ্চার স্বাস্থ্যের জন্যে কত উপকারী।

১৭০ মি. লি. মাত্র ৪টা: ৫৫প: } ট্যাক্স
৩৪০ মি. লি. মাত্র ৭টা: ৮৬প: } অতিরিক্ত

গ্ল্যাক্সো ল্যাবোরেটরিজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ

CHGM-I-253R BEN

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মারফৎ : আগরতলা, আলমা, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
আন্দামান ও শ্রীহট্ট . . ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal.
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
33-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
মফঃস্বল			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯৩.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০	× × × ×
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২১.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	× × × ×

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ করুন।

কর্মখালি

হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেড দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট

নং ই-এম-পি—২/৭১

দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট অধীন প্রফেশনেল ব্রাঞ্চের রিসার্চ সেলের জন্য ৪৫০—৩০—৬০০—৩৫—৭৭৫ টাকা বেতনক্রমে নিম্নোক্ত শর্তাবলীতে রিসার্চ অ্যাসিস্টান্ট পদের নিমিত্ত দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে :—

(১) বেতন তদুপরি সময় সময় বলবৎ হিন্দুস্তান স্টীল লিঃ-এর রুল অনুযায়ী ভাতাসমূহ এবং এক বৎসর সন্তোষজনক চাকরি সমাপনের পর কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফন্ডের সুবিধা।

(২) যোগ্যতা ও বর্তমান বেতনের ভিত্তিতে প্রার্থিগণকে বেতনক্রমের ভিতর উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন দেওয়া যাইতে পারে।

(৩) সবিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা শিথিলযোগ্য।

এই পদের জন্য আবশ্যক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা :

লেবার অ্যান্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার/সোস্যাল ওয়ার্কে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী/২ বছরের ফুল টাইম ডিপ্লোমা, তৎসহ লেবার ও অনুরূপ সমস্যা সম্পর্কে অন্ততঃ ২ বৎসরের রিসার্চ অভিজ্ঞতা।

এই পদের জন্য বয়ঃসীমা : ১-৩-৭১ তারিখে ৩০ বৎসরের বেশী না হওয়া চাই।

এই পদের জন্য মনোনীত প্রার্থীদিগকে প্রধানতঃ ফিল্ড ওয়ার্ক করিতে, কর্মীদের 'ইন্টারভিউ' লইতে, তথ্য/পরিসংখ্যান ইত্যাদি সংগ্রহ এবং মিলাইয়া দেখিতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ—আবেদনকারী কেন নিজেকে এই পদের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা দরখাস্তে উল্লেখ করিবেন।

নিম্নোক্ত বিবরণ উল্লেখে সাধারণ কাগজে দরখাস্ত করিতে হইবেঃ—(১) পুরা নাম, (২) পিতার নাম ও পেশা, (৩) বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, (৪) জন্মের সঠিক তারিখ, (৫) ধর্ম ও জাতি, (৬) তফসিলি জাতি/উপজাতিভুক্ত কিনা, (৭) নাগরিকত্ব, (৮) যে সমস্ত শিক্ষায়তনে পড়িয়াছেন, উহাদের নাম, উত্তীর্ণ পরীক্ষা, উত্তীর্ণ হওয়ার বৎসর এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় যে সমস্ত বিষয় লইয়া ছিলেন, তাহা উল্লেখে শিক্ষাগত যোগ্যতা, (৯) নিয়োগকর্তার নাম ও ঠিকানা, পদমর্যাদা, কাজের ধরন, প্রত্যেক নিয়োগকর্তার অধীনে বেতন উল্লেখে অভিজ্ঞতা, (১০) তিনজন রেফারির নাম ও ঠিকানা (১১) বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত, (১২) কারিগরী/পেশাগত শিক্ষার বিবরণাদি, (১৩) তিনি যে যে ভাষা পড়িতে, লিখিতে ও বলিতে পারেন।

এইচ এস এল, এ/সি দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্টকে এনডোর্স করা এবং পোঃ অঃ দুর্গাপুর-৩'তে প্রদেয় টাঃ ৭.৫০ পয়সার (তফসিলি জাতি/উপজাতির প্রার্থীর ক্ষেত্রে টাঃ ১·৮৭ পঃ) ক্রসড পোস্টাল অর্ডারসহ দরখাস্তের সঙ্গে বিবরণীর সমর্থনে সার্টিফিকেট ও প্রশংসাপত্রাদির প্রত্যায়িত নকল অবশ্য থাকা চাই। যে-সমস্ত প্রার্থী এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ মারফত আবেদন করিবেন, তাঁহারা পোস্টাল অর্ডারের আকারে দরখাস্তের ফী আদায় দেওয়া হইতে রেহাই পাইবেন।

যে সমস্ত প্রার্থী এক্ষণে সরকারী/প্রায় সরকারী/সরকারী সংস্থা বিভাগ এবং অন্যান্য ইস্পাত শিল্পে কর্মনিরত আছেন, তাঁহারা অবশ্যই নিয়মানুগ প্রণালী মারফত আবেদন করিবেন।

যে সমস্ত প্রার্থীর পাঠ্যতালিকা-বহির্ভূত কার্যকলাপ, যথা সমাজসেবা, এন সি সি, খেলাধুলা ইত্যাদিতে ভাল রেকর্ড আছে, তাঁহাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে এবং অন্যান্য বিষয় সমান হইলে যোগ্যতাসম্পন্ন তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতির প্রার্থীকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

সাক্ষাৎকারের জন্য মনোনীত প্রার্থিগণকে নিজ ব্যয়ে এতদুদ্দেশ্যে দুর্গাপুরে হাজির হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

দরখাস্ত অবশ্যই ২২-৩-৭১ তারিখ মধ্যে দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্টের পারসোনেল ম্যানেজারের অফিসে (পোঃ অঃ দুর্গাপুর-৩, জেলা বর্ধমান) পৌঁছা চাই। (২৮৫৭)

কর্মখালি

কলিকাতা ও শহরতলীতে রমটন চকলেট বিক্রয়ের জন্য সেলসম্যান চাই। সাক্ষাৎ সেনগুপ্ত এজেন্সিস, ২৩/এ, ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলিকাতা-৫৩। (ট্যাকশালের বিপরীত)। (সি ৯৬৪৩)

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোম্পানির নিজস্ব বিবিধ প্রডাক্ট বিক্রয়ের জন্য সেলসম্যান/সেলসগার্ল প্রয়োজন। জামিন আবশ্যক। আবেদন করুন। বক্স নং ২৬১৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৪৪)

"কলিকাতার নিকটস্থ মফস্বলের নার্সিং-হোমে সর্বক্ষণের জন্য পাশকরা অভিজ্ঞা ধাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ২৫৪৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯২৮৬)

ছোট পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণার্থে শিক্ষিত ভদ্রমহিলা/গভরনেস প্রয়োজন। যোগাযোগ করুনঃ—রবী সাহা, সকাল ৮/১০টা, ৬ডি ভবনাথ সেন স্ট্রীট, (শ্যামবাজার), কলি-৪। (সি ৯৩৯৯)

আবশ্যক—একাউন্টস্ করেসপণ্ডেন্স সেলসট্যাক্স ইত্যাদিতে অভিজ্ঞ একজন কর্মচারী, রিটায়ার্ড'ও চলিবে। বেতন ১০০, বক্স নং ২৮২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৫৫)

"কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি প্রসূতি আগারের জন্য একজন নানপক্ষে জুনিয়ার ট্রেন্ড ধাত্রীর প্রয়োজন। পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকিলে ভাল হয়। দরখাস্ত করুন। বক্স নং ২৭৮১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫১৯)

আমাদের ইনল্যান্ড মোটর ভেসেলের জন্য সার্টিফিকটপ্রাপ্ত সেকেণ্ড ক্লাস এঞ্জিন ড্রাইভার আবশ্যক। বক্স নং ২৭৭৩, আনন্দবাজার, কলি-১।

PUBLIC SERVICE COMMISSION, WEST BENGAL
English Typists' Recruitment Examination, 1970
ANNOUNCEMENT

It is notified for information of candidates concerned that the examination at Calcutta Centre which had been fixed for Sunday, the 21st February, 1971, at Goenka College of Commerce and Business Administration, 210, Bepin Behari Ganguly Street, Calcutta-12, but was postponed, will now be held at the same venue on Sunday, the 21st March, 1971. Candidates concerned are being informed accordingly by post.

The examination at Jalpaiguri Centre was held at Jalpaiguri Zilla School on 21st, 23rd and 24th (instead of 22nd) February, 1971. Candidates for this centre who had received admit cards but could not appear at the examination on any of the above three days due to circumstances beyond their control, may appear at the examination to be held at the same venue on Sunday, the 21st March, 1971. Letters intimating the time and other particulars of the examination are being issued to all such candidates by post.

(2843)

'চেজিং এবং এনগ্রেভিং কাজ জানা স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার আবশ্যক। অভিজ্ঞতা উল্লেখ আবেদন করুন।" রকফিল্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন, ১নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলি-১। (সি ৯৪৫৫)

কেবলমাত্র কাপড়ের দোকানে, তাঁত ও সিল্ক কাজ জানা যুবক আবশ্যক। বক্স নং ২৪৯৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৪৮১)

এজেন্ট ক্যানভাসার্স

লোভনীয় কমিশনে বহুপ্রকার নূতন এবং আকর্ষণীয় ছবির অর্ডার সংগ্রহার্থে এজেন্ট চাই। দি রেডিয়েন্ট ক্যালেন্ডার কনসার্ণ ৩১৩, আপার চিৎপুর রোড (রবীন্দ্র সরণি), কলি-৭। ৩৩-৭৩৫৮। (২৪০৭-এ)

শিক্ষক-শিক্ষিকা

খ্রি ইয়ার্স ডিগ্রী কোর্সের ছাত্রীর জন্য (ইংরাজী, সংস্কৃত, ফিলোজফি) অভিজ্ঞ বর্ষীয়ান পুরুষ/মহিলা শিক্ষক আবশ্যক। বেহালা ট্রাম ডিপো ২ মিঃ। বেতন ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য লিখুন। বক্স নং ২৭৯৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৩৮)

বি এস-সি প্রথম বর্ষ অঙ্কের জন্য এম এস-সি আবশ্যক। সপ্তাহে ৩ দিন দৈনিক ১½ ঘণ্টা। ন্যূনতম বেতন উল্লেখে লিখুন। বক্স নং ২৬৮০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭১১)

"মধ্য কলিকাতার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যা-লয়ের জন্য "গৃহ বিজ্ঞানে" ট্রেন্ড অভিজ্ঞ শিক্ষিকা প্রয়োজন। ১৫ মার্চের মধ্যে আবেদন করুন।" বক্স নং ২৮২৬ আনন্দবাজার, কলি-১।

আশ্রয়প্রার্থী

প্রৌঢ় সক্ষম দম্পতী—থাওয়া থাকার বিনিময়ে কোন দেবালয় বা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার লইতে ইচ্ছুক। শান্তনু গৃহ, ১৬২/এ/৭৯ লেক গার্ডেনস্, নীচতলা, কলি-৪৫। (সি ৯৩৭৮)

কর্মপ্রার্থী

১—৩ মাসে বি কম, এম কম, কস্টিং পরীক্ষার্থীদের ইকনমিক্স/স্ট্যাটিস্টিক্স/একাউন্টেন্সীতে সুনিশ্চিত সাফল্য! মিঃ দে, (সন্ধ্যা ৭—৮)। ১৫, মিজর্জাপুর স্ট্রীট, কলি-১২। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট।

(সি ৯৫৩৩)

সকালে হাঃ সেঃ, বি-কম, পর্যন্ত ইং/ বাংলায় দায়িত্বে ছাত্র-ছাত্রী (অল্পে) পড়াইব। বণিক, এম-কম, ১৪/২১, গড়িয়াহাট রোড, কলি-১৯।

(সি ৯৩৯২)

সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞ শিক্ষক দায়িত্বে পি-ইউ অবধি ছাত্র-ছাত্রী পড়ান। চট্টোপাধ্যায়, ১৭।১।কে, টালিগঞ্জ রোড, কলি-২৬। (বি ও ৪২৩৪)

মেডিকেল ছাত্র অঙ্কে পদার্থে লেটার ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াব "মৃণাল" ২০৭/এফ অফিসার্স কলোনী শিয়ালদহ, কলি-১৪। (সি ৯৭৫২)

অভিজ্ঞ শিক্ষক বি-এস-সি হাঃ সেঃ বিজ্ঞান ছাত্র-ছাত্রী সর্বত্র দায়িত্বে পড়াইব চক্রবর্তী ২৬ প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। (সি ৯৩৭৭)

কর্মপ্রার্থী

অভিজ্ঞ গৃহশিক্ষক, দক্ষিণ কলিকাতায় এস এফ, এইচ-এস, প্রি-ইউ (বাণিজ্য) ছাত্রছাত্রী পড়াব। বক্স নং ২৩৩৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯২৬৫)

বেতারশিল্পী ছোটদের গিয়ানো/ বিভিন্ন সঙ্গীত শিখাতে চান বা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে চান। মিসেস চৌধুরী, ৩বি, একডালিয়া রোড, কলি-১৯। (সি ৯৪৬৩)

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোম্পানির নিজস্ব বিবিধ প্রডাক্ট বিক্রয়ের জন্য সেলসম্যান/সেলসগার্ল প্রয়োজন। জামিন আবশ্যক। আবেদন করুন। বক্স নং ২৬১৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৪৪)

"কলিকাতার নিকটস্থ মফস্বলের নার্সিং-হোমে সর্বক্ষণের জন্য পাশকরা অভিজ্ঞা ধাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ২৫৪৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯২৮৬)

ছোট পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণার্থে শিক্ষিত ভদ্রমহিলা/গভরনেস প্রয়োজন। যোগাযোগ করুনঃ—রবী সাহা, সকাল ৮/১০টা, ৬ডি ভবনাথ সেন স্ট্রীট, (শ্যামবাজার), কলি-৪। (সি ৯৩৯৯)

আবশ্যক—একাউন্টস্ করেসপণ্ডেন্স সেলসট্যাক্স ইত্যাদিতে অভিজ্ঞ একজন কর্মচারী, রিটায়ার্ড'ও চলিবে। বেতন ১০০, বক্স নং ২৮২৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৫৫)

"কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি প্রসূতি আগারের জন্য একজন নানপক্ষে জুনিয়ার ট্রেন্ড ধাত্রীর প্রয়োজন। পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকিলে ভাল হয়। দরখাস্ত করুন। বক্স নং ২৭৮১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫১৯)

আমাদের ইনল্যান্ড মোটর ভেসেলের জন্য সার্টিফিকটপ্রাপ্ত সেকেণ্ড ক্লাস এঞ্জিন ড্রাইভার আবশ্যক। বক্স নং ২৭৭৩, আনন্দবাজার, কলি-১।

PUBLIC SERVICE COMMISSION, WEST BENGAL
English Typists' Recruitment Examination, 1970
ANNOUNCEMENT

It is notified for information of candidates concerned that the examination at Calcutta Centre which had been fixed for Sunday, the 21st February, 1971, at Goenka College of Commerce and Business Administration, 210, Bepin Behari Ganguly Street, Calcutta-12, but was postponed, will now be held at the same venue on Sunday, the 21st March, 1971. Candidates concerned are being informed accordingly by post.

The examination at Jalpaiguri Centre was held at Jalpaiguri Zilla School on 21st, 23rd and 24th (instead of 22nd) February, 1971. Candidates for this centre who had received admit cards but could not appear at the examination on any of the above three days due to circumstances beyond their control, may appear at the examination to be held at the same venue on Sunday, the 21st March, 1971. Letters intimating the time and other particulars of the examination are being issued to all such candidates by post.

(2843)

'চেজিং এবং এনগ্রেভিং কাজ জানা স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার আবশ্যক। অভিজ্ঞতা উল্লেখ আবেদন করুন।" রকফিল্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন, ১নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলি-১। (সি ৯৪৫৫)

কেবলমাত্র কাপড়ের দোকানে, তাঁত ও সিল্ক কাজ জানা যুবক আবশ্যক। বক্স নং ২৪৯৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৪৮১)

এজেন্ট ক্যানভাসার্স

লোভনীয় কমিশনে বহুপ্রকার নূতন এবং আকর্ষণীয় ছবির অর্ডার সংগ্রহার্থে এজেন্ট চাই। দি রেডিয়েন্ট ক্যালেন্ডার কনসার্ণ ৩১৩, আপার চিৎপুর রোড (রবীন্দ্র সরণি), কলি-৭। ৩৩-৭৩৫৮। (২৪০৭-এ)

শিক্ষক-শিক্ষিকা

খ্রি ইয়ার্স ডিগ্রী কোর্সের ছাত্রীর জন্য (ইংরাজী, সংস্কৃত, ফিলোজফি) অভিজ্ঞ বর্ষীয়ান পুরুষ/মহিলা শিক্ষক আবশ্যক। বেহালা ট্রাম ডিপো ২ মিঃ। বেতন ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য লিখুন। বক্স নং ২৭৯৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৩৮)

বি এস-সি প্রথম বর্ষ অঙ্কের জন্য এম এস-সি আবশ্যক। সপ্তাহে ৩ দিন দৈনিক ১½ ঘণ্টা। ন্যূনতম বেতন উল্লেখে লিখুন। বক্স নং ২৬৮০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭১১)

"মধ্য কলিকাতার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যা-লয়ের জন্য "গৃহ বিজ্ঞানে" ট্রেন্ড অভিজ্ঞ শিক্ষিকা প্রয়োজন। ১৫ মার্চের মধ্যে আবেদন করুন।" বক্স নং ২৮২৬ আনন্দবাজার, কলি-১।

আশ্রয়প্রার্থী

প্রৌঢ় সক্ষম দম্পতী—থাওয়া থাকার বিনিময়ে কোন দেবালয় বা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার লইতে ইচ্ছুক। শান্তনু গৃহ, ১৬২/এ/৭৯ লেক গার্ডেনস্, নীচতলা, কলি-৪৫। (সি ৯৩৭৮)

কর্মপ্রার্থী

১—৩ মাসে বি কম, এম কম, কস্টিং পরীক্ষার্থীদের ইকনমিক্স/স্ট্যাটিস্টিক্স/একাউন্টেন্সীতে সুনিশ্চিত সাফল্য! মিঃ দে, (সন্ধ্যা ৭—৮)। ১৫, মিজর্জাপুর স্ট্রীট, কলি-১২। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট।

(সি ৯৫৩৩)

সকালে হাঃ সেঃ, বি-কম, পর্যন্ত ইং/ বাংলায় দায়িত্বে ছাত্র-ছাত্রী (অল্পে) পড়াইব। বণিক, এম-কম, ১৪/২১, গড়িয়াহাট রোড, কলি-১৯।

(সি ৯৩৯২)

সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞ শিক্ষক দায়িত্বে পি-ইউ অবধি ছাত্র-ছাত্রী পড়ান। চট্টোপাধ্যায়, ১৭।১।কে, টালিগঞ্জ রোড, কলি-২৬। (বি ও ৪২৩৪)

মেডিকেল ছাত্র অঙ্কে পদার্থে লেটার ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াব "মৃণাল" ২০৭/এফ অফিসার্স কলোনী শিয়ালদহ, কলি-১৪। (সি ৯৭৫২)

অভিজ্ঞ শিক্ষক বি-এস-সি হাঃ সেঃ বিজ্ঞান ছাত্র-ছাত্রী সর্বত্র দায়িত্বে পড়াইব চক্রবর্তী ২৬ প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। (সি ৯৩৭৭)

পাত্র চাই

সুন্দরী ফর্সা স্বাস্থ্যবতী বি-এ অনার্স বি-টি শিক্ষিকার উপযুক্ত কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ২৭৫৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৬২৯)

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সুশ্রী বি-এ পাত্রীর (২১) জন্য সদ্‌গোপ পাত্র চাই। বক্স নং ২৭৫৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৬১)

ইঞ্জিনীয়ার, সি-এ, উচ্চপদস্থ অফিসার পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ, অনূর্ধ্ব ৩১/৩২ সুদর্শন পাত্র চাই। পাত্রী এম-এ, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী সম্ভ্রান্তবংশীয়া। বক্স নং ২৭৬১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৬৩)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাশ্যপ গোত্র, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ল্যাবণ্যময়ী পার্ট (১) বি-এ পরীক্ষার্থিনী পাত্রীর (২০) উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ২৭৬০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৬২)

অভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। পাত্রী (২২) পূর্ববঙ্গের সুশ্রী এম-এ পাঠরতা। বক্স নং ২৭৫৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৬২৬)

বৈদ্য পাত্রী (পঃ বঃ ২৩) এম এ (অনার্স সহ) ফর্সা সুশ্রী গৃহকর্মনিপুণা সম্ভ্রান্তবংশীয়া। বক্স নং ২৭৫৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৬২৪)

পঃ বঃ গৌরবর্ণা সুন্দর মুখশ্রী বন্দ্যো-পাধ্যায় (২৬) (১·৫০ মিঃ) নার্সিং কর্মরতা পাত্রীর কলিকাতা বা উপকণ্ঠস্থ শিক্ষিত উপার্জনশীল (৩৩/৩৪) ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ২৭৫৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৬২৩)

পঃ বঃ দঃ রাঢ়ী কায়স্থ ভরদ্বাজ, ফর্সা, এম এ, বি-টি, শিক্ষিকা সুন্দর মুখশ্রী স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মনিপুণা (৫'-১" লম্বা) ১·৫৫ মিঃ ২৭ পাত্রীর জন্য উচ্চ শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ২৭৫২ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪২৪১)

সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই—পাত্রী (২৫) পঃ বঃ রাঢ়ী বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মধ্যমবর্ণা সুশ্রী গৃহকর্মনিপুণা উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ২৭৪৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪২৩৮)

প্রকৃত সুন্দরী, রূপসী, দীর্ঘাঙ্গী, পঃ বঃ এম-এ বৈদিক শিক্ষিকা পাত্রীর (২৬) সুযোগ্য ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ২৪২১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৫২)

ঢাকার বসাক কেন্দ্রীয় সরকরের অবসরপ্রাপ্ত এসিস্‌টেণ্ট ইঞ্জিনীয়ারের কন্যা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ নম্রসভাবাপন্না গৃহকর্মনিপুণা বি এ, পার্ট ওয়ান পরীক্ষার্থিনীর জন্য শিক্ষিত উপার্জনশীল সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ২৮১৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৫০)

সুন্দরী সঙ্গীতজ্ঞা মুখোপাধ্যায় (১৮) বি এ (পার্ট ওয়ান) পরিক্ষার্থিনী পাত্রীর জন্য সুন্দর উপার্জনশীল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা অফিসার পঃ বঃ পাত্র চাই। বক্স নং ২৮১৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৪৮)

রাঢ়ী গৌতম গোত্র উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ১·৫০ মিঃ (৪'-১১") শিক্ষিকা (২৮) বি এস সি (অনার্স) সঙ্গীতজ্ঞা সুশ্রী এম এস সি পরীক্ষার্থিনীর শিক্ষিত সুউপায়ী ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ২৮২৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৬১)

সুপ্রতিষ্ঠিত সদ্গোপ পাত্র চাই

ফর্সা স্লিম বি এ, বি এড রেডিও আর্টিস্ট, ২৩/১·৬ মিঃ, পাত্রীর জন্য ফরেন ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, প্রথম শ্রেণী গেজেটেড অফিসার পাত্র চাই। বক্স নং ২৮০৭, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

পাত্রী (২৩) মুখোপাধ্যায় শিক্ষিকা বি-এ পাঠরতা মধ্যমবর্ণা সঙ্গীতজ্ঞা, সুবোধ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পোঃ ও গ্রাম গোচরণ, ২৪ পরগণা। (সি ৯৭৫৩)

পাত্রী ৩১, বি এ, বি টি, শিক্ষিকা, শ্যামবর্ণা (উচ্চতা ৫'-৩") ১·৬০ মিঃ অশাণ্ডিল্য পঃ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ২৭৮৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯২৫৬)

গন্ধবনিক গ্র্যাজুয়েট মধ্যমবর্ণা সুন্দরী স্কুল-শিক্ষিকা পাত্রীর (২৪) (৫'-৩") ১·৬০ মিঃ জন্য পাত্র চাই। বক্স নং ২৭৮৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫২২)

সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী ফর্সা মৌল্যা গোত্রীয় ১৮, বি এ পাঠরতা বৈদ্য পাত্রীর জন্য উপযুক্ত বৈদ্যপাত্র চাই। বক্স নং ২৮৩৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৬৪)

পাত্রী (২৩) পঃ বঃ কায়স্থ সুশ্রী গৃহ-কর্মনিপুণা পি ইউ (৫'-৪") ১·৬৩ মিঃ শিক্ষিত উপার্জনশীল পঃ বঃ পাত্র চাই। বক্স নং ২৮৩৮, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৬২)

পাত্রী ব্রাহ্মণ মুখার্জি (২২)/১·৫৭ মিঃ স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী উঃ শ্যামবর্ণা গৃহকর্ম নিপুণ বি-এ পাঠরতা উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ২৪০১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি-৯৩৬৪)

পঃ বঃ রাঢ়ী ভরদ্বাজ বনেদী বি-এ, ২১ পরমা সুন্দরী (৫'-৫½") ১·৬৪ মিঃ পাত্রীর জন্য জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত সুপাত্র চাই। ফোন ৪৫-১২৪৯। বক্স নং ২২৬৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯২০০)

যে কোন বর্ণের পাত্র চাই

সুশ্রী (২১) ফর্সা ১·৫২ মিঃ (৫') পার্ট-টু পাঠরতা, পিতা ব্রাহ্মণ, মাতা মাহিষ্য, সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবারের পাত্রীর জন্য সংস্কারমুক্ত উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ২৪০৫, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৩৬৮)

পঃ বঃ কায়স্থ (২৪) বি, এ সুশ্রী পাত্রীর শিক্ষিত চাকুরে পাত্র চাই। বক্স নং ২৪৩৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি-৯৩৭৪)

পি ইউ ট্রেইনড শিক্ষিকার (ব্রাহ্মণ) জন্য উপযুক্ত পাত্র (৩৫) চাই। সত্বর যোগাযোগ করুন। বক্স নং ২৪১০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

পঃ বঃ প্রবাসী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাৎস্য এম-এ, বি-এড, ফর্সা, সুশ্রী ১·৫২ মিঃ (৫') ২৯ জন্য উপযুক্ত উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ২৪১৪ আনন্দবাজার, কলি-১।

পাত্র চাই

সুন্দরী ফর্সা স্বাস্থ্যবতী বি-এ অনার্স বি-টি শিক্ষিকার উপযুক্ত কায়স্থ পাত্র চাই। বক্স নং ২৭৫৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৬২৯)

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা সুশ্রী বি-এ পাত্রীর (২১) জন্য সদ্‌গোপ পাত্র চাই। বক্স নং ২৭৫৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৬১)

ইঞ্জিনীয়ার, সি-এ, উচ্চপদস্থ অফিসার পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ, অনূর্ধ্ব ৩১/৩২ সুদর্শন পাত্র চাই। পাত্রী এম-এ, সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী সম্ভ্রান্তবংশীয়া। বক্স নং ২৭৬১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৬৩)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাশ্যপ গোত্র, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ল্যাবণ্যময়ী পার্ট (১) বি-এ পরীক্ষার্থিনী পাত্রীর (২০) উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ২৭৬০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৬২)

অভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। পাত্রী (২২) পূর্ববঙ্গের সুশ্রী এম-এ পাঠরতা। বক্স নং ২৭৫৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৬২৬)

বৈদ্য পাত্রী (পঃ বঃ ২৩) এম এ (অনার্স সহ) ফর্সা সুশ্রী গৃহকর্ম-নিপুণা সম্ভ্রান্তবংশীয়া। বক্স নং ২৭৫৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৬২৪)

পঃ বঃ গৌরবর্ণা সুন্দর মুখশ্রী বন্দ্যো-পাধ্যায় (২৬) (১·৫০ মিঃ) নার্সিং কর্মরতা পাত্রীর কলিকাতা বা উপকণ্ঠস্থ শিক্ষিত উপার্জনশীল (৩৩/৩৪) ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ২৭৫৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৬২৩)

পঃ বঃ দঃ রাঢ়ী কায়স্থ ভরদ্বাজ, ফর্সা, এম এ, বি-টি, শিক্ষিকা সুন্দর মুখশ্রী স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মনিপুণা (৫'-১" লম্বা) ১·৫৫ মিঃ ২৭ পাত্রীর জন্য উচ্চ শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ২৭৫২ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪২৪১)

সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই—পাত্রী (২৫) পঃ বঃ রাঢ়ী বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মধ্যমবর্ণা সুশ্রী গৃহকর্মনিপুণা উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ২৭৪৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪২৩৮)

প্রকৃত সুন্দরী, রূপসী, দীর্ঘাঙ্গী, পঃ বঃ এম-এ বৈদিক শিক্ষিকা পাত্রীর (২৬) সুযোগ্য ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ২৪২১ আনন্দবাজ

চিত্রচয়নিকা ।। ১০

কলকাতা '৭১ ।। শিল্পী দিলীপ কুণ্ডু

পাত্র চাই

ব্রাহ্মণ/ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী উদার সুপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। পাত্রী (২৪) ব্রাহ্মণ সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী এম এ পাঠরতা কেন্দ্রীয় গেজেটেড অফিসারের কন্যা। বক্স নং ২৪৭০ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি ৯৪৫২)

উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট শিল্পপতির সুন্দরী গ্রাজুয়েট কন্যার জন্য একাউনটেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার ব্যবসায়ী অথবা উচ্চপদস্থ সুপ্রতিষ্ঠিত কায়স্থ পাত্র চাই। পাত্রী দঃ রাঢ়ী কায়স্থ গৃহকর্ম-নিপুণা নম্রস্বভাবা বয়স ২৫ বৎসর শীঘ্র বিবাহ। যোগাযোগ করুন। বক্স নং ২৪৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি ৯৪৫০)

কুমিল্লার কায়স্থ সোকালীন ২২ বৎসর মাঝারী রং উত্তম স্বাস্থ্য (৫´) ১·৫২ মিঃ বিজ্ঞান ৩য় বর্ষ পাত্রীর জন্য ৫০০৲ আয়ের উপযুক্ত গ্রাজুয়েট পাত্র চাই। ব্যাঙ্কএ কর্মরত এবং ৪ ঘর বা ৮ ঘরের হইলে ভাল হয়। বক্স নং ২৪৬৪ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি ৯৪৪৯)

সদগোপ পাত্র চাই

পশ্চিমবঙ্গীয়া, ফর্সা, সুশ্রী (৫´-১″) ১·৫৫ মিঃ অন্টমমান (২০) পাত্রীর উপযুক্ত সুদর্শন, শিক্ষিত, উপার্জন-শীল (অনূর্ধ্ব ২৮) পশ্চিমবঙ্গীয় পাত্র চাই। বক্স নং ২৪৬৩ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি ৯৪৪৮)

পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ (মিত্র) ব্যবসায়ীর কন্যা এম এ (ইং) পরীক্ষার্থিনী প্রকৃত পরমাসুন্দরী ১·৬০ মিঃ (৫´-৩″) পাত্রীর (২৩) জন্য ইঞ্জিনীয়ার, সি-এ, ডাক্তার অথবা অনুরূপ ৩০ অনূর্ধ্বে যোগ্য পাত্র চাই। বক্স নং ২৪৪১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৩৮১)

নাপিত পাত্র চাই

পাত্রী সরকারী অফিসার বি, এ (২৮) সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী। অফিসারস, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, একাউণ্টাণ্টস বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ২৪৯৮ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি-৯৪৮২)

বৈদ্য পদস্থ অফিসারের (কুমিল্লার বৈদ্য) একমাত্র কন্যা স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী ফর্সা (২৩) ৫ ফুট ২ ইঞ্চি (১·৫৭ মিঃ) এম, এ পাঠরতা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সি-এ ব্যাঙ্কের অফিসার বা প্রফেসর পাত্র চাই। বক্স নং ২৫০৬ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি-৯৪৮৯)

কায়স্থ মধ্যম শিক্ষিতা উঃ শ্যামবর্ণা (২৩) পাত্রীর শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ২৫০৯ আনন্দ-বাজার, কলি-১। **(সি-৯৪৯২)**

পাত্রী (২৩) চট্টগ্রাম কায়স্থ, দমদম ক্যাণ্টঃ অধিবাসী, মধ্যমবর্ণা, গৃহকর্মা, বি, এ, উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ২৪৯৯ আনন্দবাজার- কলি-১।
(সি-৯৪৮৩)

গাত্রী সুশ্রী ফর্সা (উঃ ৫-৪ ইঃ) ১·৬৩ মিঃ এম, এ, ল, পাশ বয়স ২৭ শাণ্ডিল্য গোত্র শিক্ষিত দাবিহীন পাত্রের সহিত কাজ করিতে চাই। বক্স নং ২৪৫০ আনন্দবাজার কলি-১।
(বি ও ৪২৫৬)

সদ্গোপ পাত্র চাই

এম, এস-সি (অঙ্ক) পাঠরতা ২৩ বৎ, ৫—২″, ১·৫৭ মিঃ সুন্দরী, ফর্সা পাত্রীর পশ্চিমবঙ্গীয় সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ২৪৪৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি-৯৩৮৯)

গাত্রী (২৩) উত্তমশ্যামা লাবণ্যময়ী, সঙ্গীতজ্ঞা, মার্জিত রুচি, বি, এ পরীক্ষার্থী সুপ্রতিষ্ঠিত অশাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। বক্স নং ২৪৪৩ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি-৯৩৮৩)

পুঃ বঃ (বরিশাল, গৈলা) বিশিষ্ট বৈদ্য (কাশ্যপ) পরিবারের গৌরবর্ণা, সুশ্রী, লাবণ্যময়ী, বি-এ, (২৩) (১·৫০ মিঃ) (৪´-১১″) পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ২৪৪২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি-৯৩৮২)

পুঃ বঃ কায়স্থ সুন্দরী ফর্সা শ্লিম গৃহকর্মানিপুণা এস এফ অনুত্তীর্ণা পাত্রীর (২১) জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ২৪৩৩ আনন্দবাজার কলি-১।
(সি-৯৩৭৩)

পাত্র চাই—পাত্রী কায়স্থ, গৃহ, বি-এ পরীক্ষার্থিনী স্বাস্থ্যবতী (২২) শ্যামবর্ণা, শচীন গুহ, ১২৮।ডি।৪৬, কিদোয়ইনগর, কানপুর-১১।
(সি/এম ২৪০৯)

তিলী পাত্র চাই

পাত্রী (২৪) বি এ বি টি শিক্ষিকা সুশ্রী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, উপার্জনশীল উচ্চশিক্ষিত গ্রাজুয়েট পাত্র চাই। বক্স নং ২৫১৩ আনন্দবাজার কলি-১।
(সি-৯৪৯৬)

ব্রাহ্মণ পাত্র চাই দুজন

ব্যানার্জী শাণ্ডিল্য গৌরবর্ণা সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী এম এ বি-টি (অনার্স) কবিতীর্থ শিক্ষয়িত্রী ৩১ ঐ ভগ্নী (২৩) ফর্সা সুশ্রী হঃ সেঃ পাঠরতা, গৃহকর্মনিপুণা উপযুক্ত পাত্র চাই। বক্স নং ২৪৩১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি-৯৩৬৭)

এস এফ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মে নিপুণা মুখার্জী পাত্রী ২৪ বৎসর। সন্তোষ মুখার্জী, পোঃ নন্ডী (বর্ধমান)। (সি ৯৪২৬)

বৈদ্য পাত্র চাই—ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সি এ ব্যাঙ্কে সুপ্রতিষ্ঠিত চাকুরে। পাত্রী পঃ বঃ কাশ্যপ গোত্র, সুশ্রী, লাবণ্যময়ী, এম-এ, বয়স ২৩, ৫—৩″ উচ্চতা, রবীন্দ্রসংগীতে পারদর্শী সত্বর বিবাহ। বক্স নং ২৩১৩, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৪৩৮)

সোঃ ঘোষ শিক্ষিতা পাত্রীর জন্য, দঃ রাঃ সুশিক্ষিত কলিকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত ২৮/২৯ চাই। বক্স নং ১৩৯৪, আনন্দ-বাজার কলি-১। (সি ৮৬৮৬)

ঢাকা বিক্রমপুরের সরকারী উচ্চপদস্থ ডাক্তারের প্রকৃত সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী (৫´-৩″) ১·৬০ মিঃ এম-এ পাঠরতা বৈদ্য শিক্ষিত পাত্রীর জন্য ডাক্তার, সি-এ, বি-ই, আই-এ-এস সুপ্রতিষ্ঠিত সুপাত্র চাই। বক্স নং ২৩৭৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি-৯৩৫৪)

পাত্র চাই

পাত্র চাই—পাত্রী (২০) গন্ধবণিক শাণ্ডিল্য শ্যামবর্ণ। ঐ ভগ্নি (১৮) ফর্সা গৃহকর্মে নিপুণা, বক্স নং ২৩৮৭ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি-৯৩৬১)

বাৎসব বারেন্দ্র সানয়াল স্কুঃ ফাইনাল পরিক্ষার্থিনী সুশ্রী, লাবণ্যময়ী একমাত্র কন্যার (২০) জন্য উপযুক্ত পত্র চাই। বক্স নং ২৩৭৬ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি-৯৩৫২)

পাত্রী (১৭) সুন্দরী সদগোপ প্রি, ইউ পরীক্ষার্থিনী, উপযুক্ত পাত্র চাই জীবন মজুমদার। এস, ডি, ও অফিস বনগাঁ, ২৪ পরগণা। (সি-৯৩৫৩)

পঃ বঃ সুন্দরী, শ্লিম ফিগার, গৃহকর্মে নিপুণা পার্ট ওয়ান পাঠরতা (২৬) ব্যানার্জি জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার বা সম উপযুক্ত উচ্চাভিলাষী পাত্র চাই। বক্স নং ২৪১২, আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি/এম)

পাত্র-পাত্রী চাই

ব্রাহ্মণ পাত্র/পাত্রী চাই

খুলনার ব্রাঃ অধুনা উঃ বঙ্গ শহরবাসী। পাত্রীদ্বয় (৩২।২৫), বি এ, লম্বা, স্বাস্থ্য ও গুণবতী। মধ্যবিত্ত। (১ শিক্ষিকা, মধ্যমবর্ণা। ২। ফর্সা ও সুন্দরী)। সু-উপায়ী, সুশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত ২টি পাত্র এবং ঐ ভ্রাঃ গ্রাজুঃ স্টেট ব্যাঙ্ক, (৩১/৬৫০৲)র গ্রাজুঃ, দীর্ঘাঙ্গী, ফর্সা, সুন্দরী ও গুণবতী পাত্রী চাই। এখনই লিখুন (প্রার্থী নিজেও।" —শ্রীমতী সরযূ দেবী, মিলন পাড়া, পোঃ রায়গঞ্জ, জিলা—পশ্চিম দিনাজপুর। (সি ৯৩৭৯)

বৈদ্য পাত্র-পাত্রী চাই

বিদেশী ব্যাঙ্কে কলিকাতায় কর্ম্মরত মাসিক আয় (৮০৲) পঃ বঃ সম্ভ্রংশীয় বৈদ্য পাত্রের (৩৪) সুশ্রী ফর্সা পঃ বঃ বৈদ্য পাত্রী চাই। তদীয় ভগ্নী বি-এ (২৮) মধ্যমবর্ণা স্বাস্থ্যবতী পাত্রীর জন্য স্থায়ী উপার্জনশীল পাত্র চাই। বদলেও আপত্তি নাই। বক্স নং ২৬৪০ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি ৯৬৫৮)

তন্তুবায় পাত্র-পাত্রী চাই

এল এম ই পাশ সম্ভ্রান্ত পরিবারের ব্যবসায়ী পাত্রের (৩০) জন্য মধ্যম-শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। কলিকাতায় নিজস্ব বাড়ী। বি এস-সি পাশ সুগায়িকা পাত্রীর (২৪) জন্য প্রতিষ্ঠাবান পাত্র চাই। যোগাযোগ করুন। অরবিন্দ কর, ১১ ছকুখানসামা লেন, কলি-৯। ফোন ঃ ৩৫-৪৩৫৭
(সি ৯৭০৪)

১। বি-এ শ্যামবর্ণা, কেঃ সঃ চাকুরীরতা (২৭) কায়স্থ কাশ্যপ মজুমদার পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। ২। বেসিক ট্রেণ্ড মিউনিসিপাল স্কুলে হেড টিচার বিপত্নীক (৯।৩) দুটি মেয়ে মজুমদার পাত্র (৩৮) জন্য এস এফ সুশ্রী পাত্রী চাই। নিজ বাড়ী আছে। বক্স নং ২৬২৯ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি ৯৬৫৪)

পাত্র (২৯, ১·৭ মিঃ) পুঃ বঃ কাশ্যপ বঃ ব্রাঃ জামসেদপুর নিজ পাকা বাড়ী টেকনিঃ ট্রেণ্ড ও টাটাতে স্থায়ী চাকুরে (৪০০৲)। সুন্দরী ফর্সা এস এফ/হাঃ সেঃ পাত্রী চাই। তস্য ভগ্নি (২৪, ১·৫ মিঃ) স্বাস্থ্যবতী ফর্সা হাঃ সেঃ পরীক্ষাথিনী সঙ্গীতজ্ঞা গৃহকর্মনিপুণা শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ২৪১৫, আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি/এম)

তিলি পাত্র ৩৩ বিঃ ফার্ম স্থায়ী গেঃ অফিসার। ফর্সা সুন্দরী গ্র্যাজুয়েট পুঃ বঃ পাত্রী চাই। ভগিনী ২৫ এম এস-সি গবেষণারতা গীটার পারদর্শিনী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মধ্যমবর্ণা। ডক্টরেট, অধ্যাপক, ১ম শ্রেণীর ইঞ্জিনীয়ার, গেঃ অফিঃ পাত্র চাই। বক্স নং ২৮২৫ আনন্দবাজার, কলি-১
(সি ৯৫৫৭)

মাহিষ্য/উচ্চ অসবর্ণ পাত্র-পাত্রী চাই। পাত্রী আর্কিটেকচার - ইঞ্জিনিয়ারিং (ডিপ্লোমা) কেন্দ্রীয় সরকারে কর্মরতা (৪০০৲) সুশ্রী ফর্সা (২৭) পাত্র—গ্র্যাজুয়েট (৩২) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে কর্মরত (৮০০৲) সুশ্রী গৌরবর্ণ লিখুন। বক্স নং ২৮১৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৫১)

(১) যে কোন বর্ণের ফর্সা/স্বাস্থ্যবতী/ গানজানা অথবা শিক্ষিতা/উপার্জন-শীলা পাত্রী চাই। পাত্র (৩০) মাহিষ্য, বি-এস-সি, কলিকাতায় সরকারী চাকুরীরত নিজবাড়ী, বাগান, ধানজমি আছে। দাবী নাই। **(২) পাত্র চাই—** ঐ ভগ্নী (১৯) বি-এস-সি পাঠরতা (৫´) মধ্যম ফর্সা স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্ম-নিপুণা। বক্স নং ২৫১৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৪৯৯)

তিলি পাত্র/পাত্রী চাই। বি-এ ফাইনাল (২৭) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চাকুরিয়ার (৬০০৲)। শিক্ষিতা প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। ঐ ভগ্নি (২০) সুন্দরী, সুশ্রী, আই-এ মান। শিক্ষিত উপার্জনশীল পাত্র চাই। বক্স নং ২৫০২ আনন্দ-বাজার, কলি-১। (সি ৯৪৮৬)

পাত্র-পাত্রী চাই

বরিশালে সম্ভ্রান্ত কায়স্থ দত্ত মধ্যম পাত্রত্রয় (৩৩/৩০/২৭) সরকারী চাকুরীরত। পুঃ বঃ কায়স্থ কুলীন পাত্রী শিক্ষিতা সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মে-নিপুণা চাই। ফটো সহ পত্রযোগে বিস্তারিত জ্ঞাতব্য। পাত্রী (২৩) প্রিঃ মান (৫´-২″) উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মে নিপুণা কুলীন পাত্র সরকারী চাকুরে চাই। জি সি দত্ত, C/o. Narayan Shaw's Building, Dumariatand, P.O. & Distt. Dhanbad (Bihar).
(সি ৯৪৪৩)

সদ্গোপ পাত্র-পাত্রী চাই

অধ্যাপক ইঞ্জিঃ পাত্রের (২৯) জন্য প্রকৃত সুন্দরী গ্রাজুয়েট পাত্রী। ঐ ভগ্নী (২২) ফর্সা সুশ্রী এম-এ ইক্ পাঠরতা পাত্রীর জন্য ইঞ্জি/ডাঃ/অধ্যাপক প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বৈশাখেই বিবাহ। বক্স নং ২৩৪৬ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি ৯২৭৫)

পাত্র-পাত্রী চাই

সুবর্ণ বণিক শিক্ষিত সরকারী সংস্থায় কর্মরত ২১।২২ অনূর্ধ্ব পাত্রী চাই। পাত্রীই বিবেচ্য। এবং সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, মধ্যমশিক্ষিতা পাত্রীর (২২) সুপাত্র চাই। বক্সনং ২৪১১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

মোদক/অসবর্ণ পাত্র-পাত্রী চাই। পাত্রী (২৪) মুখশ্রীযুক্তা, সুবর্ণা, হাই স্কুল পাশ। তদীয় ভ্রাতা (২৩) পোস্টাল ইঞ্জিনীয়ার (৪০০৲)। নিজবাড়ী। বদলে চলবে। শ্রীমণীন্দ্রনাথ তালুকদার। ৫৬৭/৯৩বি, আনন্দনগর, লক্ষ্ণৌ-৫।
(সি/এম ২৪১৩)

পাত্রী চাই

বৈদ্য সুমুখশ্রী, রং ফর্সা, মধ্যম শিক্ষিতা (৩০/৩৫) যে-কোন বঙ্গের পাত্রী চাই। পাত্র (শঙ্করী) নন্ম্যাট্রিক (৪৫) (৫´-৪″) ১-৬৩ মিঃ চাকুরী ও ব্যবসা (মোটর)। স্ব ইচ্ছায় বেশী শিক্ষিতা অথবা চাকুরীয়া পাত্রীও স্বয়ং অথবা অভিভাবক যোগাযোগ করিতে পারেন। বক্স নং ২৮৫৮, আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি/এম)

বারুজীবী পাত্রী চাই

ক্যানাডা প্রত্যাগত সম্ভ্রান্তবংশীয় টেক্সটাইল টেক্‌নোলজিস্ট পাত্রের (অলম্ব্যায়ন গোত্র) জন্য সুশ্রী, দীর্ঘাঙ্গী এবং বিদেশেও থাকিতে ইচ্ছুক পত্নী চাই। বক্স নং ২৭৮৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫২১)

তিলী/অসবর্ণ পাত্রী চাই

ধনী শিক্ষিত পরিবারের স্বাস্থ্যবান গ্র্যাজুয়েট প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের (৩০) জন্য সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী শিক্ষিত পাত্রী চাই। কোন দাবী নাই। পাত্রীই বিচার্য, অসবর্ণে আপত্তি নাই। শীঘ্রই বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। শ্রীরজবিনোদ কুণ্ডু, ৮৫নং উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, **কলি-৪।** (সি ৯৫০৮)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাশ্যপ নন-ম্যাট্রিক গভঃ চাকুরীয়া ২৫৫৲ পাত্র (৩৫) উপযুক্ত পাত্রী চাই। রাঢ়ীতেও চলিবে। বক্স নং ২৭৯০ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি ৯৫২৮)

পাত্রী চাই

Matrimonial correspondence invited from the Parents of beautiful, educated, tall (161 cms). Fair complexioned girl of a Bengali respectable Kayastha family for a tall, Engineer (26), M.S. (U.S.A.), working in an American firm, son of a Director of an European firm & coming from a respectable Kayastha family of East Bengal. Reply with details to Box No. 2625, Ananda Bazar Patrika, Calcutta-1.

কলিকাতায় স্থায়ী বাড়ী, বিদেশবাসী, ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত বাঙালী কায়স্থ যুবক নম্রস্বভাবা কনভেণ্টে শিক্ষিতা, রুচিশীলা কৃষ্টিসম্পন্না, বিদেশে বাস করিতে ইচ্ছুক বাঙালী পাত্রীর সহিত বিবাহের উদ্দেশ্যে পত্রালাপে আগ্রহী। দাবি নাই। লিখুন—বক্স নং ২৭৪৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৫৭)

বি এ কন্টিং ফাইনালিস্ট বরিশালের কায়স্থ (৩৩) সরকারী চাকুরী (৪৫০৲) গ্র্যাজুয়েট সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ২৮৪০, আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি ৯৫৬৫)

অভিজাত ব্রাহ্মণ, সুন্দরী, বিদুষী পাত্রী চাই। পাত্রদ্বয় আই এ এস, এম টেক (১৪০০৲) রায়, ৭১।১।১ বিধান সরণি-৬।
(সি ৯৭১৩)

পঃ বঃ তিলি পাত্র (৪০) এম বি বি এস কলিকাতাতে প্র্যাকটিসরত (১০০০৲) বিপত্নীক দুই কন্যা (৬) ও (২) গৌরবর্ণা শিক্ষিতা (২৭) পাত্রী বাঞ্ছনীয় রবিন চক্রবর্তী, ১৩১।১২২ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলি-১০।
(সি ৯৭১২)

পাত্র পঃ বঃ মুখার্জি (২৬।২৭) আইন পাঠরত। কলিকাতায় বাড়ী, দোকান, কারখানা ও মফঃস্বলে সম্পত্তি আছে। কলিকাতাবাসী পঃ বঃ সুন্দরী পাত্রীর ফটোসহ লিখুন। জি পি ও বক্স নং ৩২৯ কলিকাতা (১)। (সি ৯৭১১)

তিলী প্রকৃতসুন্দরী পাত্রী চাই

পার্মানেণ্ট ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসার ডেপুটেশনে উচ্চতর সার্ভিসে বিদেশগামী গৌরবর্ণ সুদর্শন ইনজি-নিয়ার পাত্রের (৩১) শিক্ষিতা পাত্রী চাই। কোন দাবী নাই। বক্স নং ২৩৮১ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি-৯৩৫৭)

পাত্রী চাই

বারুজীবী কলিকাতার উপকণ্ঠে পাকা-বাড়ী পলিটেক্‌নিক পাশ কেঃ সঃ অধীনে টেক্‌নিসিয়ান (৫০০৲) গৌরবর্ণ পাত্র (৩১½, ১·৭৩ মিঃ) দীর্ঘাঙ্গী ন্যূনপক্ষে এস এফ মধ্যমবর্ণা সুশ্রী পাত্রী চাই। বক্স নং ২৬৫৭ আনন্দ-বাজার, কলি-১। (সি ৯৪০০)

পাত্র পূর্ববঙ্গীয় কায়স্থ এম এ (ইং) বি-টি সুপ্রতিষ্ঠিত সুশ্রী ১·৬৮ মিঃ (৩৮, ৫´-৬″), নিজস্ব বাড়ী, প্রকৃত সুন্দরী বিদুষী সংস্কারা কন্যা অনূর্ধ্ব ৩০ ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী চাই। বক্স নং ২৬৪৪ আনন্দবাজার, কলি-১।
(বি ও ৪৩৬)

পঃ বঃ ফর্সা সুন্দরী ২০—২৪ বঃ এইচ এস, বি-এ পাত্রী চাই। পাত্র বি-কম ৩১ রাঢ়ী কাশ্যপ ব্রাহ্মণ অফিসে স্থায়ী ৪০০৲। বক্স নং ২৬৯০ আনন্দ-বাজার, কলি-১। (সি/এম)

পঃ বঃ চট্টোপাধ্যায় (৩৪) বি-এ মান বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত স্থায়ী কর্মরত (৩৫০৲) নিঝঞ্ঝাট পাত্রের চাকুরীয়া পাত্রী চাই। বক্স নং ২৭০২ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৬৩২)

পূর্ববঙ্গীয় কায়স্থ সুন্দরী পাত্রী চাই। কুমিল্লা, নোয়াখালী হইলে ভাল হয়, পাত্র (২৮) আই এস-সি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী চাকুরী (৫২৫৲) বিরাটীতে নিজ বাড়ী। পাত্রী নিজেও লিখিতে পারেন। বক্স নং ২৬৮৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭২৬)

পাত্র শ্রীহট্টের বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্ভ্রান্ত সুদর্শন (৩০) ইঞ্জিনীয়ার উচ্চ বেতনে প্রতিষ্ঠিত সদ্‌বংশজাতা গৌরবর্ণা সুশ্রী গ্রাজুয়েট পাত্রী চাই। বক্স নং ২৬৮৩ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি ৯৭২২)

নৈর্ভি লেফ্‌টেন্যাণ্ট (২৬) দিল্লীতে পিতার নিজস্ব বাড়ী সুদর্শন পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা ব্রাহ্মণ পাত্রী (১৮—২০) চাই। রাশিচক্র নকলসহ লিখুন। বক্স নং ২৬৮৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭২৫)

ব্রিটিশ ফার্মের ড্র্যাফটস্‌ম্যান (৪৫০৲) পাত্রের জন্য পূর্ববঙ্গের অশাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ শিক্ষিত ফর্সা সুন্দরী ২২ বছরের মধ্যে পাত্রী চাই। শ্রীনরেন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়, ১৪।৩।২ শ্রীবাস দত্ত লেন, হাওড়া-১। (সি ৯৭৩৯)

পাত্রী চাই

বঙ্গজ গৃহ কলিকাতায় বাড়ি ও সম্পত্তি লব্ধপ্রতিষ্ঠ চার্টার্ড একাউণ্টেণ্টের সুদর্শন লম্বা প্রতিভাশালী চার্টার্ড একাউণ্টেণ্ট (২৬) প্রসিদ্ধ অডিট ফারমের অংশীদার পুত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী, গ্রাজুয়েট সম্ভ্রান্ত উপযুক্ত পাত্রী চাই। ঘোষ, ১০৪এ, দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড—১৪। (সি ৯৭৩২)

সুবর্ণবনিক দুর্গাপুরে অফিসার (৭০০৲) বি এস-সি সুপুরুষ (৬´-২″) ১·৮৫ মিঃ উত্তম স্বাস্থ্য (৩২)। শিক্ষিতা সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী (সঙ্গীতজ্ঞা) কলিকাতার নিকটবর্তী রুচিসম্পন্ন ঘরের পাত্রী চাই। বক্স নং ২৭১৮ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি ৯৭৪২)

পাত্রী চাই—ব্রিটিশ কোম্পানীতে চাকুরিয়া পড়াশুনা বি কম পর্যন্ত মুখার্জী পাত্রের (২৭) জন্য সঙ্গীতজ্ঞা শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ২৭০৩ আনন্দবাজার, কলি-১।
(বি ও ৪৮১৪)

সাবর্ণ/অসবর্ণ পাত্রী চাই

পাত্র পঃ বঃ ১·৬৫ মিঃ পৌঃ ক্ষত্রিয়, রং ফর্সা স্বাস্থ্য ও আয় ভাল লণ্ডনে উচ্চশিক্ষিত ডক্টরেট (পি এইচ ডি) ইঞ্জিনীয়ার যে কোন জাতির এবং বঙ্গের সুশ্রী সুন্দরী ফর্সা ডক্টরেট বি ই ডাক্তার এম এস সি বি এস সি এম এ ২৫ অনূর্ধ্বা পাত্রী চাই। বক্স নং ২৭২০ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি ১৭৪৪)

তেলী/অসবর্ণা পাত্রী চাই

ডক্টরেট ইউনিভার্সিটি লেকচারার পাত্রের (৩১) জন্য ফর্সা, সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ২৬৪৩ আনন্দবাজার, কলি-১।
(বি ও ৪৩৫)

পঃ বঃ সম্ভ্রান্ত গৌরবর্ণা, সুন্দরী বি-এ (২৫/২৭) পাত্রী চাই। পাত্র ব্যানার্জি বি-কম সুদর্শন ৮৫০৲ বাড়ী ও গাড়ী আছে। বক্স নং ২৪০২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৩৬৫)

পঃ বঃ শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ, পিতা উকিল কেন্দ্রীয় সরকারে চাকুরীরত (এম কম, এম-এ, (ইকনঃ) আয় (৪০০৲) সুদর্শন পাত্রের (৩৬) জন্য কলিকাতায় চাকুরী-রতা (বা শিক্ষয়িত্রী) সুন্দর্শনা পাত্রী চাই। বক্স নং ২০২৯, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯২১০)

অভিজাত পঃ বঃ চ্যাটার্জী ২৪ ১·৬৪ মিঃ বি-কম ঔষধ শিল্পপতি সি আই টি রোডে চারতলা বাড়ি গাড়ি মাসিক আয় ৬০০০৲ জন্য ১৮ বা কমে প্রকৃত সুন্দরী গৌরাঙ্গী স্লিম ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। কলিকাতা জি পি ও—২১৫৭।
(সি ৮৫৭৯)

পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মণ (৩২) মাসিক ৫৫০৲ কেঃ সঃ স্টেনো, স্কুল ফাইনাল পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা ৫´-২″ (১·৫৭ মিঃ), গান জানা পাত্রী চাই। বক্স নং ২৩৭৫ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি ৯৩৫১)

বিত্তবান, মুখোপাধ্যায়, ফোরম্যান (মাঃ ৬০০৲) পাত্রের সুন্দরী, সুগায়িকা, দীর্ঘাঙ্গী, অন্যূন স্কুঃ ফাঃ পাশ পাত্রী (২১/২২) চাই। বক্স নং ২৩১১ আনন্দ-বাজার, কলি-১। (সি ৯৪৩৫)

সম্ভ্রান্ত রাঢ়ী বন্দ্যোপাধ্যায় ইঞ্জিনীয়ার কলিকাতার প্রসিদ্ধ কোম্পানীতে কর্মরত পাত্রের (২৯) জন্য পঃ বঃ সম্ভ্রান্ত সুশ্রী, গৌরবর্ণা, গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। দাবী নাই। বক্স নং ২৩৭১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯২৮৫)

পাত্রী চাই

পাত্র (২৯) এস-এফ চাকুরে (৩২০) মুখার্জি, নিজ বাটী, ধান-জমি। পাত্রী এস-এফ ফর্সা স্বাস্থ্যবতী চাই। বক্স নং ২৩৭০ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি ৯২৭৬)

মুখার্জী (৩০, ১·৭৭ মিঃ) বি এস-সি ডিপ্লোমা, মেকাঃ ইঞ্জিঃ (৪০০৲) উপযুক্ত শিক্ষিতা/চাকুরীরতা পাত্রী চাই। বক্স নং ২৩৬৮ আনন্দবাজার, কলি-১।
(সি ৯২৭৯)

বিক্রমপুরের সম্ভ্রান্ত কুলিন ঘোষ বংশের উচ্চশিক্ষিত, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, গৌর-বর্ণ, চরিত্রবান, স্থায়ী চাকুরে (৭০০৲) পাত্রের (৩০) ১·৭৭ মিঃ (৫´-১০″) জন্য বনেদীঘরের প্রকৃত সুন্দরী, ফর্সা, স্বাস্থ্যবতী, চরিত্রবতী, শিক্ষিতা পাত্রী প্রয়োজন। প্রবাসী বাঙ্গালীও বিবেচ্য। সত্বর যোগাযোগ করুন। বক্স নং ২৩৩৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯২৫৯)

রাঢ়ী শাণ্ডিল্য ব্রাহ্মণ (৩৩) সরকারী কর্মচারী (৪০০৲) পাত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী গৌরবর্ণা স্বাস্থ্যবতী পাত্রী চাই। বক্স নং ২৩৩৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯২৬৪)

কলি কেঃ সঃ অডিট বিভাগে কর্মরত গৌরবর্ণ মধ্যমাকৃতি ১·৬৩ মিঃ পঃ বঙ্গ মিত্র (৩৫) এম কম; এস এ এস পাশ ইউ ডি (৫০০৲) পাত্র যোগাযোগ আহ্বান করিতেছেন। উন্নতির সম্ভাবনা সহ লেকে জমি। পাত্রীও লিখিতে পারেন। বক্স নং ২৪৫৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৪৪২)

বারুজীবী পাত্রী চাই

পাত্র (২৯) ১·৫৯ মিঃ আই এস-সি এল এম ই রেলওয়ে চার্জম্যান (৫৫০৲) অন্তত এস এফ প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ২৪৫৬ আনন্দ-বাজার, কলি-১। (সি ৯৪৪০)

পশ্চিমবঙ্গ সাহা, গ্র্যাজুয়েট (৩২), একমাত্র সন্তান, কেঃ সঃ স্থায়ী চাকুরী বর্তমান মাহিনা ৪০০৲, কলিকাতাবাসী গ্র্যাজুয়েট শিক্ষয়িত্রী (২৪—২৮) পাত্রী চাই। অসবর্ণ চলিবে, পাত্রী স্বয়ং লিখুন। বক্স নং ২৪৫৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪১৫৯)

ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই—পাত্র পূর্ববঙ্গীয় (ঢাকা) চট্টোপাধ্যায় (৩২) স্

বন্দে মাতরম্
আনন্দ বাজার পত্রিকা
রবিবার, ২২ ফাল্গুন, ১৩৭৭

দিনের বাণী

প্রথমে ছিল সৎ,—সত্তা আপন আনন্দেরই জোরে আপনাকে বহুগুণিত করল, আর সংখ্যাতীত কোটি রূপ বলির মধ্যে আপনাকে নিক্ষিপ্ত নির্মজ্জিত করল, আপনাকে অসংখ্যভাবে আবিষ্কার করার জন্য।

—শ্রীঅরবিন্দ

জয় বাংলা

তিব্বতে শাশ্বত অধ্যায় বলিয়া সত্যই কিছু যদি থাকে, তবে তাহার একটি অধ্যায় রচিত হইতেছে পূর্ববঙ্গে—ওখানকার সাধারণ মানুষের রক্ত দিয়া রচনা। একটা সমগ্র জাতি মনে-প্রাণে এক হইয়া স্বেচ্ছায় দলে দলে, একই পতাকাতলে সমবেত—এই দৃশ্যের তুলনা ইতিহাসে বেশী নাই। এই জাতি বাঙালীত্বের ভাবে ও ভবনায় উদ্দীপিত, উদ্বুদ্ধ। মাতৃভাষা তাহাদের মন্ত্র। ভাষার সূত্রে কোটি কোটি মন বাঁধা পড়িয়াছে, মাতৃভাষার মাধ্যমে সেই মন মাতৃভূমিকেও চিনিয়াছে। পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী- মধুমতী -বুড়িগঙ্গার সংগ্রামী বীরদের রক্তস্রোত বৃথাই বহে নাই, সেই ঢল উত্তাল ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলিয়া অরোধ্য আবেগে, অপ্রতিহত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে লক্ষ্যের অভি-মুখে। প্রার্থিত মোহানায়। বঙ্কিম-চন্দ্রের "সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদ-করাল" স্বপ্ন এতদিন পরে সত্য হইয়া উঠিয়াছে একমাত্র পূর্ববঙ্গে।

সুতরাং পিণ্ডি-করাচির জঙ্গী-শাহীকে আরও একবার নতজানু হইয়া কুর্নিশ করিতে হইল জনমতের কাছে। যে ইয়াহিয়া খান পয়লা মার্চ সামরিক গাণ্ডী আর তস্য রক্ষিত ভুট্টোর চাপে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন "অনির্দিষ্ট কালের" জন্য স্থগিত করিয়া দিয়া-ছিলেন, তিনিই ছয় দিন যাইতে-না-যাইতে নিজের মুখে নিজেই গিলিতে বাধ্য হইলেন, "অনির্দিষ্ট", আবার "নির্দিষ্ট" হইল, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদ বসিবে! "সেটেল্ড ফ্যাক্টকে আনসেটল্ড" করা ইহাকেই বলে।

শৃঙ্খলির পাশার দানকে আবার উল্টাইয়া দিয়াছে কে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে চাহিতে হয় প্রতিজ্ঞার কঠিন সংকল্পে অটল পূর্ববঙ্গের দিকে। সেই সীমান্তক বিরাট ভূখণ্ডে জনগণমনের অধিনায়ক তাঁহার নাম রহমান মুজিবর। অবিচল একটি ব্যক্তিত্ব, হিমেরুর আঘাত যাঁহার নেতৃত্বকে আরও দৃঢ়তর ভিত্তিভূমি দিয়াছে, দিয়াছে আরও প্রসারিত অধিকার। পিণ্ডিচক্রের ষড়যন্ত্র জবরদস্তির ফলে পূর্ববঙ্গের প্রাণ আরও ঠাসবুনানি—মুজিবর, ভাসানী মৌলুল আমিন, এই সংকটে সকলেই গাছাকাছি। ছাকিমের হুকুম যে নাড়িয়া গেল, সেটা মুজিবর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বসিতে পারেন—সেই ভয়েই ক? জাতীয় পরিষদ বানচাল করার র নির্লজ্জ ইয়াহিয়া নেতাদের আবার ক গোলটেবিলে ডাকিয়াছিলেন। মুজিবর সাড়া দেন নাই—নিমন্ত্রণ ত্যাখ্যাত হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে। পত্র-াঠ।

তবু "জয় বাংলা" বলিয়া জয়ধ্বনি বার সময় বোধ হয় এখনও আসে াই, কেননা ইয়াহিয়ার বেতার-ভাষণে খা যায় জঙ্গীপঞ্জাব মচকাইয়াছেন কন্তু ভাঙেন নাই! পাকিস্তানের ষোল-ানা সংহতি বজায় রাখার হুমকি তো াছেই, তদুপরি, ২৫ মার্চ—ঘোষণার ই নূতন তারিখটা তাৎপর্যপূর্ণ। এই নে দুই বৎসর আগে আয়ুবকে ঠাইয়া ইয়াহিয়া মসনদ দখল করেন। ই দিনটি ধার্য করার মানে কি ণতন্ত্রী জনগণকে স্মরণ করাইয়া ওয়া যে, মিলিটারির বজ্রমুষ্টি এখনও লা হয় নাই? কোথায় বৈঠক বসিবে য়াহিয়ার বয়ানে সেটাও অস্পষ্ট। কায় বসিবে কি না, সেটা তিনি াকিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের নেতা-র সম্পর্কে কটাক্ষও যথেষ্ট, অথচ ট্রোচক্রের বিষয়ে কথাটি বলেন নাই—াগসাজসের ইহার চেয়ে অভ্রান্ত প্রমাণ ার কী হইতে পারে? ইয়াহিয়া জিবরের কথাট'ও ঠারেঠোরে কেনই বা লিলেন, নামটা পর্যন্ত উচ্চারণ করেন ই। কেন। মুজিবর কি ভাসের আর তিন ভাদ্রবধূ?

াক প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার সবচেয়ে নির্লজ্জ অংশ সাম্প্রতিক বিদ্রোহে াণহানি সম্পর্কে তাঁহার নির্বিকার নির্বিবেক উক্তি। দুইদিনে শত শত নুষ যেখানে নিহত সেখানে যিনি টের গুরুত্ব তিনি বুঝি সব রক্ত ধুইয়া লিয়া সাফ হইতে চান? যাহা টিয়াছে তাহা জাতব জিঘাংসার ড়াতে, তাহার একমাত্র নাম গণহত্যা! ধু দুঃখ-প্রকাশটা ফাই হিসাবে ণ্য হয় না, মানবতার দর বাড়ে না, াবীকালের দরগাতেও নয়। পাকি-ানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ তাহার জন্য, তাহা লইয়া বিন্দুমাত্র মাথা মানোর স্পৃহাও ভারতীয় হিসাবে মাদের নাই। কিন্তু মানবিকতার পর এই যে বলাৎকার, ইহাকে কঠিন-ম ভাষায় ধিক্কার দিতেছি। সেই সঙ্গে নবতার নামে এই অভিশাপ, যে-ন্তি প্রাপ্য মূঢ় দানবতার উপর তাহা মিয়া আসুক।

স্বাধিকারে সংস্থিত হইবার জন্য ান্ত মূল্য দিতে হইয়াছে পূর্ববঙ্গকে, তিবেশী হিসাবে তাহাকে অভিনন্দন, দও জানি "জয় বাংলা"র যাত্রাপথ খনও শেষ হয় নাই, দুর্গম পথের নেকখানিই বাকী; সেইসঙ্গে পূর্ব-ংলার বিদ্রোহী প্রাণকে, যে-বিদ্রোহ াত্মঘাতী অলীক ভাবালুতা অথবা ণ্ঠুরতা নহে, যে-বিদ্রোহ সদর্থক বং সার্থক। সে একটা সত্যকার লক্ষ্যে ৌঁছিতে চায়, আর সেইজন্য পণ করে র্বস্ব। যেমন দুই দশক আগে র্ববঙ্গ আন্দোলনে রক্তপাতে মাতৃ-ষার যথাযোগ্য আসন আদায় করিয়া নিয়াছিল, আজও তেমনই ইতিহাস হাকে আর-একটি সংকট, জীবন-রণের সন্ধিক্ষণে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে।

স্বাধীন বা স্বতন্ত্র হউক বা না হউক, ঔপনিবেশিক দাস-দশা সে ঘুচাইবেই, এই তাহার শপথ, এইজন্যই তাহার সর্বাত্মক সংগ্রাম, বিদ্রোহ এবং আন্দোলন। দুর্জয়ের জয়মালা ছিনাইয়া আনিতেও "জয় বাংলা"র তাই দেরি নাই।

নিঃশঙ্ক যাত্রী

বিশ্বমঙ্গল যখন ভক্ত-সাধকে পরিণত হন নাই, তখন যাহাকে জীবনের সবচেয়ে প্রিয় ও বাঞ্ছিত বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, তাহারই কাছে যাইবার জন্য তিনি দুরন্ত এক পথযাত্রা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। নদীর প্রবল স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া-যাওয়া একটি মৃতদেহকে বৃক্ষখণ্ড বলিয়া তিনি জড়াইয়া ধরিলেন এবং নদী পার হইলেন। বিশাল একটি জীবন্ত সর্পের দেহকে রজ্জু বলিয়া মনে করিয়া তিনি ধরিলেন ও তাহাকে বাহিয়া উপরে উঠিলেন। কিন্তু ঘটনার মধ্যে এ ধরনের কাজ ও কৃতিত্বের ব্যাপার থাকিলেও তাহাকে দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার বলিয়া মনে করিতে পারা যায় কি? স্বীকার করিতে হইবে, ইহা খুবই দুরন্ত আগ্রহের কীর্তি, কিন্তু দুরন্ত অভিযাত্রা নিশ্চয়ই নহে। কারণ, বিল্বমঙ্গল সাপকে সাপ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, রজ্জু বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার মন রজ্জুরই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। সাপকে সাপ বলিয়া জানিয়া ও বুঝিয়া তিনি যদি তাহাকে ধরিতেন, তবে তাহা অবশ্যই দুঃসাহসের একটি কাজ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত।

কিন্তু যাহা অ্যাডভেঞ্চার, যাহা দুঃসাহসিক অভিযাত্রা, তাহা অজ্ঞতার অভিযাত্রা নহে। যাহা সুকঠিন, তাহাকে সুকঠিন বলিয়া জানিয়া এবং বুঝিয়াই পাইবার ও ধরিবার জন্য যে প্রয়াস দুঃসাহসিক পরীক্ষার রূপ গ্রহণ করে, তাহাই অ্যাডভেঞ্চার। এবং বিস্ময়-কর বলিয়া মনে হইলেও ইহা একটি সহজ বাস্তব সত্য যে, যাহা সুদুর্গম ও সুকঠিন, তাহা মানুষকে যেন অদ্ভুত এক মায়ার হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। ঘরের নিভৃতে শান্ত সুখের মধ্যে থাকিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে নির্বিঘ্ন জীবন, তাহাও যেন হঠাৎ চঞ্চল হইয়া বিঘ্নবহুল পথের পাথক হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। আরও বিস্ময়ের বিষয়, এই বিঘ্নবহুল পথে যাইবার জন্য যাহার আহ্বান শুনিতে পায় মানুষ, তাহা নূতন এক আনন্দেরই আহ্বান।

সম্মুখের আকাশে রাঙামেঘ খেলা করিতেছে, এবং গগনে বেলা আর নাই। এ-হেন অবস্থায় মাঝির প্রাণও অলস হইয়া তীরে তরী ভিড়াইয়া বিশ্রাম করিতে ভালবাসিবে। কিন্তু আবার এমন দৃশ্যও দেখা যায়, ঈশানের মেঘ করালকৃষ্ণ রূপ গ্রহণ করিয়াছে, বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে ও তুফান উঠিয়াছে, মাঝি তবু নিঃশঙ্ক হইয়া তাহার তরীটিকে দরিয়াপার করিবার জন্য শক্ত হাতে বৈঠা চালাইতেছে। এ ক্ষেত্রে অ্যাডভেঞ্চার কিন্তু একটুও বিষণ্ণ নহে, তাহা অদ্ভুত এক আনন্দের স্বাদে বিহ্বল।

ভারতীয়ের জীবনে অ্যাডভেঞ্চার নাই এই অভিযোগ পশ্চিমের সাহিত্যের অনেক লেখাতে দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু এক মেকলে সাহেব নহেন, বিভারলি নিকলস্ ও আরও বহু পশ্চিমী লেখক, চুনোপুঁটি লেখকও ভারতীয়ের প্রাণে ও চরিত্রে দুঃসাহসহীন স্থবিরতার জঞ্জাল দেখিয়াছেন। এই সেদিন কলিকাতার তিন তরুণী হিচ-হাইক করিয়া সিংহলে গিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তিন তরুণ, যাঁহারা সকলেই পঙ্গু, তাঁহারা তাঁহাদের কাঠের পায়ের জোরেই সাইকেল চালাইয়া কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। বর্তমান ভারতীয় জীবনের অনেক অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে ইহা দুইটি ঘটনার দৃষ্টান্ত। পর্বত আরোহণে ভারতীয় তরুণ ও তরুণীদিগের আগ্রহ প্রয়াস ও সাফল্য আরও প্রমাণিত করিয়াছে যে, অ্যাড-ভেঞ্চার শুধু ইউরোপীয় জীবনের একচেটিয়া অধ্যবসায় নহে। মেকলে সাহেব যাহাই লিখিয়া থাকুন না কেন, একজন বেশ বড় সাহেব, লর্ড রোনাল্ডসে, যিনি ভারতীয় জন-জীবনের ভালমন্দ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি কিন্তু লিখিয়াছেন যে, অ্যাডভেঞ্চার ভারতের জাতীয় চরিত্রের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। তাঁহার মতে হিন্দু ভারতীয়েরা তাহাদের সহজ প্রকৃতিতে দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। এবং পৃথিবীতে কোন দেশে অ্যাডভেঞ্চারের এমন বিপুল ও ব্যাপক দৃশ্য দেখা যায় না যাহা ভারতে দেখা যায়। আশি বৎসর বয়সের বৃদ্ধা ভারতীয় তীর্থপরিক্রমার পথে হিমালয়ের গ্লেসিয়ার ও সুদুর্গম উত্তুঙ্গ গিরিপথ হাঁটিয়া পার করিয়া দিতেছেন, ভারতীয়ের শোণিতে দুঃসাহস নিহিত আছে।

যৎকিঞ্চিৎ

ভারতের বেসরকারী বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ক্ষেত্রে এসেন্সিয়াল সার্ভিস মেনটেনান্স অ্যাক্ট প্রয়োগের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়াইয়া দিয়াছেন। বিমান-বন্দরে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের কারিগর-কর্মীরা দুই সপ্তাহ যাবৎ নিয়মমাফিক কাজ চালু করিয়াছিলেন। গত বৃহস্পতিবার রাত্রি হইতে বিমান-বন্দরের সাধারণ কর্মীরাও ওই আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। ফলে বৃহস্পতিবার হইতে বেসরকারী বিমান পরিবহণ ব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টি হইয়াছে। দিনে কোন্ লাইনে কয়টা বিমান যাইবে বা আদৌ কোন বিমান যাইবে কি না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কর্মীরা বেতনবৃদ্ধি ও অন্যান্য দাবি আদায়ের জন্য কাজে অসহযোগিতার পথ বাছিয়া লইয়াছেন। বিমান পরিবহণ ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে বিরোধের বিষয়গুলি সালিশী আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা উচিত। নির্বাচনের পর নূতন সরকার গঠিত হইলে কর্মীরা বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তির চেষ্টা করিতে পারিতেন। নির্বাচনের সময় অনেক বিমান-চলাচল বাতিল হওয়ায় যাত্রীদের হয়রানি ও অসুবিধা ছাড়া নির্বাচনী প্রচারেও বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। কিছুকাল আগে পাইলটদের ধর্মঘটের সময় ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। কর্মীদের বর্তমান আন্দোলনের ফলে এক দিকে দেশী যাত্রী ও বিদেশী পর্যটকদের বিমানে যাতা-য়াতের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে, এবং অপর দিকে বিমান পরিবহণ সংস্থার আয় ও এ দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। কোনও সরকারের পক্ষেই এই ব্যবস্থা মানিয়া লওয়া সম্ভব নয়। বেসরকারী বিমান পরিবহণ সংস্থার কাজকর্মকে জরুরী বিষয় হিসাবে ঘোষণা করিলেও সরকার এখনও বিশেষ আইন অনুসারে কোনও ব্যবস্থা লইতে উদ্যোগী হন নাই। আশা করি, কর্মীরাও দেশের স্বার্থের কথা মনে রাখিয়া স্বাভাবিক কাজকর্ম আরম্ভ করিবেন।

বিমান-চলাচল

নির্বাচন ঘোষণার পর অবস্থার অবনতি ঘটেছে

—বি বি ঘোষ

শনিবার রাত্রে এক বেতার ভাষণে মুখ্য উপদেষ্টা শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ বলেন, আগামী নির্বাচন হয় ত বাংলা দেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নির্বাচনের সিদ্ধান্তের পরে বাংলাদেশের অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ও অবনতি ঘটেছে। তার কারণ দলীয় বিরোধ। নির্বাচনের আগে দলীয় বিরোধ অস্বাভাবিক নয়—তবে দুঃখের বিষয় বাংলা দেশে এবারকার নির্বাচনের দলীয় বিরোধ স্বাভাবিক সীমা লঙ্ঘন করেছে।

কী করে একদিকে ভয় ও সন্ত্রাস দূর করা যায় ও অন্যদিকে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়, যাতে সবাই নির্ভয়ে নিজের স্বাধীন মত অনুসারে ভোট দিতে পারে—এই চেষ্টাই আমরা করছি। জনমানসে নিরা-পত্তাবোধ ও আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা প্রতি জেলায় প্রতি মহকুমায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছি এবং তারা প্রতি থানা পর্যন্ত যাচ্ছে। প্রয়োজন হলে নির্বাচনের পরেও এই অবস্থা কিছুকাল বলবৎ রাখা হবে।

বাংলা সরকার ও ভারত সরকার উভয়েই বাংলা দেশে নির্বাচনের সময় এবং প্রয়োজন হলে পরেও শান্তিরক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। এই নির্বাচনের উপরে বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। উপযুক্ত সরকার গঠন করতে পারলে আমাদেরই মঙ্গল হবে। নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, যাতে সবাই স্বাধীন-ভাবে ভোট দিতে পারেন, যাতে নির্বাচনের দ্বারা জনমতের প্রকৃত প্রতি-ফলন হয়, তার জন্য বহু ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। ভোট গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যাঁরা নিয়োজিত হবেন তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি। তাঁদের সঙ্গে অস্ত্রধারী পুলিশ প্রহরী থাকবে। ভোট কেন্দ্রগুলিও অস্ত্রধারী পুলিশ পাহারা দেবে। তাছাড়া সেনা-বাহিনী সর্বত্র টহল দেবে।

ভোট দেখতে গিয়েছিলাম গ্রামাঞ্চলে। হুগলী ধরে বাঁকুড়া হয়ে বর্ধমান ছুঁয়ে বীরভূমের মধ্য দিয়ে বহরমপুর পৌঁছে আবার দক্ষিণে—কৃষ্ণনগর, শান্তি-পুর, রাণাঘাট হয়ে বারাসত দিয়ে কলকাতায়।

কয়েক শ' মাইলের পথ। পথের ধারে ধারে নেমেছি। চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে কথা বলেছি। রাস্তার পাশে ক্ষেতের ধারে বসেছি। মাটি কাটার কাজ চলছে নানা রাস্তায়; তাঁরা মাটি কাটছেন সেইসব সাঁওতালের সঙ্গে কথা বলেছি। ছোট ছোট দাওয়ায় বসেও আলাপ করেছি গ্রামের ভদ্রলোকদের সঙ্গে।

নানা লোকের নানা মত। নানা বক্তব্য। নানা প্রশ্ন। নানান জিজ্ঞাসা। সব মিলিয়ে একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যে অভিজ্ঞতা শহরে বসে হতে পারে না। যে পরিস্থিতি শুধু পারটির নেতা বা কর্মীদের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায় না। যে জিনিস খবরের কাগজের বিশ্লিষ্ট সংবাদ থেকেও অনুভব করা যায় না।

সবটা দেখেছি, এমন দাবি করব না। যতটুকু দেখেছি গোটা গ্রামবাংলার তা সামান্য মাত্র অঞ্চল। যাঁদের মনোভাব জেনেছি, যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি তাঁরাই ওই সব অঞ্চলের সামগ্রিক জনমত প্রতি-ফলিত করেছেন তেমনও বলব না। তবু কিছুটা দেখেছি এবং সেই দেখার মধ্য দিয়েই আমি কিছুটা বুঝেছি।

সবচেয়ে আগে সবচেয়ে বড় করে যে জিনিসটা চোখে পড়েছে তা হল, গ্রামাঞ্চলে এবার নির্বাচনী উত্তাপ কম। সেই যে নির্বাচনের আগে গ্রামে গ্রামে একটা ভোটের গরম অনুভব করা যেত এবার ঠিক তেমন ভাব দেখতে পেলাম না। একার গ্রামে গ্রামে জনসভা কম। এবার ভোটের কাগজ (অর্থাৎ পোসটার) অনেক কম। এবার 'পার্টির' ভোটের বাবুদের ছোটাছুটিও অনেক অনেক কম।

উত্তাপ কম

উত্তাপ কম কেন? অনেককে জিজ্ঞেস করেছি। পারটির কর্মী ও নেতারা বলেন, এবার প্রায় সবাই দেরিতে ভোটে নেমেছেন। এবার অনেকেরই টাকার অভাব। এবার ভোটে গাড়ি করতেও নেমেছে অনেক কম লোক। প্রচারের সময়ও পাওয়া গিয়েছে খুব কম। তাই সব মিলিয়ে এবার উত্তাপটাও কম। অথচ, আসরে কিন্তু প্রার্থীর সংখ্যা অন্তত আগের দু'বারের চেয়ে বেশি।

সাধারণ মানুষ কী বলেন? তাঁর কী মনে করেন? তাঁরা নানাজন নানামত। হুগলীর কামারকুণ্ডুতে একটা ছোট্ট চায়ের দোকানের মালিক বললেন: কি বছর ভোট হলে কি আর অত তেজ থাকে বাবু? ফি বছর হলে কি আর তেজী ছেলে হয়?

তাঁর দোকানের বেঞ্চিতে বসেই চা খাচ্ছিলেন একজন কৃষক। খুব ছোট ভাগচাষী। প্রথমে চুপচাপ চায়ের গেলাসে চুমুক দিতে দিতেই শুনছিলেন আমাদের কথা। শেষের দিকে আলোচনায় যোগ দিলেন। তবে, অনেকটা নিরাসক্ত মুডেঃ কি বা হবে মশাই ভোট করে। গরীবের ভালটা হইছে কোথায়? এই তো এতবার এত লোককে ভোট দিনু। হল কিছু? গরীবের কিছু হবে না বাবু। ভগবানই গরীবকে দেখে না তো মানুষ। ভোটের আগে সব পারটির বাবুরাই ভাল ভাল কথা বলেন। কাজের বেলা অষ্টরম্ভা।

ডর গো বাবু ডর। ডরে মরছি। আর ভোট। দেখুন না, ভোট হয় কিনা। কোথায় আবার কে বোমা ফেলে দেয়ঃ ময়রেশ্বরের বড়াটয়া গ্রামের একজন ছোট গেরস্থ চাষী বললেন। জিজ্ঞেস করলামঃ কেন, আপনাদের এদিকেও বোমাটোমা পড়েছে নাকি? জবাব পেলামঃ পড়েনি, তা পড়তে কতক্ষণ। পাশে দাঁড়িয়ে আর একজন বয়স্ক কৃষক হুঁকো টানছিলেন। বললেনঃ পুলিশের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নেয় বাবু, তা বোমা ফেলতে আর ডর কিসে? আমি আবার জিজ্ঞেস করলামঃ আপনাদের এখানে বন্দুক কেড়ে নিয়েছে? জবাব পেলামঃ এখানে নয়, সিউড়িতে। কলকাতায় তো নিত্যি হচ্ছে। রেডিওতে শুনি।

গ্রামে ভোট খারাপ পড়বে না

ভয় আছে, ডর আছে, বিতৃষ্ণা আছে—আবার আগ্রহও আছে। ভোট দিতে যাবেন? বহু গ্রামে শুনেছি, তা যাব বাবু, একটা কর্তব্য তো। তবে, এবার যেমন শহরেও 'যাব কি 'যাব না'র প্রশ্ন উঠেছে, তেমনি গ্রামেও কিছু কিছু আশংকা আছে। এর অনেকটাই শুনে। পঞ্চাশ মাইল দূরে হরতাল কোনও ঘটনা ঘটেছে। তার প্রভাব। রেডিওর প্রভাব। সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু তবু যে অঞ্চলটা ঘুরেছি সেখানের আমহাওয়া দেখে আমার ধারণা, গ্রামাঞ্চলে শহরের তুলনায় ভাল ভোট হবে। গ্রামের লোক 'কর্তব্য' সম্পর্কে বেশ সচেতন। ভোটের মুখে বোমা-পটকা না পড়লে তাঁরা অনেকেই ভোট দিতে যাবেন। শহরে আসল এবং জাল ভোটে মিলিয়ে যে ভোট পড়বে গ্রামের বহু অঞ্চলে তার চেয়ে বেশি ভোট পড়বেই।

স্থিতীয় বড় লক্ষণীয় বিষয়, গ্রামের মানুষও এবার আগে থেকে মুখ খুলে সত্তিকারের মনোভাবটা জানাতে চাইছেন না। আমরা বাইরে থেকে গিয়েছি। আমাদের সম্পর্কে মনে সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু নিজেদের মধ্যেও তেমন মন খুলে আলাপ-আলোচনা করছেন না। অনেকেই সেকথা বললেন। গ্রামের লোকরা, পারটির বাবুরাও।

এ অবস্থাটা কেন? আগে তো এভাবে এ জিনিস গ্রামে ছিল না। আগে আগে প্রকাশ্যে প্রচুর আলোচনা হত। জিজ্ঞেস করেছি নানা জনকে। দরিদ্রতম কৃষকের কাছেও শুনেছিঃ ভোটটা যার যার মনের কথা বাবু। বইলব কেন? বলে আবার কোন্ হাঙ্গামায় পড়ি! সাঁওতাল গ্রামেও শুনেছি : যে আইসছে বাবু বলে দিচ্ছি দিব ভোট তুমাকেই!

একটু যাঁরা সঙ্গতিসম্পন্ন তাঁরা আরও সংকুচিত। বাঁকুড়ার ওন্দা কেন্দ্রে থামার-বেড়িয়া গ্রামে বিকেলে পৌঁছলাম। কয়েকজন বৃদ্ধ বসেছিলেন। গ্রামের ভাষায় 'বিশিষ্ট ভদ্রলোক।' এগোতেই জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনারা? বললামঃ আনন্দ-বাজার পত্রিকা থেকে এসেছি। রিপোরটার। ভোট দেখতে। সবাই চুপচাপ। একজন শুধু বললেনঃ তা বেশ, দেখুন।

আধঘণ্টাটেক ধানচালের দর, কৃষির অবস্থা প্রভৃতি নিয়ে কথা বলার পর একটু বরফ গলল। বললেনঃ অনেক প্রার্থী এখানে। কে জিতবে কে হারবে কি করে বলব। ছোটলোকরা একরকম ভাবছে। ভদ্রলোকরা আর একরকম। সকলেরই আবার নিজেদের মধ্যে নানা মত। ফলাফল বলা যায়? তবে হ্যাঁ, আমরা ভদ্রলোকরা এবার বড়ই ব্যথিত। দেশটার হল কি। হেমন্তবাবুর মত লোকও খুন হলেন। গান্ধীহত্যায়ও মশাই আমরা মনে এত দুঃখ পাইনি।

ব্যাস ওই পর্যন্ত। শত চেষ্টা করেও তার বেশী বের করা যায়নি।

সবাই স্বীকার করলেন, গ্রামের লোক এবার মনের ভাব মনেই রাখছে। কে কাকে ভোট দেবে চট করে বলছে না। তাঁরা এবার অনেক বেশী সতর্ক। একেবারে ভোটের মুখে অর্থাৎ আগের দিন বা দুদিন আগে নিশ্চয়ই সবাই নিজেদের মধ্যে কিছুটা আলাপ-আলোচনা করবেন। সকলে অন্তত তাই বললেন। কিন্তু বাইরের কাউকে, এমন কি পারটির পরিচিত বাবুদেরও আগাম কিছু বলতে নারাজ। ভোট দিতে দিতে সকলেরই অভিজ্ঞতা অনেক বেড়েছে।

গরিব-বড়লোকের প্রশ্ন

গরিব-বড়লোকের, ভদ্রলোক-ছোট-লোকের প্রশ্নও উঠেছে গ্রামাঞ্চলের অনেক এলাকায়। গ্রামে যাঁরা গেরস্থ বা ভদ্রলোক বলে পরিচিত, শহুরে বিচারে কিন্তু আবার তাঁরাই গরীব। একজন ছোট্ট চায়ের দোকানের মালিক—তিনিও গ্রামে ভদ্রলোক বলেই পরিচিত। তিনিও ঠিক গরীব নন। পাঁচ-ছ বিঘের নিজস্ব চাষ আছে বা দশ বিঘেতে যিনি ভাগচাষ করেন এবং সেজন্য জনমজুর খাটান তিনিও গরীব নন। কারা গরীব, কাদের রক্ষা হয় ছোটলোক? যাঁরা একেবারে নিঃস্ব। যাঁরা স্রেফ জনমজুরী খাটেন। যাঁরা বছরের প্রায় ছ-মাস ধেকার থাকেন। যাঁরা বহুদিন কিছু খেতেই পান না। গ্রামে তাঁরাই গরীব। তাঁরা দুলে, বাগদী, সাঁওতাল। তাঁদেরই গ্রামের তথাকথিত ভদ্রলোকরা বলেন, ছোটলোক।

একদা ভদ্রলোকদের বিরাট প্রভাব ছিল এঁদের ওপর। ভদ্রলোকদের কথারই এঁরা ভোট দিতেন। এখন কিন্তু আর তা ঠিক করেন না। বহু অঞ্চলে তাঁরা ভদ্রলোকদের ডিফাই করছেন! মুখের ওপরে না করলেও কাজে করছেন।

গরীবের পারটি কিন্তু সর্বত্র এক নয়। সি পি এম বহু অঞ্চলেই গরীবের পারটি বলে পরিচিত। আমি এ রাজ্যের একটা অঞ্চলও দেখিনি যেখানে সি পি এম ছাড়া অন্য কোনও বামপন্থী পারটি বলে পরিচিত। ফরওয়ারড ব্লক, এস ইউ সি, আর এস পি-ও দেখলাম কিছু কিছু অঞ্চলে গরীবের পারটি বলে পরিচিত। কোথাও কোথাও আবার গরীবের পারটি সি পি আই। কিন্তু দুই কংগ্রেস এবং বাংলা কংগ্রেস প্রায় সর্বত্রই ভদ্রলোকের পারটি। বহু এলাকায় দেখলাম ভদ্রলোকদের আবার বেশি ঝোঁক নব কংগ্রেসের প্রতি। ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে অনেকেই বেশ উৎসাহী। হাওয়াটা ওই দিকেই।

কিন্তু তা বলে এটা মনে করা ভুল হবে যে, গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র তথাকথিত ভদ্রলোকে-ছোটলোকে রাজনৈতিক পোলা-রিজেশন হয়ে গিয়েছে। এখনও তা দূরে। এখনও সব পারটির বাবুরাই ভদ্রলোক। ছোটলোক বলে পরিচিতদের মধ্য থেকে যাঁরা পারটি করেন এখনও দেখা যায় তাঁরা অনেকেই তথাকথিত ছোটলোকদের দৃষ্টিতে আস্তে আস্তে তথাকথিত ভদ্র-লোক বনে যান। আর, তথাকথিত ভদ্র-লোকদের মধ্যে যেমন ঐক্য নেই, তেমনি তথাকথিত ছোটলোকরাও নানাভাবে বিভক্ত। একই আরামবাগ মহকুমার দেখেছি কিছু সাঁওতাল সি পি এমকে গরীবের পারটি মনে করেন, কিছু সাঁওতাল আবার সিংহ মারুফাকেই গরীবের হিতাকাঙ্ক্ষী বলে মানেন। বাঁকুড়ার কতকগুলি অঞ্চলেও এ জিনিস দেখেছি। গ্রামে ভদ্রলোকের ভোটও যেমন ভাগাভাগি হবে, তেমনই ভাগাভাগি হবে গরীবের ভোটও। এর প্রভাবে ফলাফল কোথায় কি দাঁড়ায় তাই দেখার।

আরামবাগ ছাড়িয়ে বিষ্ণুপুরের রাস্তায় এগোচ্ছিলাম। পথের পাশে একদল সাঁওতালের সঙ্গে দেখা হল। মাটি কাটার কাজে কোনও এক কনট্রাকটার লাগিয়েছিলেন। সেদিন তাঁরা কিন্তু কাজ করছিলেন না। কারণ তিন দিন থেকে বাবু উধাও। বাবু নাকি খবর পাঠিয়ে-ছেন, সরকার টাকা বন্ধ করে দিয়েছেন। ভোট পর্যন্ত কাজ বন্ধ। ওঁরা তাই আসল খবরটা নেওয়ার জন্য একজনকে শহরে পাঠিয়ে বাদবাকি পথের ধারে বসে ছিলেন। তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায়। বললেন, একটা পয়সা নেই বাবু এখন মজুরী না মিললে খাব কি। একজন চারটে কাঠাবড়ালি মেরে ঝুলিয়ে নিয়েছেন।

অনেকক্ষণ কথা হল। সাঁওতালরা বাবুদের দিকে চোখ তুলে কথা বলতে এখনও তেমন অভ্যস্ত নয়। মাটির দিকে তাকিয়েই ওঁরা কথা বলেন। এঁরাও তাই বলছিলেন। একজন শুধু একটু ঘনিষ্ঠ হলেন। পরিষ্কার বললেন : যারা চার টাকা পাঁচ টাকা চাইলের দর চায় তারা বইলছে গাই বাছুরকে, চরককে ভোট দাও। আমরা বইসাছি, দিব, দিব। কিন্তু কেন দিব? সিংহকে ছাপ দিয়েছিনু আগের বার। এখনও চাইল দেড় টাকায় মিলছে। গরীবের কি ভলা হবে বাবু গাই বাছুরকে চরককে দিলে?

ইলমবাজারের কাছাকাছি পৌঁছলাম। তখনও অবশ্য বর্ধমানে। দুজন সাঁওতাল এবং দুজন 'ভদ্রলোক'। সোজাসুজি বললেন ভদ্রলোকদের একজন : এই ছোটলো

4 A

7/3/71

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
রবিবার, ২২ ফাল্গুন, ১৩৭৭

দিনের বাণী

প্রথমে ছিল মন,—সত্তা আপন আনন্দেই জোরে আপনাকে বহুগুণিত করল, আর সংখ্যাতীত কোটি রূপ-বল্লরীর মধ্যে আপনাকে নিক্ষিপ্ত নিমজ্জিত করল, আপনাকে অসংখ্যভাবে আবিষ্কার করার জন্য।

—শ্রীঅরবিন্দ

জয় বাংলা

ভবিষ্যতে শাশ্বত অধ্যায় রচিয়া সত্যই কিছু যদি থাকে, তবে তাহার একটি অধ্যায় রচিত হইতেছে পূর্ববঙ্গে—ওখানকার সাধারণ মানুষের রক্ত দিয়া রচনা। একটা সমগ্র জাতি মনে-প্রাণে এক হইয়া স্বেচ্ছার মূলে মূলে, একই পতাকাতলে সমবেত—এই ঘটনার তুলনা ইতিহাসে বেশী নাই। এই জাতি বাঙালীদের ভাবে ও ভাবনায় ঔদার্যপ্রিয়, উন্মুক্ত। মাতৃভাষা তাহাদের মন্ত্র। ভাষার সূত্রে কোটি কোটি মন বাঁধা পড়িয়াছে, মাতৃভাষার মাধ্যমে সেই মন মাতৃভূমিকেও চিনিয়াছে। পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী- মধুমতী -বুড়িগঙ্গার সংগ্রামী বীরদের রক্তস্রোত বৃথাই বহে নাই, সেই ঢল উত্তাল ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলিয়া অবরোধ আবেগে, অপ্রতিহত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে লক্ষ্যের অভিমুখে। প্রার্থিত মোহানায়। যুক্তফ্রন্ট-চক্রের "সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদ-করালে" স্বপ্ন এতদিন পরে সত্য হইয়া উঠিয়াছে একমাত্র পূর্ববঙ্গেই।

সুতরাং পিণ্ড-করাচির জঙ্গী-শাহীকে আরও একবার নতজানু হইয়া কুর্নিশ করিতে হইল জনমতের কাছে। যে ইয়াহিয়া খান পয়লা মার্চ সাম্রাজ্যের ঘোষণা করিয়া বসিতে পারেন—সেই ভরসে কি? জাতীয় পরিষদ বানচাল করার পর নির্লজ্জ ইয়াহিয়া নেতাদের আঁধার এক গোলটেবিলে ডাকিয়াছিলেন। মুজিবর সাড়া দেন নাই—নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে। পদ-পাঠ।

তবু "জয় বাংলা" বাঁধাকে জয়ধ্বনি দিবার সময় যোর হয় এখনও আসে নাই; কেননা ইয়াহিয়ার বেতার-ভাষণে দেখা যায় জঙ্গীপুঙ্গব মচকাইয়াছেন কিন্তু ভাঙেন নাই। পাকিস্তানের বোল-আনা সার্বভৌম বজায় রাখার হুঙ্কার তো আছেই, তদুপরি, ২৫ মার্চ—ঘোষণার এই নূতন তারিখটা তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিনে দুই বৎসর আগে আওয়ামী হঠাইয়া ইয়াহিয়া মসনদ দখল করেন। ওই দিনটি শ্মরণ করার মানে কি গণতন্ত্রী জনগণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যে, মিলিটারির বন্দুকটি এখনও ঢিলা হয় নাই? কোথায় বৈঠক বসিবে ইয়াহিয়ার বয়ানে সেটিও অস্পষ্ট। ঢাকার বসিবে কি না সেটা তিনি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের নেতা-দের সম্পর্কে কটাক্ষও অথচ, অথচ ভূট্টোচক্রের বিষয়ে কথাটি বলেন নাই—যোগসাজসের ইহার চেয়ে অভ্রান্ত প্রমাণ আর কী হইতে পারে? ইয়াহিয়া মুজিবরের কথাও ঠারেঠোরে কেনই বা বলিলেন, নামটা পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নাই। কেন। মুজিবর কি অসার আর তিনি সারবান?

প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার সবচেয়ে নির্লজ্জ অংশ সাম্প্রতিক বিদ্রোহে প্রাণহানি সম্পর্কে তাঁহার নির্বিকার নির্বিবেক উক্তি। দুইদিনে শত শত মানুষ যেখানে নিহত সেখানে যিনি নরহত্যার গুরু তিনি বুঝি সব রক্ত ধুইয়া ফেলিয়া সাফ হইতে চান? যাহা ঘটিয়াছে তাহা জান্তব জিঘাংসার চূড়ান্ত, তাহার একমাত্র নাম গণহত্যা। শুধু মৃত-প্রকাশটা কোই হিসাবে গণ্য হয় না; মানবতার দর বাড়ে না, ভাবীকালের সরগতেও নয়। পাকি-স্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ তাহার নিজস্ব তাহা লইয়া বিন্দুমাত্র মাথা আমাদের পক্ষেও ভারতীয় হিসাবে আমাদের নাই। কিন্তু মানবিকতার উপর এই যে বলাৎকার, ইহাকে কঠিন-তম ভাষায় ধিক্কার দিতেছি। সেই সঙ্গে মানবতার নামে এই অভিশাপ, যে-ন্যাস্তি প্রাপ্য সেই দানবতার উপর তাহা নামিয়া আসুক।

স্বাধিকারে সংশ্লিষ্ট হইবার জন্য রক্তাক্ত মূল্য দিতে হইয়াছে পূর্ববঙ্গকে, প্রতিবেশী হিসাবে তাহাকে অভিনন্দন, বাকিও জানি "জয় বাংলার" যাত্রাপথ এখনও শেষ হয় নাই, দুর্গম পথের অনেকখানিই বাকী; সেইসঙ্গে পূর্ব-বাংলার বিদ্রোহী প্রাণকে, যে-বিদ্রোহ আত্মঘাতী অলীক ভাবালুতা অথবা নিষ্ঠুরতা নহে, যে-বিদ্রোহ সার্থক এবং সার্থক। যে একটা সত্যকার লক্ষ্যে পৌঁছিতে চায়, আর সেইজন্য পণ করে সর্বস্ব। যেমন দুই দশক আগে পূর্ববঙ্গ অহিংসআন্দোলনে রক্তগঙ্গায় মাতৃ-ভাষার বথার্যোগ্য আসন আদায় করিয়া আনিয়াছিল, আজও তেমনই ইতিহাস তাহাকে আর-একটি সংকটে, জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে।

নিত্যানন্দ যাত্রী

বিপ্লবমন্ত্র যখন ভক্ত-সাধকে পরিণত হন নাই, তখন যাহাকে জীবনের সবচেয়ে প্রিয় ও রাঙ্কিত বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, তাহারই কাছে যাইবার জন্য তিনি মুক্তির এক পথযাত্রা সুপায় করিয়াছিলেন। নদীর প্রবল স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া-যাওয়া একটি মুক্তদেহকে বৃক্ষখণ্ড বলিয়া তিনি জড়াইয়া ধরিলেন এবং নদী পার হইলেন। বিশাল একটি জীবন্ত সপের দেহকে রজ্জু বলিয়া মনে করিয়া তিনি ধরিলেন ও তাহাকে বাহিয়া উপরে উঠিলেন। কিন্তু ঘটনার মধ্যে এ ধরনের কাজ ও কৃতিত্বের ব্যাপার থাকিলেও তাহাকে দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার বলিয়া মনে করিতে পারা যায় কি? স্বীকার করিতে হইবে, ইহা খুবই দুরন্ত আগ্রহের কীর্তি, কিন্তু দুরন্ত অভিযাত্রা নিশ্চয়ই নহে। কারণ, বিল্বমঙ্গল সাপকে সাপ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, রজ্জু বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার মন রজ্জুরই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। সাপকে সাপ বলিয়া জানিয়া ও বুঝিয়া তিনি যদি তাহাকে ধরিতেন, তবে তাহা অবশ্যই দুঃসাহসের একটি কাজ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত।

কিন্তু যাহা অ্যাডভেঞ্চার, যাহা দুঃসাহসিক অভিযাত্রা, তাহা অজ্ঞতার অভিযাত্রা নহে। যাহা সুকৌশল, তাহাকে সুকৌশল বলিয়া জানিয়া এবং বুঝিয়াই পাইবার ও ধরিবার জন্য যে প্রাণান দুঃসাহসিক পরাক্রমের রূপ গ্রহণ করে, তাহাই অ্যাডভেঞ্চার। এবং বিস্ময়-কর বলিয়া মনে হইলেও ইহা একটি সহজ বাস্তব সত্য যে, যাহা সুদুর্গম ও সুকঠিন, তাহা মানুষকে যেন অদ্ভুত এক মায়ার হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। ঘরের নিভৃতে শান্ত সুখের মধ্যে অঙ্কিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে নিবিঘ্ন জীবন, তাহাও যেন হঠাৎ চঞ্চল হইয়া বিঘ্নবহুল পথের পথিক হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। আরও বিস্ময়ের বিষয়, এই বিঘ্নবহুল পথে যাইবার জন্য যাহার আহ্বান শুনিতে পায় মানুষ, তাহা নূতন এক আনন্দেরই আহ্বান।

সুখের আকাশে রাঙামেঘ খেলা করিতেছে, এবং গগনে বেলা আর নাই। এ-হেন অবস্থায় মাঝির প্রাণও আলস হইয়া তীরে তরী ভিড়াইয়া বিশ্রাম করিতে ভালবাসিবে। কিন্তু আবার এমন দৃশ্যও দেখা যায়, ঈশানের মেঘ করালকৃষ্ণ রূপ গ্রহণ করিয়াছে, বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে ও তুফান উঠিয়াছে, মাঝি তবু নিশ্চিন্ত হইয়া থাকার তরীটিকে দরিয়াপার করিবার জন্য শক্ত হাতে বৈঠা চালাইতেছে। এ ক্ষেত্রে অ্যাডভেঞ্চার কিন্তু একটুও বিঘ্ন নহে, তাহা অদ্ভুত এক আনন্দের স্বাদে বিহ্বল।

ভারতীয়ের জীবনে অ্যাডভেঞ্চার নাই এই অভিযোগ পশ্চিমের গ্রন্থিতোর অনেক লেখাতে দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু এক কেবলে সাহেব নহেন, বিভারলি নিকলস্ ও অন্যও বহু পাশ্চমী লেখক, চুনোপুঁটি লেখকও ভারতীয়ের প্রাণে ও চরিত্রে দুঃসাহসহীন স্থবিরতার জঞ্জাল দেখিয়াছেন। এই সেদিন কলিকাতায় তিন তরুণী হিচ-হাইক করিয়া সিংহলে গিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তিন তরুণ, যাহারা সকলেই পঙ্গু, তাহারা তাহাদের কণ্ঠের গানের জোরেই সাইকেল চালাইয়া কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। বর্তমান ভারতীয় জীবনের অনেক অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে ইহা দুইটি ঘটনার দৃষ্টান্ত। পরন্তু আরোহণে ভারতীয় তরুণ ও তরুণীদিগের আগ্রহ প্রমাণ ও সাফল্য আরও প্রমাণিত করিয়াছে যে, অ্যাড-ভেঞ্চার শুধু ইউরোপীয় জীবনের একচেটিয়া অধ্যবসায় নহে। মেকলে সাহেব যাহাই লিখিয়া থাকুন না কেন, একজন বেশ বড় সাহেব, লর্ড রোনাল্ডসে, যিনি ভারতীয় জন-জীবনের ভালমন্দ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি কিন্তু লিখিয়াছেন যে, অ্যাডভেঞ্চার ভারতের জাতীয় চরিত্রের একটি বড় বিশিষ্টতা। তাঁহার মতে হিন্দু ভারতীয়েরা তাহাদের সহজ প্রকৃতিতে দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। এবং পৃথিবীতে কোন দেশে অ্যাডভেঞ্চারের এমন বিপুলে ও ব্যাপক দৃশ্য দেখা যায় না, যাহা ভারতে দেখা যায়। আশি বৎসর বয়সের বৃদ্ধা ভারতীয় তীর্থপরিক্রমার পথে হিমালয়ের গোলিয়ার ও সদ্গাম উতরাই গিরিপথ হাঁটিয়া পার করিয়া দিতেছেন, ভারতীয়ের শোণিতে দুঃসাহস নিহিত আছে।

যৎকিঞ্চিৎ

ভারতে বেসরকারী বিমান পরিবহন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ক্ষেত্রে এসেন্সিয়াল সার্ভিস মেনটেনান্স অ্যাক্ট প্রয়োগের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়াইয়া দিয়াছেন। বিমান-বন্দরে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের কর্মিগণ-কর্মীরা দুই সপ্তাহ যাবৎ নিয়মমাফিক কাজ চালু করিয়াছিলেন। গত বহস্পতিবার রাত্রি হইতে বিমান-বন্দরের সাধারণ কর্মীরাও এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। ফলে বহস্পতিবার হইতে বেসরকারী বিমান পরিবহণ ব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টি হইয়াছে। দিনে কোন্ লাইনে কয়টা বিমান যাইবে বা আসিবে কোন বিমান যাইবে কি না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কর্মীরা বেতনবৃদ্ধি ও অন্যান্য যাবি আদায়ের জন্য কয়েক সপ্তাহ যাবৎ অসহযোগিতার পথ বাছিয়া লইয়াছেন। বিমান পরিবহণ ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে বিরোধের বিষয়গুলি সালিশী আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা উচিত। নির্বাচনের পর নূতন সরকার গঠিত হইলে কর্মীরা সিদ্ধান্তের দ্রুত নিষ্পত্তির চেষ্টা করিতে পারিতেন। নির্বাচনের সময় অনেক বিমান-চলাচল বাতিল হওয়ায় যাত্রীদের হয়রানি ও অসুবিধা ছাড়া নির্বাচনী প্রচারেও বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। নির্বাচনের আগে পাইলটদের ধর্মঘটের সময় ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। কর্মীদের বর্তমান আন্দোলনের ফলে এক দিকে দেশী যাত্রী ও বিদেশী পর্যটকদের হিসাবে যাতা-য়াতের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে, এবং অপর দিকে বিমান পরিবহণ সংস্থার আয় ও এ দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষেই এই ব্যবস্থা মানিয়া লওয়া সম্ভব নয়। বেসরকারী বিমান পরিবহণ সংস্থার কাজকর্মকে জরুরী বিলয়া হিসাবে ঘোষণা করিলেও সরকার এখনও বিশেষ আইন অনুসারে কোনও ব্যবস্থা লইতে উদ্যোগী হন নাই। আশা করি, কর্মীরা এ দেশের স্বার্থের কথা মনে রাখিয়া স্বাভাবিক কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করিবেন।

নির্বাচন ঘোষণার পর অবস্থার অবনতি ঘটেছে

—বি বি ঘোষ

শনিবার প্রাতে এক বেতার ভাষণে মুখ্য উপদেষ্টা শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ঘোষ বলেন, আগামী নির্বাচন হয় ত বাংলা দেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নির্বাচনের সিদ্ধান্তের পরে বাঙালদেশের অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ও অবনতি ঘটেছে। তার কারণ দলীয় বিরোধ। নির্বাচনের আগে দলীয় বিরোধ অস্বাভাবিক নয়—তবে দুঃখের বিষয় বাংলা দেশে এবারকার নির্বাচনের দলীয় বিরোধ স্বাভাবিক সীমা লঙ্ঘন করেছে।

কী করে একদিকে ভয় ও সন্ত্রাস দূর করা যায় ও অন্যদিকে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়, যাতে সবাই নির্ভয়ে নিজের স্বাধীন মত অনুসারে ভোট দিতে পারে—এই চেষ্টাই আমরা করছি। জনমানসে নিরা-পত্তাবোধ ও আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা প্রতি জেলায় শান্তি রক্ষাকারী সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছি এবং আরও প্রতি থানা পর্যন্ত যাচ্ছে। প্রয়োজন হলে নির্বাচনের পরেও এই অবস্থা কিছুকাল বলবৎ রাখা হবে।

বাংলা সরকার ও ভারত সরকার উভয়েই বাংলা দেশে নির্বাচনের সময় এবং প্রয়োজন হলে পরেও শান্তিরক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। এই নির্বাচনের উপরে বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। উপযুক্ত সরকার গঠন করতে পারলে আমাদেরই মঙ্গল হবে। নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, যাতে সবাই স্বাধীন-ভাবে ভোট দিতে পারেন, যাতে নির্বাচনের ফলে জনমতের প্রকৃত প্রতি-ফলন হয়, তার জন্য বহু ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। ভোট গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যাঁরা নিয়োজিত হবেন তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি। তাঁদের সঙ্গে অস্ত্রধারী পুলিশ প্রহরী থাকবে। ভোট কেন্দ্রগুলিও অস্ত্রধারী পুলিশ পাহারা দেবে। তাছাড়া সেনা-বাহিনী সর্বত্র টহল দেবে।

বিমান-চলাচল

সমর ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। কর্মীদের বর্তমান আন্দোলনের ফলে এক দিকে দেশী যাত্রী ও বিদেশী পর্যটকদের হিসাবে যাতা-য়াতের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে, এবং অপর দিকে বিমান পরিবহণ সংস্থার আয় ও এ দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষেই এই ব্যবস্থা মানিয়া লওয়া সম্ভব নয়। বেসরকারী বিমান পরিবহণ সংস্থার কাজকর্মকে জরুরী বিলয়া হিসাবে ঘোষণা করিলেও সরকার এখনও বিশেষ আইন অনুসারে কোনও ব্যবস্থা লইতে উদ্যোগী হন নাই। আশা করি, কর্মীরা এ দেশের স্বার্থের কথা মনে রাখিয়া স্বাভাবিক কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করিবেন।

ভোট / গ্রাম সমীক্ষা

ভয় আছে, ডর আছে, আবার আগ্রহও আছে এবং কর্তব্যবোধ

ভোর আজার থাকতা, রায়গঞ্জে সহরের তুলনায় ভরা ভোট হবে। গ্রামের লোক কর্তব্য সম্পর্কে বেশ সচেতন। ভোটের মুখে বোমা-পাইপগান পড়লে তারা অনেকেই বাড়ী ফিরে আসবে। সহরে আসল এবং জাল ভোট মিলিয়ে যে ভোট পড়বে গ্রামের বহু অজ্ঞাত ভরে চেয়ে বেশি ভোট পড়বেই।

দ্বিতীয় বড় লক্ষণীয় বিষয়, গ্রামের মানুষও এবার আগে থেকে মুখ খুলে সতিকারের মনোভাবটা জানাতে চাইছেন না। আমরা বাইরে থেকে গিয়াছি। আমাদের সম্পর্কে মনে সন্দেহ থাকা অবাভাবিক। কিন্তু নিজেদের মধ্যেও তেমন মন খুলে আলাপ-আলোচনা করছেন না। অনেকেই দেখলা বললেন। গ্রামের লোকরা, পার্টির বাবুরাও।

এ অবস্থাটা কেন? আগে তো এভাবে এ জিনিস গ্রামে ছিল না। আগে আগে প্রকাশ্যে প্রচুর আলোচনা হতো। জিজ্ঞেস করেছি নানা জনকে। সত্তিয়কার কৃষকের কাছেও শুনেছি: ভোটটা তার তার মনের কথা বাবু! বইলব কেন? বলে আবার কোন্ হাঙ্গামায় পড়ি! সাঁওতাল গ্রামেও শুনেছি: যে অইসতে বাবু বলে দিচ্ছি দিব ভোট তুমাকেই।

একটু যারা সম্পাতিসম্পন্ন তারা আরও সংকুচিত। বাঁকুড়ার ওন্দা থেকে শ্যামা-বেড়িয়া গ্রামে ফিরতে পৌঁছলাম৷ কয়েকজন দৃঢ় বলেছিলেন। গ্রামের ভাষায় 'বিশিষ্ট ভদ্রলোক।' এগোতেই জিজ্ঞেস করলেন: আপনারা? বললাম৷ আনন্দ-বাজার পত্রিকা থেকে এসেছি। রিপোর্টার: ভোট দেখতে। সবাই চুপচাপ। একজন শুধু বললেন: তা বেশ, দেখুন।

আধঘণ্টাটেক খানডাকের পর, কুঁচিয়া অবস্থা প্রকৃতি নিয়ে কথা বলার পর একটু ধরফ গলল। বললেন: অনেক প্রার্থী এখানে। কে জিতবে কে হারবে কি করে বলব। ছোটলোকরা একরকম বলছে। ভদ্রলোকরা আর একরকম। সকলেরই আবার নিজেদের মধ্যে নানা মত। ফলাফল কলা যায় কি? তবে হ্যাঁ, আমরা ভদ্রলোকরা এবার বড়ই ব্যথিত। দেশটার হল কি। হেমন্তবাবুর মত লোকও খুন হলেন। গান্ধীহত্যার৷ মশাই আমরা মনে এত দুঃখ পাইনি।

ব্যাস ওই পর্যন্ত। শত চেষ্টা করেও আর বেশী বের করা যায়নি।

সবাই স্বীকার করলেন, গ্রামের লোক এবার মনের ভাব মনেই রাখছে। কে কাকে ভোট দেবে চট করে বলছে না। তাঁরা এবার অনেক বেশী সতর্ক। একেবারে ভোটের মুখে অর্থাৎ আগের দিন বা দুদিন আগে নিশ্চয়ই সবাই নিজেদের মধ্যে কিছুটা আলাপ-আলোচনা করবেন। সকলে অন্তত তাই বললেন। কিন্তু বাইরের কাউকে, এমন কি পার্টীর পরিচিত বাবুদেরও আগাম কিছু বলতে নারাজ। ভোট দিতে দিতে সকলেরই অভিজ্ঞতা অনেক বেড়েছে।

গরিব-বড়লোকের প্রশ্ন

গরিব-বড়লোকের, ভদ্রলোক-ছোট-লোকের প্রশ্নও উঠেছে গ্রামাঞ্চলের অনেক এলাকায়। গ্রামে যাঁরা গৌরব বা ভদ্রলোক বলে পরিচিত, শহরে বিচারে কিন্তু আবার তাঁরাই গরীব। একজন ছোট চায়ের দোকানের মালিক—তিনিও গ্রামে ভদ্রলোক বলেই পরিচিত। তিনিও ঠিক গরীব নন। পাঁচ-ছ বিঘের নিজস্ব চাষ আছে যা দশ বিঘেতে যিনি ভাগচাষ করেন এবং দোকান জমজমাট খাটান তিনিও গরীব নন। কারা গরীব, কাদের বলা হয় ছোটলোক? যাঁরা একেবারে নিঃস্ব। যাঁরা শ্রেফ জনমজুরী খাটেন। যাঁরা বছরের প্রায় ছ-মাস বেকার থাকেন। যাঁরা বহুদিন কিছু খেতেই পান না। গ্রামে তাঁরাই গরীব। তাঁরা দুলে, বাগদী, সাঁওতাল। তাঁদেরই গ্রামের তথাকথিত ভদ্রলোকরা বলেন, ছোটলোক।

একথা ভদ্রলোকদের বিরাট প্রভাব ছিল এঁদের ওপর। ভদ্রলোকের কথামত এঁরা ভোট দিতেন। এখন কিন্তু আর তা ঠিক করে না। বহু জায়গায় তাঁরা ভদ্রলোকদের ডিফাই করছেন। মুখের ওপরও বলছেন কথাটা।

গরীবের পার্টি কিন্তু সবত্র এক নয়। সি পি এম বহু জায়গাতে গরীবের পার্টি বলে পরিচিত। আমি এ রকম একটা অঞ্চলও দেখিনি যেখানে সি পি আই বড়লোকদের পার্টি বলে পরিচিত। ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি, আর এস পি-ও দেখলাম কিছু কিছু অঞ্চলে গরীবের পার্টি বলে পরিচিত। কোথাও কোথাও আবার গরীবের পার্টি সি পি আই। কিন্তু দুই কংগ্রেস এবং বাংলা কংগ্রেস প্রায় সর্বত্রই ভদ্রলোকের পার্টি। বহু এলাকায় দেখলাম ভদ্রলোকদের আবার বেশ ভোকি সব কংগ্রেসের প্রতি। ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে অনেকেই বেশ উৎসাহী। হাওয়াটা ওই দিকেই।

কিন্তু তা বলে এটা মনে করা ভুল হবে যে, গ্রামাঞ্চলের, সবত্র তথাকথিত ভদ্রলোক-ছোটলোকের সামাজিক পোলা-রিজেশন হয়ে গিয়েছে। এখনও তা দূরে। এখনও সব পার্টির বাবুরাই ভদ্রলোক। ছোটলোক বলে পরিচিতদের মধ্য থেকে যাঁরা পার্টী করেন এখনও দেখা যায় তাঁরা অনেকেই তথাকথিত ছোটলোকদের দৃষ্টিতে আস্তে আস্তে তথাকথিত ভদ্র-লোক বনে যান। আর, তথাকথিত ভদ্র-লোকদের অনেকে যেমন এখন ঠেলে, তেমনই তথাকথিত ছোটলোকরাও সামাজিক বিভক্ত। একই আয়োজন মধ্যমুদায় দেখেছি কিছু সাঁওতাল সি পি এমকে গরীবের পার্টি মনে করেন, কিন্তু সাঁওতাল আবার নিজে আলাদাভাবে গরীবের ঐতিহাসিক্ষী বলে মানেন। বাঁকুড়ার কয়েকটি অঞ্চলেও এ জিনিস দেখেছি। গ্রামে ভদ্রলোকের ছোঁয়ত যেমন আলাদাভাগ হয়ে, তেমনই আলাদাভাগ হয়ে গরীবের ছোঁয়ত। এর প্রভাবে ফলাফলের ক্ষেত্রেও বি ধারায় তাই দেখায়।

আরামবাগ মহকুমার কিছুদূরের মধ্যে এসেছিলাম। পথের পাশে একজন সাঁওতালের সঙ্গে দেখা হল। মাটি কাটার কাজে কোনও এক অসামাজিক জড়িয়েছিলেন। সেজন্য তাঁরা কিন্তু কিছু বলছিলেন না। কারণ, তিন দিন থেকে বাবু-উধাও। কবে দার্জিক দখা পার্টি-হেন, সরকার, টাকা বন্ধ করে দিয়েছেন। ছোট পর্যন্ত কাজ বন্ধ। তাঁরা তাই আসল খবরটা নেওয়ার জন্য একজনকে শহরে পার্টির বাসবাটির পথের ধারে বসে ছিলেন। তাঁর আমাদের প্রতীক্ষা। বললেন, একটা পয়সা নেই বাবু, এখন অজয়ী না মিললে খাব কি। একজন চারটে কাঠবিড়ালি মেরে আনিয়ে দিয়েছেন।

অনেকক্ষণ কথা হল। সাঁওতালরা আবদের দিকে চোখ তুলে কথা বলতে এখনও তেমন অভ্যস্ত না। মাটির দিকে তাকিয়েই কথা বলেন। এঁরাও তাই বলছিলেন। একজন শুধু একটু ব্যতিক্রম হলেন। পরিষ্কার বললেন: কাইসব, তোমরা কংগ্রেসকেও জিতিয়েছ, যুক্তফ্রন্টদেরও জিতিয়েছ। ফলে পেয়েছে কী?

তা বলে সব মুসলমানই লীগকে ভোট দেবেন এমন কোনও কথা নেই। একাধিক মুসলমান গ্রামে দেখেছি মুসলমান ছেলেরা কোলেসাহে সি পি এমের হয়ে খাটছে। খাটছে, পাই-বাছুরের হয়ে। দেখেছে চরকা হাতে মায়ের পক্ষে। সি পি আই, চরকা হাতে মায়ের পক্ষে। সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি-র হয়েও একাধিক প্রবীণ মুসলমানকে বলতে শুনেছি পণ্ডিত চৌধুরী গুণগানীর লোক, তিমিরবাবু অমল কর্মী, ওই কংগ্রেস ছেলে তাদের লোক ভোট দিবে না তো দিবে কাকে।

তবে, একটা বড় অংশেরই বক্তব্য : অনেক দিন পরে আমার জীগ পার্টি এসেছে বাবু: ভোট তো লোকে দিবেই, ভোটটা উল্টে দিবেই!

—বরুণ সেনগুপ্ত

বরানগর

পুরনো নির্বাচনী নজির

বিশেষ প্রতিনিধি

১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচনের আগে বরানগরের দেয়ালে দেয়ালে লেখা গিয়েছিল একটি তরুণ প্রার্থীর নামে পোস্টার। কংগ্রেস দলের প্রবীণ প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন শ্রীজ্যোতি বসু, বয়স-আঠাশ।' বিদেতের কম্যুনিস্ট পার্টির মতে একটি 'রত্ন', এই নবীন ব্যারিস্টার বাংলা দেশের রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন পূর্ণ উদ্যমে। হুমায়ুন কবীরকে পরাজিত করে তিনি অভিভক্ত বাংলার অ্যাসেমব্লিতে প্রবেশ করেছিলেন, তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনেও জয়ী হলেন। সেই থেকে এ পর্যন্ত তিনি একবারও হারেননি বরানগরে। এবারের ভোট-যুদ্ধে জ্যোতি বসুর পরাজয়ের সম্ভাবনা কিংবা কিংবদন্তী হয়ে গেল। তাই তাঁর ব্যক্তিগত 'ইমেজ' বা পার্টির আদর্শ নয়—জয়ের আসল কারণ শ্যামপন্থী মহলে ঐক্য এবং কংগ্রেস মহলে মতভেদ। এবারে অনেকের মনেই তাই কৌতূহল, এবারেও তাঁর জয়মাল্য কি ইতিমধ্যেই গাঁথা হতে শুরু হয়েছে? এবার বরানগরে জ্যোতি বসুর দল নিঃসঙ্গ। এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীও প্রবল মুখোশির মতন ব্যস্ত। এবং, বরানগরে নকশালপন্থীদের শক্ত ঘাঁটি, তাঁরা সি পি এম-কে সাহেবহাল করতে বদ্ধপরিকর।

বরানগরে স্বাধীনতার পর যখন বহু-সংখ্যক উদ্বাস্তুর আগমন ঘটলো, কল-কারখানা গজিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি দানা বাঁধলো — তখন ওখানকার পুরোনো মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে তা সহজে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হলো না। অর্থনৈতিক বনিয়াদে ধাক্কা লাগলো। প্রবীণ কংগ্রেসী নেতারা এসময় যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারলেন না। কম্যু-নিস্ট দল অভাব-অভিযোগ নিয়ে আন্দোলনে নেমে পড়লেন।

কিন্তু প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জ্যোতি বসুর জয়ের কারণ আলাদা। নেতার কংগ্রেস দল থেকে প্রার্থী দাঁড় করানো হলো রায় বাহাদুর হরেন্দ্রনাথ রায়-চৌধুরীকে। যে-কংগ্রেস জঙ্গিবাহী উচ্ছেদের সংকল্প ঘোষণা করেছিল, সেই কংগ্রেসের প্রার্থী হলেন একজন খ্যাতনামা জমিদার—বরানগরের মানুষ এমন কি স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীরাও এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেন নি। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে শচিভূষণ চ্যাটার্জি এবং বীরেন চ্যাটার্জি আলাদাভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন। কংগ্রেসের সংগঠন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেল। তাছাড়া, অভূত ঐক্যবদ্ধ ও বরানগরের তরকারি বাজারের সামাজিক হরেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী মোটর গাড়ি ছাড়া আর্টিতে পা দেননি কখনো। জ্যোতিবাবু লোকের দরজায় দরজায় ঘুরেছিলেন। এবং, আর এস পি প্রার্থী শ্রীনিখিল দাস শেষ পর্যন্ত জ্যোতিবাবুর সমর্থনে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। সেবার জ্যোতিবাবু জিতেছিলেন পাঁচ হাজার ভোটের ব্যবধানে।

১৯৫৭ সালে জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন শ্রীকানাই ভৌমিক। বরানগরবাসীর চোখে তিনি ছিলেন বৈঠক-খানার রাজনীতিবিদ্, প্রকৃত কংগ্রেসকর্মী নন্। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হিসেবেও তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের অনেক দাবি দাওয়া মেটাতে পারেন নি। এদিকে, বামপন্থী সংহতি আস্তে আস্তে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। অল-বামপন্থী দল জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে কোনো প্রার্থী দেয়নি। জ্যোতি বসু জিতেছিলেন ন হাজার ভোটের ব্যবধানে।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের সময় জ্যোতি বসুর নামের সঙ্গে আর বার-অ্যাট-ল যোগ করার দরকার নেই। তিনি বাংলা দেশের কম্যুনিস্ট দলের অবি-সংবাদী নেতা। অ্যাসেমব্লির বিতর্কে এবং নানা আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর একটা ইমেজ তৈরী হয়ে গেছে। এবার জ্যোতি-বাবু দাঁড়ালেন সংযুক্ত বামপন্থী প্রার্থী হিসেবে এবং কংগ্রেস মহলে তাঁর প্রতিপক্ষ হিসেবে স্থানীয় কাউকে দাঁড় করানো হলো, তাঁকে প্রার্থী হিসেবে জ্যোতিবাবুর সমবক্ষ বলা যায় না। শ্রীবীরেন চ্যাটার্জি ১৯৫২ সালে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তিনিই এবার পেলেন কংগ্রেস টিকিট এবং জ

কেন্দ্র ব্রেথওয়েটের পরিচালনভার নিলেন

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ—কেন্দ্রীয় সরকার আজ ৫ বছরের জন্য কলকাতার ব্রেথওয়েটের পরিচালন ভার নিজেদের হাতে নিলেন। এখন থেকেই ওই ব্যবস্থা কার্যকর হবে। ওইসঙ্গে এই সংস্থার জন্য তিনজনের একটি ডিরেকটর বোরড নিয়োগ করা হয়েছে।

শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রকের অতিরিক্ত সেকরেটারি শ্রী আর ডি সুব্রহ্মণ্যম হবেন এর চেয়ারম্যান। অন্য দু'জন ডিরেকটর হলেন : শ্রী এম ধর ও শ্রী এম এন দত্ত।

আজ এখানে এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৮ ধারা অনুসারে ভারত সরকার ওই সংস্থাটি পরিচালন ভার গ্রহণ করেছেন।

এই সংস্থাটির কাজকর্ম সম্পর্কে তদন্তের পর সরকার ওই ব্যবস্থা নিলেন। যে কমিটি তদন্ত করেন, গত ২২ ফেব্রুয়ারি তাঁরা রিপোরট দাখিল করেছেন।

গত ১৮ জানুয়ারি ব্রেথওয়েটের 'ক্লাইড ওয়ারকস' ফ্যাকটারিটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তদন্তের পর সরকার সমগ্র সংস্থাটিরই পরিচালনা নিজেদের হাতে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

—ইউ এন আই, পি টি আই

কেন্দ্রে জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার হবে

—জনসংঘ নেতা শর্মা

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার কলকাতায় একাধিক জনসভায় জনসঙ্ঘের সর্বভারতীয় সম্পাদক শ্রীযজ্ঞদত্ত শর্মা এম পি বলেন,—"এই নির্বাচনে ইন্দিরা সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী। তার বদলে কেন্দ্রে জাতীয় গণতান্ত্রিক শক্তির সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।"

এদিন তিনি জনসঙ্ঘ প্রার্থীদের সমর্থনে শ্যামপুকুর, চৌরঙ্গী, বহুবাজার, বড়বাজার প্রভৃতি বিধানসভা কেন্দ্রগুলির বক্তৃতা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রাজনীতি ঢুকিয়ে সরকারের মূল ব্যবস্থাকে কলুষিত করেছেন। প্রসঙ্গত শ্রীশর্মা অসি কংগ্রেস নেতা শ্রীবিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্যকে হত্যার তীব্র নিন্দা করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের যুব সমাজকে এই খুনের রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

উত্তর-পশ্চিম কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে জনসঙ্ঘ প্রার্থী অধ্যাপক হরিপদ ভারতী বলেন, ওপার বাংলায় শেখ মুজিবর রহমান ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। এপার বাংলার জনগণের মুজিবরকে সমর্থন জানানো দরকার। তাঁর বিশ্বাস, শীঘ্রই দুই বাংলার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ দৃঢ়তর হবে।

বহরমপুরের সি পি এম প্রার্থী দুর্ঘটনায় আহত

বহরমপুর, (পশ্চিমবঙ্গ), ৬ মার্চ মুরশিদাবাদ জেলার বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থী শ্রীপ্রণরঞ্জন চৌধুরী আজ বহরমপুরের কাছে এক জিপ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন।

তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়। তবে পরে তাঁর জ্ঞান হয় এবং তিনি আরোগ্যের পথে।

দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে একদিন সফরের পর আজ সকালে এখানে ফিরে এসেছেন।

কলকাতা ত্যাগ করবার পূর্বে তিনি ১০ মার্চ পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী রাজ্যপালের প্রধান উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন।

তিনি রাজভবন থেকে বিমান ঘাঁটিতে যাত্রা করার আগে পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবিজয় সিং নাহার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

—ইউ এন আই

শনিবার মারকাস স্কোয়ারে নির্বাচনী বক্তৃতা দিচ্ছেন শ্রীজগজীবন রাম।

রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র

নির্বাচনী প্রচারে উপজাতীয় স্বার্থ ও সাম্প্রদায়িকতায় ঝোঁক

বিশেষ প্রতিনিধি

উত্তরবঙ্গে নির্বাচনী আবহাওয়া এখন সরগরম। বিশেষত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এসে রায়গঞ্জে বক্তৃতা দিয়ে যাওয়ার ফলে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রথম ভারতের কোন প্রধানমন্ত্রী রায়গঞ্জে এলেন। নব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রচারের সময় এমন আভাসও দেওয়া হচ্ছে যে, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যদি এখান থেকে লোকসভার আসনে জয়ী হন, তাহলে এখানকার প্রতিনিধিই হবে কেন্দ্রের একজন মন্ত্রী।

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে অবশ্য বেশ কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হবে। এখান থেকে আরও দাঁড়িয়েছেন, আদি কংগ্রেসের মুজফ্ফর হোসেন, ফরোয়ারড ব্লকের নির্মল বসু, সি পি আই এম-এর সুবোধ সেন। পি এস পি'ও একজন প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন।

নির্বাচনে প্রচারে মূলে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে উপজাতীয় স্বার্থ এবং সাম্প্রদায়িকতা। শুধু উত্তরবঙ্গেই নয়, মুর্শিদাবাদেও এই ঝোঁকটাই প্রধান। সি পি এম বিরোধী প্রচারে হিংসাত্মক ঘটনাগুলি ও খুনোখুনির রাজনীতির কথা বারবার এসে যাচ্ছে। এই অঞ্চলের বেশ কিছু বিপক্ষ প্রচারকারী সি পি আই এম দলকে পুরোপুরি হিংসাশ্রয়ী দল হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তাঁদের মতে সি পি এমের নেতৃত্বে এই অঞ্চলে যে ধান 'লুঠ' হয়েছিল, তার প্রভাব রয়ে গেছে জনসাধারণের মধ্যে। তাঁদের বক্তব্য হল, ১৯৬৯ সালে ঝাড়মাস গ্রামের ঘটনার পরই সি পি এম সম্পর্কে সাধারণ অনেক শান্তিকামী মানুষের ধারণা তিক্ত হয়ে যায়। এই ধারণা আরও তীব্র হয়েছে বহরমপুর জেলে ন'জন নকশালপন্থীর মৃত্যুর ঘটনায়। অনেকে সন্দেহ করছেন, এই ব্যাপারে সি পি এম হয়ত জড়িত, কারণ ঐ জেলার ওয়ারডারারা সি পি এম পরিচালিত ১২ই জুলাই কমিটির সদস্য। সি পি আই এম-এর পক্ষ থেকে অবশ্য বিভিন্ন পোসটারে বলা হয়েছে যে, কতৃপক্ষ জেলখানার মধ্যে সি আর পি আনার চেষ্টাই ঐ ঘটনার ইন্ধন জুগিয়েছেন। কিন্তু অন্যপক্ষ এই ব্যাখ্যা বিশ্বাস করতে পারেনি, কারণ তারা জানে, নিহত নকশালপন্থীদের প্রত্যেকের ঠিক মাথা লক্ষ্য করেই ওয়ারডাররা আঘাত হেনেছিল। এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে আর প্রায় সব কটি দলই সি পি আই-এম বিরোধী প্রচার করছে। সি পি এমের নামে আর একটা অভিযোগ শোনা গেছে যে, চাষীদের ধান লুঠ ও বিক্রী করে পারটির জন্য ষাট হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে।

গত দুটি নির্বাচনে লোকসভার ঐ কেন্দ্রে কংগ্রেসেরই জয় হয়েছে। সেইদিক থেকে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের জোর অনেক খানি। যদিও ফরোয়ারড ব্লক প্রার্থী নির্মল বসু '৬৭-র নির্বাচনে মাত্র এক হাজার ভোটে হেরেছিলেন। এবার তাঁকে সমর্থন জানাচ্ছে ইউ এল ডি এফ-এর অন্য দলগুলি। এখানকার সাতটি বিধানসভার আসনের মধ্যে পারটিতে ইউ এল ডি এফ প্রার্থী আছেন।

আদি কংগ্রেস প্রার্থী মজঃফর হোসেন দুই কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শগত ব্যবধানের কথা বলছেন জোর দিয়ে। তিনি যে শুধু মুসলমান ভোটারদের ওপরেই নির্ভর করছেন তাই নয়, উত্তরাখণ্ডপন্থীদের সমর্থনও তিনি আশা করছেন। গত নির্বাচনগুলির ফলাফল দেখে অনায়াসেই বলা যায় যে, মুসলমান ভোটাররা দলবদ্ধ ভাবে যদি একজন প্রার্থীর দিকে ঝোঁকেন, তাহলে নির্বাচনের ফলাফল সেসখানেই নির্ধারিত হয়ে যায়। একটি লক্ষ্যণীয় ব্যাপার, পশ্চিম দিনাজপুরের দুটি বিধানসভার আসনে মুসলিম লীগ এবার প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় যতগুলি পারা যায় আসন দখল করার জন্য মুসলিম লীগ উঠে পড়ে লেগেছে। তাঁরা বলছেন যে, হিন্দুরা এখন বিভিন্ন মতের ঝগড়ায় বিচ্ছিন্ন, এখন মুসলমানরা যদি একতাবদ্ধ হতে পারে, তাহলে তারা এই রাজ্যের শাসনযন্ত্র চালনা করতে পারবে।

ভোটে জিতে দেশের শাসনব্যবস্থায় স্থায়িত্ব ও শান্তি আনার প্রতিশ্রুতি দিতেও বিভিন্ন দলের কসুর নেই। আর এস পি দল এই দিকটায় বেশীজোর দিচ্ছে। নব কংগ্রেসও এর সুযোগ নিয়ে বলতে পারছে যে ইউনাইটেড ফ্রনট সরকারই দেশের এই বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী। আর এস পি দল পূর্ব পাকিস্তানের শেখ মুজিবর রহমানের নামও তুলছেন এই বলে যে, হিন্দু ও মুসলমান মিলেমিশে প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

আরও তিনজন প্রার্থী সরে দাঁড়ালেন

স্টাফ রিপোরটার

কুলটি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী শ্রীমতী অপর্ণা সিংহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। এ সম্পর্কে শ্রীমতী সিংহ এক বিবৃতিতে বলেন, নির্দল প্রার্থী হিসাবে অন্য কোন দলীয় প্রার্থীর স্বার্থহানি করতে চাই না বলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি না। এই প্রসঙ্গে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কথাও উল্লেখ করেন।

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে আদি কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীজয়দেব শিকারী নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। এ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বর্তমান হিংসাত্মক পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয়। সৈন্য ও পুলিশ পাহারায় নির্বাচন প্রহসন মাত্র।

আদি কংগ্রেস প্রার্থী নব কংগ্রেসে

বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রে আদি কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীঅরুণ ভাদুড়িও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তা ছাড়া তিনি আদি কংগ্রেস ছেড়ে নব কংগ্রেসেও যোগ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, কেরলের তিবান্দ্রম লোকসভা কেন্দ্রে শ্রীকৃষ্ণমেননকে সি পি এম এবং নির্জলিঙ্গাপ্পা-পন্থী কংগ্রেস একযোগে সমর্থন করছে। তিনি আদি কংগ্রেসের ওই ভূমিকার নিন্দা করেন।

জনসভায় হেমন্ত বসু স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ

স্টাফ রিপোরটার

শনিবার সন্ধ্যায় ভারত সভা হলে এক স্মরণসভায় হেমন্ত বসুর স্মৃতির উদ্দেশে বিভিন্ন বক্তা শ্রদ্ধার্ঘ জানান। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীসীতারাম সাকসেনা। সভাটির উদ্যোক্তা ছিলেন নিখিল বঙ্গ শরীহ ও দেশপ্রেম স্মৃতি সমিতি।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে সর্বনাশা হত্যা প্রবাহ চলছে তার বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানানো হয়। প্রস্তাবটি পাঠ করেন শ্রীননীগোপাল ভট্টাচার্য। হেমন্ত বসু স্মরণে স্ব-রচিত কবিতা পাঠ করেন সর্বশ্রী সুধীরকুমার বসু ও রাধাবিনোদ দাস এবং বক্তৃতা করেন সর্বশ্রী গুরুদাস ব্যানার্জি, নলিনী দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রলাল চ্যাটারজি প্রমুখ।

গরিবী না হটালে সমাজতন্ত্র আসবে না

—জগজীবন রাম

স্টাফ রিপোরটার

নব কংগ্রেস সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম শনিবার কলকাতা, হুগলি ও চব্বিশ পরগণা জেলার কয়েকটি নির্বাচনী জনসভায় বলেন, একমাত্র নব কংগ্রেসই দেশে স্থায়ী ও একদলের সরকার গঠন করতে পারে।

শ্রী রাম বলেন, কমিউনিস্ট পারটি কিংবা চতুর্দলের মহাজোট যদি দেশের ক্ষমতায় আসে, তবে দেশ রসাতলে যাবে।

জগজীবনবাবু এদিন সকালে তিলজলায়, বিকালে হুগলির চাঁপদানিতে, চব্বিশ পরগণার ভাটপাড়া, সন্ধ্যায় কাশীপুরে, রাত্রে মারকাস স্কোয়ার এবং হেসটিংস-এর জনসভায় বক্তৃতা করেন।

জনসভাগুলিতে জগজীবনবাবু বলেন, দেশ থেকে গরিবি দূর করতে না পারলে দেশে কখনও প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে তাঁরা সেই সমাজবাদ আনার কাজই শুরু করেছেন। এই পথের কোন বাধাই তাঁরা মানবেন না।

শ্রী রাম মনে করেন, যাঁরা ইন্দিরা হটাও—দেশ বাঁচাও স্লোগান দিচ্ছেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে দেশ বাঁচাতে চাইছেন না—চাইছেন দেশের পুঁজিপতিদের বাঁচাতে।

চাঁপদানিতে জনসভা

শান্তির পথে আমরা ইংরেজকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছি এবং ওই পথেই আমরা দেশ থেকে গরিবি হটাবো। নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম শনিবার বিকালে হুগলি জেলার চাঁপদানিতে এক নির্বাচনী জনসভায় ওই কথা বলেন। তিনি হুঁশিয়ার করে দেন, হিংসার পথে সমাজতন্ত্র আনার চেষ্টা করলে তাতে গরিব লোকই সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তিনি উল্লেখ করেন, রুশ বিপ্লবে হাজার হাজার গরিব লোক মারা যান। আমরা ও-পথে যেতে চাই না। শান্তির পথে ক্রান্তি চাই।

শ্রী রাম বলেন, আমরা গত ক' বছর ধরেই দেখছি ফ্রনট সরকার বেশিদিন টেঁকে না। তাই সব রাজ্যেই বিশেষ করে কেন্দ্রে এক দলীয় শাসন কায়েম করতে হবে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হাতকে মজবুত করে দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

শ্রী রাম হিন্দি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী সকাশে পত্রপত্রিকা প্রতিনিধিদল

স্টাফ রিপোরটার

বর্তমান হিংসাত্মক কাজের অবসান ঘটাবার জন্য যাতে স্থায়ী সরকার গঠন হতে পারে, তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে একটু ঝুঁকি নিয়েও আরও বেশি সংখ্যায় ভোট দেবার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। শুক্রবার রাত্রে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অল ইনডিয়া স্মল নিউজ পেপারস অ্যাসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে প্রাক্-নির্বাচনী পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনাকালে এ কথা বলেন। ওই দশজনের প্রতিনিধি দলে বাংলা, উর্দু, হিন্দির দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকার সম্পাদকগণ ছিলেন। এর নেতৃত্ব করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিশ্বম্ভর নেওয়ার।

প্রতিনিধিরা প্রধানমন্ত্রীকে ছোট ছোট পত্র-পত্রিকার প্রতি রাজ্য সরকারের অসহযোগিতামূলক মনোভাবের অভিযোগ করেন। উত্তরে তিনি এবিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

থানাগুলিতে সেনাবাহিনী মোতায়েন সম্পূর্ণ

শনিবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মহকুমা সদর ও থানাগুলিতে সেনাবাহিনী মোতায়েন সম্পূর্ণ হয়েছে।

এদিন সেনাবাহিনীর জনৈক মুখপাত্র পি টিট আই'কে জানান, তাঁরা বিভিন্ন স্থানে শিবির স্থাপন করেছেন। ১০ মার্চ নির্বাচনের দিন শান্তিরক্ষার জন্য শিবিরগুলি থেকে সেনাবাহিনী পেটরল দেবে।

সেনাবাহিনীর এই মুখপাত্র বলেছেন, পেটরল ছাড়াও পুলিশকে তাঁরা তল্লাসির কাজেও যথারীতি সাহায্য করবেন।

ভোটের আগে শেষ রবিবার

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

পক্ষ থেকে যা যা করার কথা তার অনেক কিছুই অনেকে করে উঠতে পারেননি। বিশেষ করে এই শেষের ক' দিন কলকাতা ও শহরতলিতে যে পরিস্থিতি বিরাজ করেছে তাতে সেই কাজ করার কথা প্রার্থীরা ভেবেও উঠতে পারেননি।

এবার অনেক দল, অনেক প্রার্থী—কিন্তু কলকাতাতে সেই তুলনায় সভা, সমাবেশ হয়েছে অনেক কম। চোঙা-মুখে 'ভোট ফর' 'ভোট ফর' চিৎকারও আর তেমন পাড়া মাতিয়ে তোলেনি।

অনেক দলের অনেক প্রার্থীই এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ ভোটারের কাছে সশরীরে হাজির হওয়া ত দূরের কথা, কর্মী পাঠিয়ে হ্যানডবিল, পরিচয়পত্র বা কারড পৌঁছে দিয়ে উঠতে পারেননি। শনিবার রাত্রে খোঁজ নিতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকেই তা জানতে পারলাম।

খোঁজ নিতে গিয়ে এও জানলাম যে, বহু ভোটারই এখনও পর্যন্ত ঠিক জানেন না যে তাঁদের কোথায় ভোট দিতে হবে বা ঠিক কোন্ কোন্ দলের কে কে প্রার্থী তাঁর এলাকায় দাঁড়িয়েছেন। কথাটা বিস্ময়কর মনে হলেও বাস্তব চিত্র তাই।

নিয়ম নিয়োয়ী আগামীকাল সোমবার বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারের ব্যাপারে সভা-সমাবেশ ও মিছিল সংগঠনের শেষ সময়। তবু মনে হল সোমবার দিন আর কোন দলই জনসভার কর্মসূচী রাখবেন না। মিটিং-এর পাটটা আজ, রবিবারই তাঁরা চুকিয়ে ফেলতে চান। কারড বিলি ও জনে জনে 'কানভাসিং' করার কাজও অধিকাংশ প্রার্থীই আজ, রবিবার যতটা বেশি পারা যায় তার চেষ্টা করবেন। রবিবার বিভিন্ন কেন্দ্রে চক্কর দিতে গিয়ে সেটা আঁচ করা গেল।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলে স্বাভাবিকভাবে ট্রেন চলাচল শুরু

স্টাফ রিপোরটার

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের টাটানগর লোকো শেডের কর্মীদের ধর্মঘট মিটে যাবার পর শনিবার সকাল থেকে ওই লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শনিবার দঃ পূঃ রেলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ওই খবর জানিয়ে বলা হয় যে, ধর্মঘটজনিত পরিস্থিতির ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলে জমে যাওয়া ওয়াগন-মুলি গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে তিন চারদিন সময় লাগবে। টাটানগর মারশালিং ইয়ারডে কাজ বন্ধ হবার ফলে গত তিনদিনে তিন হাজার ওয়াগনে মাল বোঝাই করা যায়নি।

ওই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় যে, রেল কর্তৃপক্ষের কোনরূপ প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য না থাকলেও 'বে-আইনী' ধর্মঘটে অংশ গ্রহণকারীদের চাকুরির ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটবে এবং ধর্মঘটকালীন বেতন কেটে নেওয়া হবে। অবশ্য ওই ধারাবাহিকতার ছেদ নিয়ে ধর্মঘটের কারণ শ্রীরামানন্দ তেওয়ারী নাকি দিল্লির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানা গিয়েছে।

শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবের সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠান বাতিল

নিজস্ব সংবাদদাতা

শান্তিনিকেতন, ৬ মার্চ—বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে তাঁরা আগামী ১২ মার্চ শুক্রবার বসন্তোৎসবের সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠানটি বন্ধ রাখছেন। সকালের অনুষ্ঠানটি অনাড়ম্বরভাবে হবে।

ভোটের দিন রেলের সিটি বুকিং অফিস খুলবে, তবে বেলায়

স্টাফ রিপোরটার

নির্বাচনের দিন অর্থাৎ ১০ মার্চ পূর্ব রেলের ফেয়ারলি প্লেস সহ অন্যান্য সিটি বুকিং অফিসগুলি বেলা আড়াইটায় খুলবে। অন্যদিন সাড়ে ন'টায় খোলা হত। ওইদিন সরকারী ছুটি ঘোষিত হওয়ায় যাত্রীদের সুবিধার জন্যই রেল কর্তৃপক্ষ ওই ব্যবস্থা করেছেন বলে শনিবার পূর্ব রেলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

কলকাতার বাইরে এক'শ প্রার্থীর জন্য পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতা এলাকার বাইরের বাসিন্দা লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় একশ' জন প্রার্থীর জন্য পুলিশ রক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শনিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের আই-জি পুলিশ একথা জানান। তবে, কোন্ কোন্ দলের কতজন প্রার্থীর জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই প্রশ্নের তিনি জবাব দেননি।

আরও জানা গিয়েছে যে, 'বিশেষ পরিস্থিতি' বিবেচনা করে সরকার এ ধরনের ব্যবস্থার 'ন্য সাধারণত যে চারজ' করা হয় এসব ক্ষেত্রে তা করছেন না।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার বলেন, কলকাতার কেন্দ্রগুলির প্রার্থী অথবা বাইরের কেন্দ্রের যেসব প্রার্থী এখানে থাকেন তাঁদের সকলকেই পুলিশী রক্ষী নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়—এবং অনেকেই তা নিয়েছেন।

ভোটের দিন পোলিং এজেনটদের জন্য পুলিশ পাহারা

আগামী ১০ মার্চ নির্বাচনের দিন সকাল সাড়ে ছ'টায় কলকাতায় সব রাজনৈতিক দলের পোলিং এজেনটদের পুলিশ পাহারায় বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হবে।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীরঞ্জিৎ গুপ্ত ওই পুলিশ পাহারায় ব্যবস্থা করতে রাজি হয়েছেন। যারা পুলিশ পাহারায় যেতে ইচ্ছুক তাঁদের ৪ঠা দিন সকাল সাড়ে ছয়টার মধ্যে নিজ নিজ থানায় হাজির হতে হবে।

পি আই বি-র তালিকায় ভুল সংশোধনের অনুরোধ

সি পি আই-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাজেশ্বর রাও পি আই বি'র প্রিনসিপ্যাল ইনফরমেশন অফিসারের কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে সংশোধিত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করেছেন। পি আই বি'র প্রকাশিত প্রার্থী তালিকায় সি পি আই-এর তিনজন প্রার্থীকে—সর্বশ্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, প্রভাত কর এবং জে এম বিশ্বাস—নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্বাচন কর্মীদের ভাতা বৈষম্যে ক্ষোভ

নির্বাচন কর্মীদের ভাতা বৈষম্য নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষণ শিবিরে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে বলে জানা যায়। সরকারী, বে-সরকারী ও বেকারদের মধ্যে ভাতার বৈষম্য নিয়েই ওই বাদ-বিতণ্ডার সূত্রপাত।

বৃহস্পতিবার হাবড়া কমিউনিটি হলে নির্বাচন কর্মী শিক্ষণ শিবিরে যে সব শিক্ষক ট্রেনিং নিতে এসেছিলেন তাঁরা সমহারে ভাতা দেবার জন্য সি ডি ও-এর কাছে দাবি জানান। ওই দিন তিনি নির্বাচন কর্মীদের ট্রেনিং-এ ডেকেছিলেন।

রাজীবপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীজ্ঞানরঞ্জন রায় জানান, তিনি ওই বৈষম্যের প্রতিকার চেয়ে মহকুমা শাসকের কাছে এক পত্র পাঠিয়েছেন। ওদিন বে-সরকারী কর্মীরা অনেকেই ওই বৈষম্যে বিক্ষুব্ধ হয়ে ট্রেনিং ছেড়ে চলে যান।

মেদিনীপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি নির্বাচনের কাজে যোগ দেবে

মেদিনীপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি নির্বাচনের কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এ সম্পর্কে সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅজিতকুমার খাড়া এক বিবৃতিতে বলেন, সরকার আমাদের ন্যূনতম পে স্কেল, নিরাপত্তা রক্ষা এবং বুঁকি বীমা প্রকল্প চালু করার ঘোষণা করেছেন। এ জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের নির্বাচনের কাজে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হল।

যাঁরা নিয়োগপত্র ফেরৎ দিয়েছেন, তাঁদের তা আবার নিয়ে নির্বাচনের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য শ্রীখাঁড়া অনুরোধ জানান।

ভোট নির্ঘন্ট

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ—আগামীকাল রবিবার তিনটি রাজ্যে এবং দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নিম্নলিখিত ৩২টি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন হবেঃ

জম্মু ও কাশ্মীর—জম্মু, বরমুলা (আংশিক)।

মহীশূর—রায়চুর, কোপ্পাল, বেলারী চিত্রদুর্গা, মধুগিরি, কোলার (তপঃ), হোসকোট, বাঙ্গালোর, মানান্ডিয়া, মহীশূর, মঙ্গলোর, শিমোগা, ধারওয়ার উত্তর ও বাগালকোট।

তামিলনাড়ু—বন্দীবাস, কুড্ডালোর, মেত্তুর, তিরুচেনগোর, কয়েমবাটোর, গোবিচেট্টিপালায়ম, পেরিয়াকুলম, দিন্ডিগুল, মাদুরাই, পেরামবালুর (তপঃ), কুমবাকোনম, নাগপট্টিনাম, তানজাবুর।

মনিপুর—ভিতর মনিপুর।

ত্রিপুরা—দুটি কেন্দ্রে।—ইউ এন আই

MARCH

SUN	MON	TUES	WED	THUR	FRI	SAT
~~1~~	~~2~~	~~3~~	~~4~~	~~5~~	~~6~~	
7	8	9	10	11	12	13

তিন দিন পরে ভোট

নির্বাচিত-নির্বাচনী

পুণা থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, শনিবার অন্তত দশটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে মহিলারা নারকেল ভেঙ্গে এবং মিষ্টান্ন বিতরণ করে ব্যালট বাকসের পুজা করেন। নারী ও পুরুষের অনেকেই ভাল পোষাক পরে ভোট দিতে যান।

*

বোমবাই-এর লালবাগ এলাকায় ৭৫ বৎসর বয়স্কা এক বৃদ্ধাকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনগণ খাটিয়ায় করে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে নিয়ে যান। পোলিং অফিসাররা ঐ বৃদ্ধাকে ভোট দানের ব্যাপারে সাহায্য করেন।

*

৫ মার্চ তারিখে পাতিয়ালার লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রে সামান্য মহকুমার একটি গ্রামের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে কোন ভোটারই ভোট দিতে যাননি। সরকার এবং কোন দলই ঐ গ্রামের উন্নয়নের ব্যাপারে কিছু করেননি বলে তার প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা ভোট দেননি।

*

৫ মারচ তারিখে হরিয়ানার মহেন্দ্রগড় লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রের একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র থেকে একজন লোক ব্য

অন্যান্য চিত্রগৃহে

রূপায়ন সেনেমা ৪৫-২৭৩৬ ২, ৫, ৮টা
প্রথম কদম ফুল

শ্যামলী ৬৭-২৩৫৮ ১, ৪, ৭টায়
ধুলি কা ফুল

যোগমায়া হাওড়া ৬৭-২১২৭ ১॥, ৪॥, ৭টা
প্রথম প্রেম

জয়া ৫৭-৩৯৩৬ বাতায়িত ১, ৪, ৭টায়
নবরাগ

জেম প্রত্যহ বেলা ১১-৩০টায় অশোককুমার, সুনীল দত্ত নূতন
মেহেরবান (রঙীন)

রূপম ফোন : ৩৪-৪৩৯৭ ১, ৪, ৭টায়
জীবন মৃত্যু (হিন্দি)

বিনোদিনী বাগবাইআটি ১, ৪ ৭টা
প্রথম কদম ফুল

পূরবাশা ৪৬-২৩৩২ ১, ৪।, ৭॥
ব্রহ্মচারী

রাধাশ্রী (খোতায়িত) দমদম ৫৭-৩৩০০ ১॥ ৪॥ ৭॥টা
মন কা মীত

উজ্জলা প্রত্যহ বেলা ১২টা মমতাজ, মধুমতি
গোল্ডেন আইজ (রঙীন)

অশোকা বেহালা ৪৫-৪০১২ ১২॥ ৩॥ ৬॥
নবরাগ (৫ম সপ্তাহ)

অলকা ৬৭-২০২৭ আজ সকাল ১০টায়
CRIME-UNDER-WATER (A) (রঙীন)

নারায়ণী তাপনিয়ন্ত্রিত ৫৬-৩৩৩৮ ১॥ ৪॥ ৭॥টা
ইন্তেকাম

পার্বতী হাওড়া ৬৭-২৮১২ ১২॥, ৩॥ ৬টা
প্রতিবাদ (২য় সপ্তাহ)

সুরশ্রী ৩৫-৩৮৩৬ ১২ ৩ ৬
রাজকন্যা (উত্তম রীণা)

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫০ ১২, ৩, ৬
নবরাগ ৪র্থ সপ্তাহ

৪র্থ সঃ বহু বছরের ব্যবধানে বহু প্রশংসিত ছবি
ওয়াহীদ রেহমান · রাজেশ খান্না
খামোশী
পরিচালনা : অসিত সেন
সঙ্গীত : হেমন্তকুমার
রশ্মি প্রত্যহ ৩, ৬, ৯ ও অন্যান্য

নব নব সপ্তাহ !
আরো বেশী উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সামনের দিকে প্রগিয়ে চলেছে
দেব আনন্দ · হেমা মালিনী · প্রাণ অভিনীত
জনী মেরা নাম
জ্যোতি - বুলবুল - বসুশ্রী
২, ৫।, ৮॥ ২, ৫।। ৮॥ ২, ৫।। ৮॥
পূরবী - পার্কশো - প্যারাডাইস
২, ৫।, ৮॥ ২।। ৫॥ ৯ ২। ৫।। ৮॥
পি-সন - অলকা (১, ৪।, ৭।।) - নিউ সিনেমা (আসানসোল) · গ্র্যান্ড (কটক) · রজাক (রৌরকেলা) · জয় হিন্দ (ডেহরি-অন-শোন) এলফিনস্টোন (পাটনা) ● রবিবার বেলা ১০-৩০টায় বুলবুলে অতিরিক্ত প্রদর্শনী

—সর্বকালের সর্বাজসুন্দর ছবি—
জিতেন্দ্র · হেমা মালিনী · মেহমুদ অভিনীত
ওয়ারিশ
(ইস্টম্যান কলর)
জেম : অপেরা : উত্তরা
২৮, ৫৮, ৮॥ ২॥, ৫৮, ৯টায় ১২, ৩, ৬
সুরশ্রী (বাউড়িয়া)
রবীতা ও জিতেন্দ্র অভিনীত
ফর্জ
প্রিয়া : স্বপ্না (আব্দুল)
প্রত্যহ ও জিতেন্দ্র অভিনীত
জিগরী দোস্ত
ইণ্টালী : নবভারত : চলচ্চিত্রম্

রঙমহল
ফোন ৫৫-১৬১৯
আজ : ২॥ ও ৬টায়
কাল : ২॥ ও ৬টায় ● বৃহ ও শনি : ৬টায়
মনোজ মিত্রের
বাবাবদল
শ্রেঃ জহর রায়, হরিধন, অজিত, মৃণাল, অমরনাথ, রত্না, ইন্দিরা, সাধনা ও সরযূ দেবী

বিশ্বরূপা
—ফোন— ৫৫-৩২৬২
আজ এবং কাল ২॥ ও ৬টায়
শেষ ২০টি অভিনয়
রোমেনী বিশ্বাস
রাসবিহারী সরকার
শ্রেষ্ঠাংশে : জয়শ্রী সাবতাব্রত সতা কাণিকা তরুণ, গোবিন্দ, নিমু এবং শেখর ও অনুপ

ষ্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত : ১৮৮৩ * ফোন : ৫৫-১১৩৯
নতুন নাটক !
সীমা
আজ : ২॥ ও ৬টায়
কাল : [মহরম] : ২॥ ও ৬টায়
বৃহস্পতি : ৬টায় ● শুক্র [দোল] : ৬টায়
॥ রচনা ও পরিচালনা ॥
দেবনারায়ণ গুপ্ত
দৃশ্য ও আলো : অনিল বসু
সুর : কালীপদ সেন
গান : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপসজ্জা : ফরহাদ হোসেন
॥ রূপায়ণে ॥
অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, সন্তোষ চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, বাসন্তী চট্টো, সুখেন দাস, পঞ্চানন ভট্টা, দীপিকা দাস, কল্পনা মুখো, কালিদাস গাঙ্গুলী, মেনকা দাস, শৈলেন মুখো, করুণ বন্দ্যো, সুশীল চক্র, প্রিয়া চট্টো, কুমারী বিন্কু, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা

আজ ও এ মাসের প্রতি রবিবার
"এবং ইন্দ্রজিৎ"-এর পরে শৌভনিক-এর নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা
মলাটের রঙ মুহূর্ত
যুগান্তর—২১।১।৭০
কাল—পাতা ঝরে যায় / এরা কারা

সময়ের পরিবর্তন—১২, ৩, ৬টা
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত **নবীনা**
প্রিন্স আনোয়ার সা রোড (রসা রোড)
"প্রতিবাদ"
বিশ্বজিৎ — মৌসুমী

ছায়া
—এখন চলিতেছে— ২, ৫ ও ৮টা
সুনীল দত্ত, সায়রা বানু, কিশোরকুমার ও মেহমুদ অভিনীত
পড়োশন
(ইস্টম্যানকলর)

১৫শ জনপ্রিয় সপ্তাহ !
রামানন্দ সাগরের
গীত
ইস্টম্যানকলর
সংগীত : কল্যাণজী আনন্দজী
হিন্দ (২, ৫।, ৮॥টা) **ছায়াবাণী** (রাজপুর, ৭ম)
মোহন (হরিপাল, ৫ম) — অনন্ত টকীজ (তেজপুর, ৩য়) — অরুণ টকীজ (রাণীগঞ্জ, ৩য়) - শ্রীকৃষ্ণ (লালাবাজার, ২য়) - আনন্দ সিনেমা (নলবাড়ী, ২য়) — কমলা টকীজ (রাঙ্গাপাড়া, ২য়) — অপ্সরা (রাউরকেলা) গেইটী টকীজ (সম্বলপুর) — বালাসোর টকীজ (সম্বলপুর) - লক্ষ্মী টকীজ (পুরী)

মিনার্ভা — ৩, ৬ ও ৯টা
কলম্বিয়া পিকচার্সের নিবেদন
There weren't supposed to be any more surprises in their lives.
COLUMBIA PICTURES Presents
ANTHONY QUINN / INGRID BERGMAN
in • STERLING SILLIPHANT = CUT CHEEN PRODUCTION
A Walk in the Spring Rain
GP
(ইউ)

আদড়াহাটী শিলনীর উদ্যোগে **যাত্রানুষ্ঠান**
২৭শে ফাল্গুন অম্বিকা নাট্য কোং-এর "জিঘাংসা" বা "মগের মুলুক"
২৮শে ,, আর্য অপেরার "দেবদাস"
২৯শে ,, ভারতী অপেরার "মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য সেন"
স্থান—আদড়াহাটী বোর্ডিং প্রাঙ্গণ, বর্ধমান
(সি ৯৬৬৪)

আজ ও এ মাসের প্রতিটি রবিবার বেলা ৫টায়
বহুরূপীর নতুন নাটক
এ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে
পাগলা ঘোড়া
নাটক : বাদল সরকার ॥ মঞ্চ : খালেদ চৌধুরী
আলো : তাপস সেন
আবহ : অশোকতরু, বন্দ্যোঃ
নির্দেশনা : শম্ভু মিত্র
অভিনয়ে : কুমার রায় ॥ কালীপ্রসাদ ঘোষ দেবতোষ ঘোষ ॥ শান্তি দাস ॥ শাওলী মিত্র রমলা রায় ॥ নমিতা কুমার ॥ তাপ্তী গুপ্ত
● হলে টিকিট আজ সকাল ১০টা থেকে অন্য দিন বেলা ২টো থেকে সন্ধ্যা ৭টা ●
(অপ্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে আনবেন না)

—১০ম জনপ্রিয় সপ্তাহ—
হরপার্বতী
আলেয়া ২-৫ ৮ ও অন্যত্র

ভবানী —প্রত্যহ— ২, ৫ ও ৮টা
নাসির হোসেনের সঙ্গীতবহুল রহস্যচিত্র
তীসরি মঞ্জিল
ইস্টম্যান কলর
শাম্মী কাপুর · আশা পারেখ · প্রেমনাথ
ছেলেন ● নির্দেশনা—বিজয় আনন্দ

রোমাঞ্চিত উত্তম-সুচিত্রার
মরুতীর্থ হিংলাজ
পরিচালনা : বিজয় বসু
সঙ্গীত : হেমন্ত মুখার্জী
প্রত্যহ : ১২টা • ৩টা • ৬টা • ৮-৪৫
মিনার : বজলী · ছবিঘর
অশোকা (৫) · শ্যামাশ্রী (৫) · জয়া

অসামান্য প্রণয়ের
৩য় দীপ্ত সপ্তাহ !
আশা পারেখ · উত্তেন্দ্র · নবরাজ সাহানী
নয়া রাস্তা
পরিচালনা খালিদ আখতার
(পূর্ব নাম 'ভারতী')
ওরিয়েণ্ট : ম্যাজেস্টিক : কৃষ্ণা
(২।, ৫।, ৮॥) (৩, ৬, ৯) (২॥ ৫॥ ৮॥)
শ্রী : ইন্দিরা : গণেশ
(১২, ৩ ৬) (৩, ৬, ৯) (৩, ৫৮, ৮॥)
ধাতুনমহল ও অন্যত্র
(ম্যাজেস্টিক : কাল সকাল ১১টায় আনমোল ঘড়ি)

রাধাচরণ স্মৃতি পাঠাগারের সাহায্যার্থে সারারাত্রব্যাপী **বিচিত্রানুষ্ঠান**
তারিখ : ২৭শে মার্চ, ১৯৭১
—অংশ গ্রহণে—
মান্না দে, সন্ধ্যা মুখার্জি ললিতা ধর চৌধুরী, পূর্ণদাস
মন্টু ভট্টাচার্য, সুনীল গাঙ্গুলী, শিবনাথ দাস, পণ্ডিত রমেচৌধুরী, রাধাকান্ত নন্দী, মুরারি দে, সুবীর ব্যানার্জি, সুখময় রায়
স্থান—আপার হরনাথপুর রোড, ভদ্রকালী (উত্তরপাড়া)
—শ্রীমিহির ধর চৌধুরীর সৌজন্যে—
(সি ৯৬৭৭)

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম
আজ : নতুন প্রদর্শনী
হিন্দী : বেলা ১০টা, ১২-৩০টা, ২টা ও রাত্রি ৮টা
বাংলা : বেলা ১১টা ও বিকাল ৫টা
ইংরাজী : বেলা ৩-৩০টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা

আজ কেবলমাত্র ৩টায়
অঙ্গার
—নতুন নাটকের প্রস্তুতি চলছে—
মিনার্ভা থিয়েটার ৫৫-৪৪৮৯

দশ লক্ষ
দর্শক এযাবৎ এ ছবি দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন.....
এ যুগের শ্রেষ্ঠ ছবি !
কলামন্দিরের
এখানে পিঞ্জর
পরিচালনা যান্ত্রিক
জন-সমাদৃত ৭ম সপ্তাহে !
প্রত্যহ বেলা ১২, ৩-১৫ ও ৬-১৫
রূপবাণী : ভারতী : অরুণা
স্বপ্না (৩য়) অন্নপূর্ণা (৩য়—প্রত্যহ ১-৪৫

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তার, সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
আজ ২॥টে ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮—১৮ই নান্দীকারের অভিনয় বন্ধ

আজ
তরুণ অপেরার
নেপোলিয়ান
স্থান : উচালন ॥ ৫৫-৭১২১

বসুশ্রী শীতাতপনিয়ন্ত্রিত আজ সকাল ১০-৩০
Glenn Ford — Cardlyn Jones - - -
"HEAVEN WITH A GUN"
রঙীন
অসাধারণ ছবি। চূড়ান্ত Gunfight !

প্রভাত প্রত্যহ—২॥, ৫॥, ৯ জেমিনীর নূতন প্রিন্ট
পয়গাম
শ্রেঃ দিলীপকুমার, বৈজয়ন্তীমালা, রাজকুমার
পূরবী প্রত্যহ—২॥, ৫॥, ৮॥ জেমিনীর
ইনসানিয়াৎ
শ্রেঃ দিলীপকুমার, দেবানন্দ, বীণা রায়

জনপ্রিয় ৩য় সপ্তাহ !
শশী কাপুর ॥ নন্দা ॥ রাজেন্দ্রনাথ
রঙ্কীনা ফরো
প্যারাডাইস ৩, ৬, ৯টা
রূপকথা (আসানসোল) ও অন্যত্র

উদয় শঙ্কর ইণ্ডিয়া কালচার সেণ্টার
১৯৭১ সালে ভর্তি
বুধবার, শনিবার বিকাল ৫টা—রাত্রি ৮টা এবং রবিবার সকাল ৯—১১টা পর্যন্ত ম্যাক্সমুলার ভবন, ৮ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৯ ঠিকানায় (ফোন ৪৬-৮৬৫৫, সকাল ৮—১১টা) ভর্তি করা হবে।

লক্ষ লক্ষ লোক উপন্যাসটি পড়েছেন.....লক্ষ লক্ষ লোক গানটি শুনেছেন এখন লক্ষ লক্ষ লোক ছবিটি দেখবেন
হোলির দিন শুক্রবার ১২ই মার্চ অরুণ
বৃহস্পতিবার ১১ই মার্চ থেকে অগ্রিম টিকিট বিক্রি
শক্তি ফিল্মস এর
কটা পতঙ্গ
আশা পারেখ · রাজেশ খান্না
পরিচালনা শক্তি সামন্ত
সংগীত রাহুল দেব বর্মণ
প্যারাডাইস

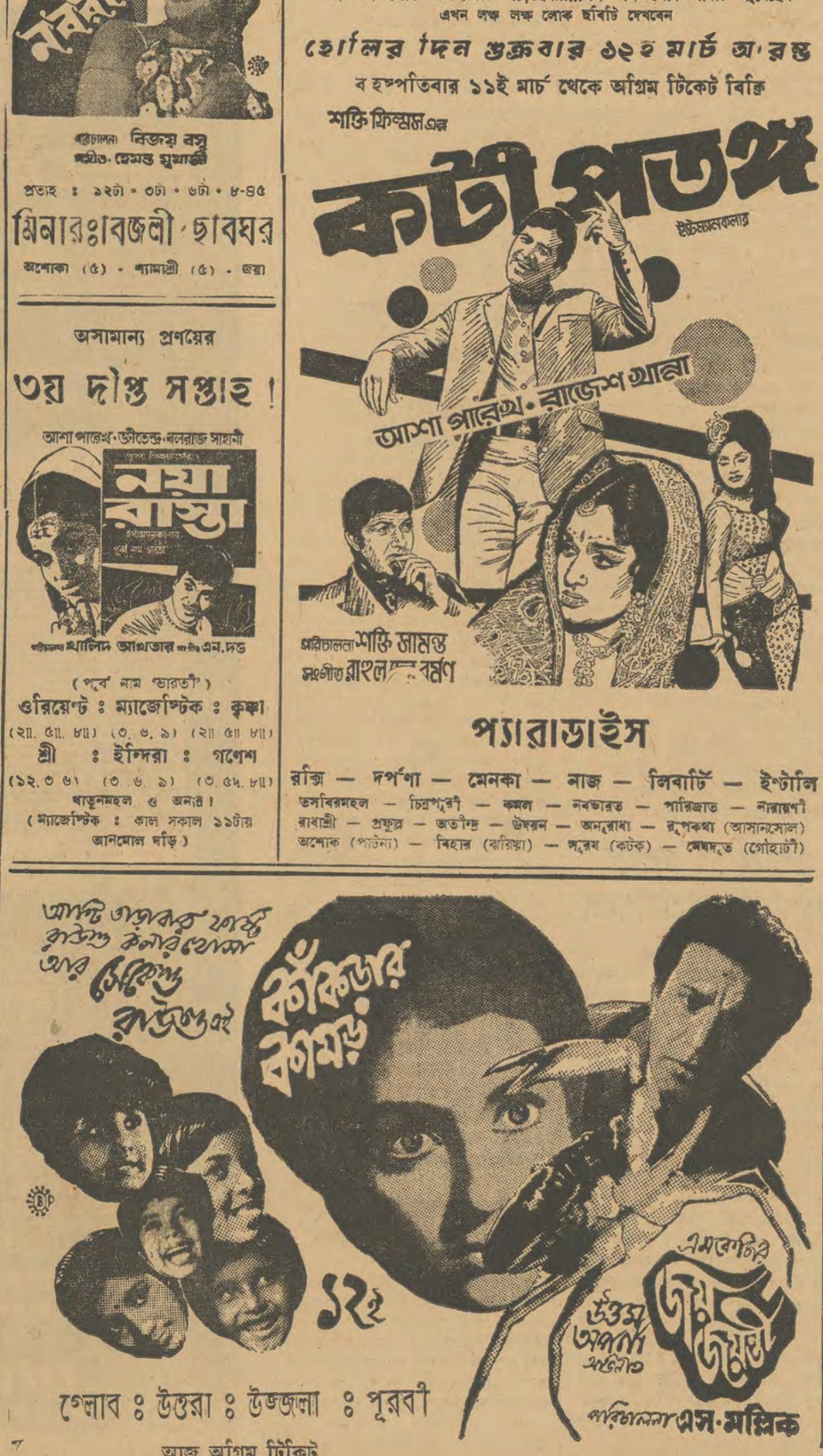

গ্লোব : উত্তরা : উজ্জলা : পূরবী
আজ অগ্রিম টিকিট

ট্রেন থেকে শিল্পকর্ম চুরি
স্টাফ রিপোর্টার
বৃহস্পতিবার রাত্রে বিশিষ্ট মাসটার ক্রাফটসম্যান শ্রীপূর্ণেন্দু ভট্টাচার্যের বাঁশের তৈরি কিছু শিল্পকর্ম ও সার্টিফিকেট খোয়া গিয়েছে।
প্রকাশ, সেমিনার ও প্রদর্শনী শেষে রাত্রে তিনি শিয়ালদহ থেকে ১২৪ নম্বর ডাউন ডায়মনডহারবার লোকালে ট্রেনে বাড়ি ফিরছিলেন। ট্রেনটি ছাড়ার আগে তাঁর কামরার কাছে আওয়াজ হয়। তার আগে কয়েকজন যুবক পাশেই ঘোরাফেরা করছিল। শ্রীভট্টাচার্য কৌতূহলবশত বাইরে তাকান। তিনি অভিযোগ করেন, ওই যুবকদেরই একজন তাঁর সার্টিফিকেট ও বাঁশের তৈরি নানা জিনিসের বাকসটি নিয়ে চলে যায়। তিনি এ নিয়ে রেল পুলিশের কাছে অভিযোগ পেশ করেছেন।

নির্বাচনের পরে যাত্রার আসরের আকর্ষণ
নাট্যভারতী
থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টি : ২৪-৩২৬৯ (১০৭ শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫)
* বিনয় - বাদল - দীনেশ *
* বাঁচার লড়াই * অভিসারিকা *
* সংগ্রামী মানুষ *
নায়েকদের সুবিধার্থে ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও শিয়ালদহের নিকট ৩৮এ ক্লীক রো, ফোন : ২৪-৩২৬৯এ সাময়িক অফিস। অবিলম্বে বায়নার জন্য যোগাযোগ করুন।
কুলটি গ্রামে (পাণ্ডুয়ার নিকট)
আজ—বাঁচার লড়াই
কাল সোমবার—বিনয়-বাদল-দীনেশ

CLT Puppets
ABAN MAHAL 46-1200
পাপেট শো 'আলাদীন'
রবিবার বেলা ৩টায়
টিকেট : আজ ৯॥ থেকে

১০০ দিন নামকরা তারকাদের মোহন সায়গলের জবাব চলছে
রিগ্যাল (জামসেদপুরে)
মহাবীর (দিগওয়াদিতে)
শাওন ভাদো
—এখন ৬ষ্ঠ সপ্তাহে—
সোসাইটি— ২-৩০, ৫-৪৫, ৮-৪৫
গ্রেস — ২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০
শৈলশ্রী - রূপশ্রী - মেঘদূত (গৌহাটি)
—২ সপ্তাহ — শান্তি (কদমতলা)

বীণা প্রত্যহ ১, ৪-৩০ এবং ৭-৪৫টা
নাসির হুসেনের সংগীতমুখর রোমান্স
যব প্যার
কিসি সে হোতা হ্যায়
দেবানন্দ, আশা পারেখ ও প্রাণ
শ্রীকৃষ্ণ (জগদ্দল)
রবীতা নাজিমা ডোলি রাজেশ খান্না

এক সপ্তাহের জন্য সাড়ম্বর পুনঃপ্রদর্শন
সায়রাবানু · জয় মুখার্জি অভিনীত
শাগির্দ
উজ্জলা
প্রত্যহ ৩টি শো

কালিকা
(২।, ৫।, ৮॥)
দশ লাখ
[ইস্টম্যান কলার]
● সঞ্জয় ॥ রবিতা ॥ হেলেন

সর্বাধিক আনন্দ-ঘন চিত্রের পুনঃপ্রদর্শন
ইন্তেকাম (রঙীন)
শ্রেঃ সাধনা - সঞ্জয় - অশোককুমার
মিত্রা : রূপালী : পুষ্পশ্রী
২, ৫, ৮ ২॥, ৫॥, ৮॥ ১২॥, ৩, ৮॥

বিশ্বজিৎ অনবদ্য !

রাধা ● পূর্ণ ● প্রাচী
(২, ৫, ৮) (২॥, ৫৮, ৮৮) (২, ৫, ৮)
নবীনা পদ্মশ্রী ॥ সুচিত্রা ॥ পার্বতী
(১২, ৩, ৬টা) মায়া ॥ মায়াপুরী ॥ জ্যোতি মানসী ॥ কৈরী ॥ রমা ॥ গৌরী ॥ নৈহাটী সিনেমা ॥ বাটা সিনেমা ॥ রূপমহল ॥ অনুরাধা
সকালে : পূর্ণতে
THE SCORPIO LETTERS
—মিলি পিকচার্স রিলিজ—

চিত্রপ্রদর্শনী

এনডরুজের আঁকা ছবি

দীনবন্ধু এনডরুজের শিল্পসাধনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। অথচ তিনি ছিলেন কবি ও চিত্রশিল্পী। সম্প্রতি তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শান্তিনিকেতন কলাভবনে আয়োজিত চিত্রপ্রদর্শনীতে তাঁর শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া গেল। প্রথম শান্তিনিকেতন-পরিদর্শন প্রসঙ্গে গুরুদেবকে লেখা এক চিঠিতে এনডরুজের শিল্পচর্চার কথা আছে। শান্তিনিকেতনের নৈশকালীন নিসর্গ-শোভায় মুগ্ধ এনডরুজ লিখছেন, দুটি তালগাছের ফাঁক দিয়ে রঙিন কুয়াশা-জড়ানো নতুন চাঁদ উঁকি দিচ্ছে—কী যে চমৎকার শোভা সেদিন আমি দেখেছি, তার বর্ণনা চলে না। তাড়াতাড়ি সেটিকে রঙ দিয়ে আঁকার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। স্কুলে যে-ছেলেটি ড্রইং শেখায়, তার কাছ থেকে খুব সাধারণ একটি কাগজ জোগাড় করে, একটি ছোটো ছেলের রঙের বাক্স নিয়ে আঁকতে বসে গেলাম। এসব সামান্য জিনিস দিয়ে আঁকা সত্ত্বেও যখন সেই দৃশ্যের ঠিক ঠিক ব্যঞ্জনাটি আনা গেল, তখন আর আমার আনন্দের সীমা রইল না।
এই আনন্দলাভই ছিল দীনবন্ধুর শিল্পসাধনার উদ্দেশ্য—মহৎ শিল্পী হবার বাসনা তাঁর ছিল না। অবশ্য মহৎ শিল্পী হতে গেলে যে-পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সময়ের প্রয়োজন, তা-ও এনডরুজের ছিল না। তবু যথার্থ শিল্পীর আবেগ ও অনুভূতি তাঁকে শিল্পকর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে। যখন-ই সুযোগ আর অবসর পেয়েছেন, তখন-ই কাগজ-পেনসিল-রঙ-তুলি নিয়ে বসেছেন। তাঁর শিল্পসৃষ্টির অধিকাংশই স্কেচ। আরো লক্ষ্যণীয় এই, খ্রীস্টান সন্ন্যাসীর আঁকা অধিকাংশ স্কেচের বিষয়বস্তু হলেন বুদ্ধদেব। মনে হয়, জাভা ভ্রমণকালে বোরবোদুরের বৌদ্ধ শিল্প নিদর্শন পথিক শিল্পীকে প্রেরণা জুগিয়েছিল—যার ফল এই সুন্দর স্কেচগুলি। দীনবন্ধুর রচনায় শিশুসুলভ সরলতা ও সুগভীর আন্তরিকতার প্রকাশ দেখি। তার নিদর্শন ভাল রঙে আঁকা সূর্যোদয়ের ছবি। এনডরুজ-অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের রঙিন প্রতিকৃতিটিও শিল্পীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় দেয়। রবীন্দ্রনাথ এনডরুজকে 'যথার্থ খ্রীস্টান' বলে অভিহিত করেছেন। সেই এনডরুজ-অঙ্কিত প্রতিকৃতিতে রবীন্দ্রনাথের মুখের উজ্জ্বল দীপ্তি ও অতীন্দ্রিয় চাউনি যীশুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া দীনবন্ধুর শিল্প-রচনাগুলির মধ্যে বুদ্ধদেব, বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি, অমিতাভ, বোরবোদুরের তোরণ, ছাদ, ছাদে উপবিষ্ট বুদ্ধদেব, তালগাছ, নিসর্গ-চিত্র প্রভৃতি দর্শকদের আকৃষ্ট করে।
এই প্রদর্শনীতে চারখানি দীনবন্ধুর প্রতিকৃতি ছিল—তিনখানি অবনীন্দ্রনাথের ও একখানি নন্দলালের আঁকা। আর ছিল 'ত্রয়ী'—অবনীন্দ্রনাথের আঁকা সেই ছবিটি—যাতে গুরুদেব, মহাত্মাজী ও তাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধু 'চারলি' একত্রে বসে আছেন। ঐ তিন মহাজীবনের মিলনের সাক্ষাররূপে ছবিটির ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

—পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আইন-আদালত

পোলিং অফিসার নিয়োগে বৈধতার প্রশ্ন অগ্রাহ্য

পোলিং অফিসার নিয়োগের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে শ্রী আর পি রায় ও আরও কয়েকজন কলকাতা হাই-কোরটে যে আবেদন করেছিলেন বিচারপতি শ্রী এ কে সেন তা অগ্রাহ্য করেছেন। শ্রীরায়ের অনুকূলে ইতিপূর্বে যে রুল জারি করা হয় শনিবার বিচারপতি শ্রীসেন তা খারিজ করে দেন।
রায়দান প্রসঙ্গে বিচারপতি সংশ্লিষ্ট আইন ও সংবিধান পর্যালোচনা করে বলেন, আইনের ২৬নং ধারায় নিযুক্ত ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই একতরফা ভাবে পোলিং অফিসার ও প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীহেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে দুজন আটক

শ্রীহেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত অভিযোগে ধৃত প্রবাল দেব ওরফে গুণ্ডা এবং অশোক ঘোষালকে শনিবার আবার অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়েছিল। ম্যাজিসট্রেট স্বাসামী দুজনকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত জেল হাজতে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন।

অনন্ত সিংহের মামলা

বিভিন্ন ডাকাতির অভিযোগে অনন্ত সিংহ ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে যে মামলা চলছে আলিপুরে চতুর্থ ট্রাইব্যুনালে জজ শ্রী এস এন দাসের আদালতে আবার তার শুনানী ওঠে। স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীপ্রকাশ ঘোষ জানান, অসুস্থ দুজন ছাড়া আর সকলকেই আদালতে হাজির করা হয়েছে। তিনি জেল পলাতক চারজনের নামে পরওয়ানা জারির প্রার্থনা জানান।
পরবর্তী শুনানী ২০ মারচ।

শেয়ার বাজার কিছুটা চাঙ্গা

৬ মারচ—অদ্য কলকাতায় প্রায় সব বিভাগেই কিছুটা চাঙ্গাভাব দেখা যায়। তবে লেনদেন কম হয়েছে।
বাজার খোলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেল :—
ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত
ছাতে ডেলিভারি : বিড়লা জুট ২০।২৫ ২০।৩০; ডানলপ ইনডিয়া ৩৬।৯৫ ৩৬।৮৫; গেসটকিন উইলিয়ম ৩১।৪৫ ৩১।৮০; ইনড আলুঃ ৩৭।৬০ ৩৭।৬৫; ইনড কেবল ১৬।৪৫ ১৬।৫৫; ইনড কপার ৩।৯০ ৪।১০; ইনডিয়ান আয়রন ১০।৯০ ১১।২৫; জে কে কটন ১০।৩০ ১০।৪৫; ওরিয়েনট পেপার ৩৭।৩০ ৩৭।৩৫; রোটস ইনড ৬।৩৫ ৬।৪০; টেকসঃ মেসিঃ ৯।৯৫।

চট ও থলের বাজার কিছু নরম

৬ মারচ—উক্তর পর্যায়ে বিক্রির চাপে আজ কলকাতায় চট ও থলের বাজারে কিছুটা নরমভাব দেখা দেয়। বিদেশী লেনদেনের খবর নেই। বাজার বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেল :—

	মারচ	এপ্রিল এঃ—জুঃ
৪০-৭৯	৬৪।৫০	৬৪।৫০ ৬৪।৭৫
৪০-১০	৮৪৲	৮৪৲ ৪৪।২৫
বি-ট্যুইলস	২৫৭।৫০	২৫৮৲ ২৫৯৲

আসাম বিধান সভায় বাজেট অধিবেশন ৯ মারচ

শিলং, ৫ মারচ—আসাম বিধান-সভার বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে আগামী ৯ মারচ। ওই দিন রাজ্যপাল শ্রী বি কে নেহরু ভাষণ দিবেন। ১২ এপ্রিল থেকে ৯ দিনের জন্য আসামের জাতীয় 'বিহু উৎসবের' জন্য অধিবেশন বন্ধ থাকবে। ২১ এপ্রিল থেকে অধিবেশন পুনরায় শুরু হবে। বিধানসভার অধিবেশন ১৮ মে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী হয়ে যাবে।

—পি টি আই

আজ বিহারের ৪৫টি কেন্দ্রে আবার ভোট

শুক্রবার পাটনায় সংঘর্ষে কয়েকজন আহত

পাটনা অফিস

৬ মারচ—গতকাল দাঙ্গাহাঙ্গামার দরুন পাটনা লোকসভা আসনের সাতটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট নেওয়া বাতিল করে দিতে হয়। জনসঙ্ঘ, সি পি আই এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা ছুরি, লাঠি প্রভৃতি নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পাটনা শহরে এক-জন জনসঙ্ঘ ও একজন সি পি আই কর্মী ছুরিকাহত হন।

ইউ এন আই জানাচ্ছেন : আগামী-কাল বিহারের মোট ৪৫টি কেন্দ্রে আবার ভোট নেওয়া হবে। গতকাল পাটনার ৭টি সমেত বিহারের মোট ১৭টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট নেওয়া বন্ধ রাখা হয়। অন্যগুলি নওয়াদা, জয়নগর, বিক্রমগঞ্জ, জেহানাবাদ ও মজঃফরপুর সংসদীয় কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত।

গতকালও সশস্ত্র লোক কয়েকটি অঞ্চলে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে চড়াও হয় এবং ভোটপত্র ছিনিয়ে নিয়ে পালায়।

জতেপুর গ্রামে একজন দুষ্কৃতকারী বন্দুক থেকে গুলি করে। আর একটি ঘটনায় একজন বোমায় আহত হয়।

আরও কয়েক জায়গায় ছোটখাটো সংঘর্ষ বাধে। কিন্তু পুলিশ এসে পড়ায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে।

পি টি আই জানাচ্ছেন, গতকাল নওয়াদায় বালিয়াড়ি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের কাছে ভোটারদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য কয়েকজন দুর্বৃত্ত বোমা নিক্ষেপ করে। এতে জনতা পার্টির ২ জন সমর্থক আহত হয়।

গজরাচাতার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের কাছে একজন প্রার্থীর সমর্থকগণ গুলিবর্ষণ করলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ২ জন সমর্থক আহত হয়। রেওয়ার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একজন জনসঙ্ঘ সমর্থক ছুরিকাহত হন।

বাগোদার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে প্রচণ্ড ইট-পাটকেল বিনিময় হয়। ৬ জনেরও বেশি লোক আহত হয়েছে। কিছুক্ষণের জন্য এখানে ভোটগ্রহণ স্থগিত রাখা হয়। পরে ভোটগ্রহণ শুরু হয়।

নব কংগ্রেসের মিছিল থানার সামনে বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার

পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদে শনিবার নব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি মিছিল শনিবার সকালে জোড়াসাঁকো থানার সামনে কিছুক্ষণের জন্য বিক্ষোভ দেখান। থানার ওসির কাছে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়।

ও-সি শ্রীঅমিয় মুখার্জি জানান, ওই স্মারকলিপি তিনি যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবেন। একটি প্রতিনিধি দল তাঁর সঙ্গে দেখা করে সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশ নব কংগ্রেস সমর্থকদের গ্রেফতার করছে অথচ "সি পি এম-এর গুণ্ডারা" ঘুরে বেড়াচ্ছে। মিছিলে 'পুলিশ জুলুম চলবে না" ধ্বনি দেওয়া হয়!

সেণ্ট মেরিস্ ট্রেনিং বিভাগের কৃতিত্ব

শ্রীমতী প্রণতি দাস (হাজরা)

সেণ্ট মেরিস্ ট্রেনিং বিভাগের ছাত্রী শ্রীমতী প্রণতি দাস শতকরা ৮৮·৭ নম্বর পেয়ে সমগ্র পশ্চিম বাংলায় প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করেছে। তার এই কৃতিত্বের জন্য তাকে বঙ্গীয় নারী শিক্ষা পরিষদ থেকে একটি পদক উপহার দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই যথাক্রমে : বাসন্তী চৌধুরী দ্বিতীয় স্থান, স্মৃতি সর্দার তৃতীয় স্থান, সিস্টার জেরার্ডিন চতুর্থ স্থান, সিস্টার এবমিনিয়া, সিন্ধ্যা ডিন্‌ডা ও সুনন্দা দাস বিশ্বাস ৫ম স্থান, প্রতিমা নিয়োগী নবম স্থান, পিয়া গুপ্ত দ্বাদশ স্থান, সবিতা গমেশ ত্রয়োদশ স্থান ও রোজ মেরী গমেশ চতুর্দশ স্থান অধিকার করেছে।

এই বিভাগ থেকে মোট ৫৬ জন পরীক্ষার্থিনী পরীক্ষা দেয়। তার মধ্যে ৪১ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। কেউ অনুত্তীর্ণ হয়নি।

সেণ্ট মেরিস্ ট্রেনিং বিভাগটি ৫৯ বৎসরের পুরোনো শিক্ষণ শিক্ষিকা প্রতিষ্ঠান। প্রতি বৎসরই এই বিভাগ থেকে ছাত্রীরা ভাল ফল করে। তবে এই বৎসর তাদের গৌরবময় ফল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। (২৪৬৬)

পোষাক শিল্পে
একটি গৌরবোজ্জ্বল নাম-
টেলার্স প্রিয়
ফোন—৩৫-২০৪৫
অনুমোদিত বিক্রেতা
বিনীর সার্টিং, স্যুটিং, সিল্ক গেঞ্জি, লুঙ্গী, বম্বে ডাইং-এর সার্টিং স্যুটিং ইত্যাদি, মফত-লালের সমস্তপ্রকার সার্টিং, স্যুটিং লালভাই গ্রুপের সমস্তপ্রকার সার্টিং, স্যুটিং, পি টি এম এলপার সার্টিং, স্যুটিং, টেরিলিন, টেরিন, টেরিকটন, সিল্ক, গরদ ও গোপালের গেঞ্জি মোজা জাঙ্গিয়া সঙ্গে মনমাতানো বাহারি পোষাক
২৪ ঘণ্টায় সমস্তপ্রকার পোষাক তৈয়ারি হয়
১৪৭, বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬
মানিকতলা বাজার

মেধা অনুসন্ধান বৃত্তি যাঁরা পেয়েছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি

জগদীশ বসু জাতীয় বিজ্ঞান মেধা অনুসন্ধান বৃত্তি প্রতিযোগিতায় এবার অর্ধেক বৃত্তিই পেয়েছেন মেডিকেল ছাত্ররা। এ ছাড়া এবারই প্রথম পরি-সংখ্যান ও উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্ররা দুটি বৃত্তি পেলেন। বিজ্ঞানমেলা অনুষ্ঠানেও জীববিদ্যার ছাত্ররা অনেকগুলি ভাল বৈজ্ঞানিক নকসা উপস্থিত করেছেন।

জাতীয় বসু জাতীয় বিজ্ঞান মেধা অনুসন্ধান বৃত্তিতে প্রথম স্থান অধিকারী শ্রীঅরূপকুমার দাস হিন্দু স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজের প্রি-মেডিকেল ছাত্র। বৃত্তিপ্রাপ্ত বাকি উনিশজন হলেন শ্রীঅরবিন্দ চক্রবর্তী, শ্রীরাজিব দেশপাণ্ডে, শ্রীসমররঞ্জন পাল, শ্রীইন্দ্রজিৎ সরদার, শ্রীরাকেশকুমার লাল, শ্রীঅঞ্জন ঘোষ, শ্রীগৌতম সাহা, কুমারী মার্গারিয়েট্টা নিগলি, শ্রীগুরু-প্রসাদ ব্যানারজি, শ্রীঅনুপকুমার মিত্র, শ্রীঅরবিন্দ পাল, শ্রীসুমনকুমার রায়, শ্রীসৌরভকান্তি দত্ত, শ্রীঅমিতাভ ঘোষ, শ্রীসোমনাথ সাহা, শ্রী ডি সী তা রা ম, শ্রীসত্যপ্রিয় ব্যানারজি, শ্রীসোমনাথ ব্যানারজি ও শ্রীসুপ্রিয় দত্ত।

বিজ্ঞানমেলায় ভাল বৈজ্ঞানিক নকসার জন্য যে সব ছাত্র পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা হলেন শ্রীদিলীপ ব্যানারজি, বানোয়ারিলাল ভালোটিয়া কলেজ, আসানসোল, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার দাস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীজয়ন্ত স্থানপতি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীরতনকান্তি ঘোষ, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ, শ্রীসমররঞ্জন পাল, মৌলানা আজাদ কলেজ, শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী, সেনটজেভিয়ারস কলেজ, শ্রীগুরুপ্রসাদ ব্যানারজি, মৌলানা আজাদ কলেজ, শ্রীঅরূপকুমার দাস, মৌলানা আজাদ কলেজ, শ্রীসৌরভ-কান্তি দত্ত, মৌলানা আজাদ কলেজ, কুমারী মহাশ্বেতা ঘোষ, রামমোহন কলেজ, শ্রীচন্দন রক্ষিত, মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা, শ্রীদেব-শংকর রায়, প্রেসিডেন্সি কলেজ, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ খান, সেনটজেভিয়ারস কলেজ, শ্রী জ গ ন্না থ ব্যানারজি প্রেসিডেন্সি কলেজ।

আজ বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্মরণে সভা

কংগ্রেস নেতা শ্রীবিজয়ানন্দ চট্টো-পাধ্যয়ের হত্যার প্রতিবাদে আজ (রবি-বার) বেলা ৩টায় হাওড়ার যোগমায়া সিনেমার পাশের মাঠে এক শোকসভা ডাকা হয়েছে। এতে উপস্থিত থাকবেন ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, অধ্যাপক হরিপদ ভারতী, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই সভায় যোগদানের জন্য দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

আজ শ্রাদ্ধ

আজ (রবিবার) শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাসভবন ৭ লক্ষ্মণ দাস লেন, হাওড়ায় তাঁর শ্রাদ্ধাদি কাজ সম্পন্ন হবে। শ্রাদ্ধ করবেন বিজয়ানন্দবাবুর ভাইপো শ্রীজয়দেব চট্টোপাধ্যায়। জয়-দেববাবুই বিজয়বাবুর মুখাগ্নি করেন।

শোক, নিন্দা

স্টেট গভরনমেনট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনেরঅ পক্ষ শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত এক বিবৃতিতে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের হত্যা-কাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীশংকরকুমার সান্যাল এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে বলেন, আসন্ন নির্বাচনে গণতান্ত্রিক মানুষকে খুন জখমের রাজনীতির সমুচিত জবাব দিতে হবে।

আদি কংগ্রেস নেত্রী শ্রীমতী আভা মাইতি এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এ রাজ্যে শান্তিরক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন।

তারকেশ্বরে মৌন মিছিল

তারকেশ্বর থেকে নিজস্ব সংবাদ-দাতা জানান, আদি কংগ্রেস নেতা শ্রীবিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য শনিবার তারকেশ্বরে একটি মৌন মিছিল বের হয় ও শোক-সভা হয়।

এ বি টি এ স্তম্ভিত

বিশিষ্ট জননেতা এবং হাওড়ার অক্ষয় শিক্ষায়তনের প্রবীণ প্রধান-শিক্ষক বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে নৃশংসভাবে হত্যা করার সংবাদে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি স্তম্ভিত। সমিতি অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতারের এবং শাস্তিদানের দাবি জানান।

ত্রিপুরায় নির্বাচনী প্রচার শেষ, আজ ভোট

আগরতলা অফিস

৬ মারচ—আগামী কাল ত্রিপুরার লোকসভার নির্বাচন। কেন্দ্রশাসিত এই রাজ্যটির জন্য লোকসভার আসন নির্দিষ্ট আছে দুটি। ত্রিপুরা পশ্চিম ও ত্রিপুরা পূর্ব। এর মধ্যে পূর্ব কেন্দ্রটি তপশিলীদের জন্য সংরক্ষিত। এই কেন্দ্রটির নির্বাচন নিয়ে বড় মাতামাতি, পশ্চিম কেন্দ্রে তেমন নয়।

পি টি আই'এর খবর : দুটি আসনের জন্য এবারে নানা দল মিলিয়ে নির্বাচনপ্রার্থীর সংখ্যা ৯ জন। পশ্চিম কেন্দ্রের জন্য ৫ জন। সর্বশ্রী অনিলকুমার সেন (নব কংগ্রেস), বীরেন দত্ত (সি পি এম), সরোজ চন্দ (সি পি আই), এইচ কে রায় বরমণ (জনসংঘ) এবং ডি বিংস (ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি)। ত্রিপুরা পূর্ব কেন্দ্রের প্রার্থীরা হলেন সর্বশ্রী আর কে দেব বরমণ (নব কংগ্রেস), দশরথ দেব বরমণ (সি সি এম), বীর-চন্দ্র দেব বরমণ (সি পি আই) এবং কিরিটবিক্রমকিশোর দে ব ব র্ম ণ (ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস)। কিন্তু এতজন প্রার্থী আসরে অবতীর্ণ হলেও নির্বাচনী আসর কিন্তু ততটা জমেনি, কারণ হিসাবে নির্বাচনী বিশেষজ্ঞদের অভিমত, রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন না হওয়াতে নির্বাচকদের মধ্যে তেমন উৎসাহ দখা দেয়নি। যদিও দেশের প্রধানমন্ত্রীসহ সর্বভারতীয় নেতারা এখানে নির্বাচনী সফর করে গেছেন।

দুটি জেলায় ১৪৪ ধারা

আমাদের আগরতলা অফিসের খবর : রাজ্যের তিনটি জেলার মধ্যে ত্রিপুরা উত্তর (৭ মারচ পর্যন্ত) ও ত্রিপুরা দক্ষিণ জেলায় (৮ মারচ পর্যন্ত) ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আগরতলা শহরে ইতিপূর্বেই এ আদেশ জারি করা হয়েছে।

রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন ১৫ মারচ

আগামী ১৫ মারচ থেকে রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হয়েছে। অধিবেশন চলবে ১৫ দিন ধরে।

মণিপুর (অভ্যন্তর) কেন্দ্রের ভোট আজ

ইমফল, ৬ মারচ—মণিপুর (অভ্যন্তর) লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রচার কাজ আজ শেষ হয়েছে। ভোট আগামী রবিবার। ৩৯৮টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৪৮। বাতিল লোকসভার সদস্য সি পি আই প্রার্থী শ্রী এম মেঘচন্দ্র সিংহ এবার এই কেন্দ্রে ছয়জন প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন। শ্রীসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে অন্যতম হলেন শ্রীএনটোমবী সিংহ (নব কংগ্রেস) ও রাজকুমার ঝলজিৎ সিংহ (আদি কং)।

—ইউ এন আই

নাগাভূমিতে নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন

কোহিমা, ৬ মারচ—আজ নাগা-ভূমির ভোট গ্রহণের শেষ দিনে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ ভোট পড়ে। নাগা-ভূমি থেকে লোকসভার একটি মাত্র আসনের জন্য ছয় দিন ধরে ভোট নেওয়া হয়। আজকের ভোট গ্রহণও শান্তিপূর্ণ ছিল।

—ইউ এন আই

দোল-মহরমে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে সরকারী আবেদন

স্টাফ রিপোরটার

দোল এবং মহরমের দিন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাজ্য সরকার বুধবার এক প্রেসনোটে জনসাধারণের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

এতে বলা হয়েছে, আগামী ৮ মারচ মহরম এবং ১২ মারচ দোল, মাঝে দশ মারচ নির্বাচন। সব মিলিয়ে সময়টা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এসময়ে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখা সকলেরই কর্তব্য।

সরকার মহরমের মিছিল নির্দিষ্ট পথ দিয়েই নিয়ে যেতে বলেছেন। দোল উৎসবের জন্য বলেছেন, আবির-গলি ছাড়া প্রকাশ্য প্রশস্ত পথে এসে যেন রঙ-পাউডারের খেলা না হয়। পোষাক পরিহিত প্রতিরক্ষা বাহিনী পুলিশ এবং সাধারণ অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের গায়েও রঙ-পাউডার না দেওয়ার কথা বলেছেন।

সরকার বলেছেন, ওই দিনগুলিতে শান্তি-শৃংখলা যাতে বজায় থাকে তা তাঁরা দেখবেন। তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়, রাজনৈতিক দল ও সমাজ নেতাদেরও এদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য তাঁরা অনুরোধ জানাচ্ছেন।

শ্রী এ কে সেন ইনডিয়ান অকসিজেন থেকে অবসর নিচ্ছেন

ইনডিয়ান অকসিজেন কিঃ-এর ম্যানেজিং ডিরেকটর শ্রী এ কে সেন আগামী ৩১ মারচ অবসর গ্রহণ করছেন। তিনি দীর্ঘ ৩২ বৎসর এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গত ১২ বছর তিনি ম্যানেজিং ডি রে ক টর ছিলেন।

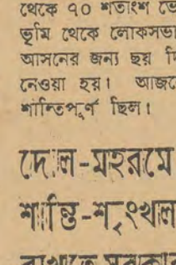

ইনডিয়ান অকসিজেনের উন্নয়নে শ্রীসেনের অবদান অসামান্য। ১৯৭০ সালে ওই প্রতিষ্ঠানে বিক্রির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা, ১৯৫৮ সালে ছিল ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা।

পাকিস্তানে গণহত্যার নিন্দায় পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিক, শিল্পীবৃন্দ

পশ্চিমবঙ্গের কিংশিষ্ট সাহিত্যিক, শিল্পীবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণহত্যার নিন্দা জানিয়েছেন। তাঁরা হলেন সর্বশ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, গোপাল হালদার, সতোষকুমার ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুভাষ মুখো-পাধ্যায় ও মন্মথ রায়।

ওই বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন : সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে যে ব্যাপক গণহত্যা সংঘটিত হল তাকে ধিক্কার দেওয়ার ভাষা আমাদের নেই। পৃথিবীর যে-কোন দেশেই এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা অনুষ্ঠিত হলে আমরা ক্ষুব্ধ হয়েছি এবং প্রতিবাদ জানিয়েছি। পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা আমাদের কাছে বিশেষ করে বেদনাদায়ক এই জন্যে যে সেখানকার লোকেরা আমাদের প্রতিবেশী এবং ভাষা ও সংস্কৃতির সূত্রে আমরা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ সেখানকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং সে-বিষয়ে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। শুধু আমরা আশা করব সেখানকার জনসাধারণের ইচ্ছা যেন রক্তস্রোতে নিমজ্জিত না করা হয়। গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের জন্যে যাঁরা আত্মাহুতি দিলেন তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা নমস্কার জানাই ও তাঁদের জন্য অন্তরের শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করি।

আসাম ইনজিনিয়ারিং ছাত্রদের দাবি আদায়ে অনশন

গৌহাটি, ৫ মারচ—এখান থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে ঝালুকবাড়ি অঞ্চলে আসাম ইনজিনিয়ারিং কলেজের ছয় শতাধিক ছাত্র গত ২৩ ফেবরুয়ারি থেকে ধর্মঘট করছেন। ছাত্ররা আজ নিয়ে দুদিন ধরে অনশনও শুরু করেছেন। ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযোগেন কালিতা আজ এখানে সাংবাদিকদের বলেন, সরকার তাঁদের দাবি না মেনে নেওয়া পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। ছাত্রদের দাবিগুলির মধ্যে আছে—শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নয়ন, স্নাতকোত্তর কোরস চালু করা প্রভৃতি।

অবাধ নির্বাচন এই রাজ্যে সম্ভব ?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্ভব কিনা। একটু ঢোক গিলে বললেও তিনি বলেছেন, "হাঁ সম্ভব।" শ্রীসেনবর্মা অবশ্য সাংবাদিক বৈঠকের শেষের দিকে মন্তব্য করেন : আমি সরকারের কাছ থেকে যা রিপোরট পেয়েছি তাতে ত মনে করছি পশ্চিমবঙ্গে অবাধ স্বাধীন নির্বাচন সম্ভব। আমি আশা করি, যতদূর সম্ভব অবাধ নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে হবে। এমনও হতে পারে যে ভোটের দিন বিহারের চেয়ে পশ্চিম বাংলায় কম গণ্ডগোল হবে।

তিনি জানান, কলকাতায় এবং দিল্লিতে অনেকেই তাঁকে বলেছেন যে, শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে। 'বাংলা দেশে প্রত্যেক বারই দেখা যায় ভোটের দিন কোনও গণ্ডগোল হয় না।'

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'ভোটদাতার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তাঁর নয়—সে দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। 'আমি ত সরকারকে বলেইছি যে এমন ব্যবস্থা করুন যাতে স্বাধীন অবাধ নির্বাচন হয়। আমি সংবাদে দেখেছি যে রাজ্য সরকারও সব ব্যবস্থা করেছেন।'

তিনি বলেন, গণ্ডগোল ত বিহারেও হচ্ছে! সেখানেও কতকগুলি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আবার ভোট নিতে হচ্ছে! পশ্চিমবঙ্গেও কয়েকটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের জন্য তেমন ব্যবস্থা করতে হতে পারে।

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার বলেন, এখনও পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দল তাঁকে জানান নি, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন বন্ধ রাখুন! 'কিছু খবর কাগজও ত বলেছে, নির্বাচন হোক!'

তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন : শ্রীজ্যোতি বসুর সেই বক্তৃতা সম্পর্কে আর কিছু করার আছে বলে আমি মনে করি না। তবে, ওই বক্তৃতা সম্পর্কে আমি কোনও মন্তব্য এখন করতে চাই না। তিনি রাজ্যপালের সাম্প্রতিক বক্তৃতা সম্পর্কেও কোনও মন্তব্য করতে নারাজ।

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার ঘোষণা করেন : পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন পরিচালনায় লোকেরও কোন অভাব নেই।

সেনবর্মার বেতার ভাষণ

এদিন শ্রীসেনবর্মা আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে এক বেতার ভাষণে বলেন, আজ এই প্রশ্ন বারংবার আসছে বাংলায় যখন মানব নিধন যজ্ঞের পূর্ণাহুতি চলছে, শিব যখন আত্মবিস্মৃত হয়ে তাণ্ডব নৃত্যে মত্ত তখন কেমন করে এই বাংলা দেশে স্বাধীন, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনা করতে চাও? এ কি নির্বাচন না নির্বাচনের নামে এক বিরাট প্রহসন? বাঙালীর উপরে কেন এই বিড়ম্বনা চাপানো হচ্ছে? তোমাদের কি অধিকার আছে এরূপ কথার? কিন্তু এ সব কথা সম্পূর্ণরূপে বিচারসহ নয় বলে আমার ধারণা। প্রথমত বাংলা দেশে নির্বাচন ঘোষণার পূর্বে কোনো অশান্তি ছিল না এমন ত নয়। তখনও ত সংবাদপত্রে আমরা বাংলার বুকে হত্যালীলার সংবাদ প্রত্যহই দেখতাম। আর নির্বাচন স্থগিত রাখলেই যে শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরে আসবে তারই বা নিশ্চয়তা কি? নির্বাচন ঘোষণার পূর্বে প্রায় সকলেই ত সমস্বরে নির্বাচন দাবি করেছিলেন। তখন বলা হয়েছিল যে নির্বাচন চলাই দেশের গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হবে এবং গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হলেই বাঙালীর জীবন হতে অশিবের তাণ্ডব লীলায় বিরাম হবে। আমারও তাই বিশ্বাস। নির্বাচনের ভিত্তিতে যদি স্থায়ী গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করা সম্ভব হয় তবেই সেই গণদরদী সরকার জনগণের মধ্যে যে সব অসন্তোষের কারণ পুঞ্জীভূত হয়েছে তা দূর করতে কৃতসংকল্প হবে। আমার মনে হয়, স্বাধীনোত্তর যুগে জনগণের বিশেষ করে বাংলার জনগণের সামাজিক এবং আর্থিক উন্নতির জন্য বিশেষ কিছু করা হয়নি তাই আজ বাংলা দেশে দারিদ্রের রুদ্র মূর্তি। তাই বাংলা দেশে লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিদৃপ্ত, উচ্চ শিক্ষিত, উজ্জ্বল যুবকবৃন্দ আজ বেকার। এই পরিবেশে যদি অসন্তোষ এবং অশান্তি দেখা না দেয় তবে আর কোন্ পরিবেশে অশান্তি ও অসন্তোষ দেখা দিতে পারে আমি তা বুঝতে অক্ষম।

শ্রীসেনবর্মা বলেন, আমি বাংলার যুবকজনের প্রতি অতি বিনীতভাবে আবেদন করছি আপনারা হিংসার পথ পরিহার করুন। যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে যদি আপনারা নিজস্ব শুভবুদ্ধিতে এই যৌবন জলতরঙ্গকে স্বেচ্ছায় না রোধ করেন? আমি জানি আপনাদের ভিতরে অনেকেই মেধাবী ও বুদ্ধিদৃপ্ত। আপনারা জাতির আলোকবর্তিকা, শান্তির পথে জনগণকে আলোক দেখিয়ে অগ্রসর হোন। আপনারা জাতির আশা ও ভরসাস্থল। বাঙালীর তথা ভারতের ভবিষ্যৎ। ভেবে দেখুন আমি যা বললাম তার কোনো মূল্য আছে কিনা। দ্বিতীয়ত আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা, প্রতিনিধি, সমর্থক সকলের প্রতি আবেদন করছি আপনারা সকলেই হিংসার পথ থেকে নিবৃত্ত হোন।

সংশ্লিষ্ট এলাকার মধ্যে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করার আরজি

সি পি আই ও ফরওয়ারড ব্লকের পক্ষ থেকে বেলগাছিয়া ও উত্তর বেলেঘাটার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের ভোটদাতাদের ভোট নেওয়ার ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট এলাকার মধ্যে করার দাবি জানানো হয়। ওই দুই দলের পক্ষে এক প্রতিনিধিদল শনিবার মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রীএস পি সেন-বর্মার সঙ্গে দেখা করে অভিযোগ করেন, এ সম্পর্কে রিটারনিং অফিসারের কাছে সর্বসম্মত সুপারিশ করা হলেও তা মানা হয় নি।

শান্তিপূর্ণ মুসলিম অঞ্চলের ভোটদাতাদের দূরে উপদ্রুত এলাকায় ভোট কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে।

শ্রীসেনবর্মা প্রতিনিধি দলের বক্তব্য শুনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন বলে জানানো হয়। সি পি আই-এর তরফে শ্রীহীরেন মুখার্জি ও শিবুলাল বর্ধন এবং ফরওয়ারড ব্লকের তরফে শ্রীহরিদাস ব্যানার্জি, শ্রীরণজিৎ রায় এবং ডাঃ সুবোধ দে প্রতিনিধিদলে ছিলেন।

নকশালদের আক্রমণে দুজন ট্র্যাফিক কনসটেবল আহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

জামসেদপুর, ৬ মারচ—বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এখানে যুগসালাই অঞ্চলে গুড়ুয়া বাজারের পার্শ্ববর্তী প্রধান সড়কে সশস্ত্র একদল লোকের আক্রমণে জামসেদ-পুরের দুজন ট্র্যাফিক কনেসটবল গুরুতর-ভাবে আহত হন। এই দলটিকে নকশাল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এরা সংখ্যায় বারজনের মত ছিল।

বিহারে সমঝোতা ভঙ্গের জন্য সি পি আই দায়ী

—শ্রী রাম

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৬ মারচ—নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজগজীবন রাম গতকাল সি পি আইয়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, বিহারে লোকসভার নির্বাচনে দুই দলের মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছিল সি পি আই তা রক্ষা করেনি। এই সমঝোতা ভঙ্গের জন্য তিনিই দায়ী বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে তিনি সাংবাদিকদের জানান।

পশ্চিমবঙ্গে সি পি আইয়ের কাছ থেকে তাঁর দল কোন সাহায্য আশা করে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী রাম বলেন, প্রথমে তাঁরা নিজেদের সাহায্য করুন তো!

বিহারে দুই দলের মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতা ভঙ্গের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, কোন পর্যায়েই সি পি আইয়ের সঙ্গে কোন চুক্তি করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী কোন কোন লোকের মাধ্যমে ওই দলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন এই যা।

বিমানদস্যুদের ফেরত না দিলে ভারতের আকাশে পাক বিমান ওড়ার বিষয় বিবেচনা করা হবে না

—প্রতিরক্ষামন্ত্রী

প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম শনিবার কলকাতায় বলেন, দুজন বিমান ছিনতাইকারীকে ফেরত এবং ভারতীয় বিমান ধ্বংসের জন্য ক্ষতি-পূরণ দিতে সম্মত না হলে ভারত এ দেশের আকাশ পথে পাকিস্তানী বিমান উড়তে দেওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা পুনর্বিবেচনা করবে না।

ইউ এন আই জানান, শ্রীরাম এদিন নির্বাচনী সফরে কলকাতায় আসেন। তিনি বলেন, ভারতের সাম্প্রতিক নোটে পাকিস্তানের সঙ্গে আলাপ আলোচনার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তার অর্থ এই নয় যে, এ ব্যাপারে ভারতের মনোভাব "নরম" হয়েছে।

বালিকা বিদ্যালয়ে বোমা : ছাত্রী জখম

নিজস্ব সংবাদদাতা

জিয়াগঞ্জ, ৫ মারচ—বুধবার কয়েকজন যুবক জিয়াগঞ্জ সুরেন্দ্র-নারায়ণ উত্তর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ঢুকে কাগজপত্রে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং একটি বোমা ফাটায়। বোমার আঘাতে গীতু বোথরা নাম্নী একটি ছাত্রী সামান্য জখম হয়েছে।

জিয়াগঞ্জের রাজা বিজয়সিং বিদ্যা-মন্দিরেও গত দুইদিন বোমা ফাটে। আজিমগঞ্জ স্কুল একই কারণে নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে।

৯ মারচ হাইকোরটের ছুটি

সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে আগামী ৯ মারচ হাইকোরট এবং এর অফিসসমূহ বন্ধ থাকবে। শনিবার কলকাতায় এই ঘোষণা করা হয় বলে পি টি আই জানায়।

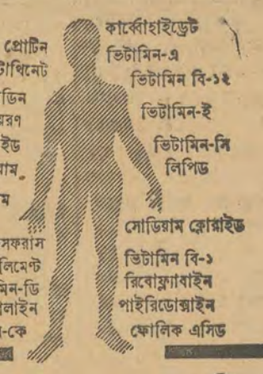
প্রোটিন
ক্যালসিয়াম প্যানটোথিন

পাত্রী চাই

পঃ বঃ মাহিষ্য কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত মধ্যম-শিক্ষিত ছোট কারবারী দাবীহীন পাত্রের (৩২) ফর্সা সশ্রী দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। বক্স নং ২৬১৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৪১)

সুন্দরী ফর্সা বৈদ্য পাত্রী চাই। পাত্র (৩২) পঃ ধন্বন্তরি ভরদ্বাজ। এস এফ পাশ, কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী চাকুরে। বক্স নং ২৬২৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৫১)

শিক্ষিতা সুন্দরী ফর্সা দীর্ঘাঙ্গী ২০/২১ চার ঘরের মধ্যে পাত্রী চাই। পাত্র (পঃ বঃ) গুহঠাকুরতা (২৬) বি-এ পরন্ত পড়িয়াছে, নিজস্ব ব্যবসা, পিতা ব্যবসায়ী, কলিকাতায় ৭।৮টি বাড়ী ও গাড়ী আছে। পাত্রের কোন দাবী নাই। বক্স নং ২৬২২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৪৮)

বৈদ্য মদগোল্য (৩১) বি, এসসি, মেডিঃ রিপ্রেজেন্টেটিভ (৮০০৲)। প্রকৃত সুন্দরী শিক্ষিতা ফটোসহ লিখুন। C/o ত্রিমূর্তি ৪০/বি প্রিন্সেপ স্ট্রীট, কলি-১৩। (সি-৯৬৩৪)

পাত্র (২৮) আমেরিকাবাসী পোস্ট ডক্টরেট রিসার্চ-ফেলো ব্রাহ্মণ শাণ্ডিল্য। সুশ্রী এম, বি, বি, এস পাত্রীর ফটোসহ লিখুন। ঊর্মিলা ব্যানার্জি, ১৫, পাইকপাড়া রো, কলি-৩৭। (সি-৯৬১২)

স্বাবলম্বী পাত্র ২৭ সাবরেজিস্ট্রার মোট আয় ৬০০৲ শক্তি গোত্র। গৌরবর্ণা সুন্দরী গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। বক্স নং ২৫৫১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯২৯১)

গন্ধবণিক গৌরবর্ণা সুন্দরী পঃ বঃ পাত্রী চাই। সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র বি-কম, এল এল বি, চাকুরে (৮৫০৲) ও নিজস্ব ব্যবসা। বক্স নং ২৫৩৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫১১)

সদ্গোপ শিক্ষিতা পাত্রী চাই। পাত্র (৩৪) এস এফ ব্যাঙ্ক ক্লার্ক। বক্স নং ২৫৩৪ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫০৯)

পাত্র (২৯) পঃ বঃ দঃ রাঃ কায়স্থ বেনারসে ডি এল ডবলিউতে চার্জম্যান (আই এস সি, এল সি ই, এল এম ই) স্বাস্থ্যবান মাসিক ৬০০৲। সুশ্রী, গৌরবর্ণা, শিক্ষিতা, সঙ্গীতজ্ঞা পাত্রী চাই। বক্স নং ২৫৫৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯২৯৯)

পঃ বঃ কুলীন গুহ (৩৫) স্বাস্থ্যবান (ম্যাট্রিক) বিহারে নিজ ব্যবসা (মাসিক ২০০০৲ আয়) পাত্রের জন্য কৃষ্টিসম্পন্ন সুশ্রী গান-বাজনা জানা পাত্রী চাই। বক্স নং ২৫৬১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬০১)

বৈদ্য, তেলী/অসবর্ণ পাত্রী চাই। স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, ফর্সা, বয়স ২৯ বছর। সরকারী চাকুরে, সহরে দুখানা পাকা বাড়ী ও ভূসম্পত্তি আছে। পার্ট টু কমার্স পরীক্ষার্থী। ফর্সা সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ২৫৬৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬০৫)

সরকার (২৯) দুর্গাপুর হেভিতে স্থায়ী চাকুরী ৪০০৲ এর জন্য সুন্দরী ফর্সা পঃ বঃ কায়স্থ পাত্রী চাই। বক্স নং ২৫৫৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯২৯৩)

চট্টগ্রামের উচ্চ কায়স্থ বি কম চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি (আর্টিকেলড্) কমপ্লিট সরকারী কর্মচারীর শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী আবশ্যক। বক্স নং ২৫৯১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬২৯)

পঃ বঃ কায়স্থ, উঃ শ্যামবর্ণা, স্বাস্থ্যবতী গৃহকর্মনিপুণা, বি-এ, শিক্ষায়িত্রী পাত্রীর জন্য (২৫½) শিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। বক্স নং ২৫৮৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬২৩)

নমঃশূদ্র/অসবর্ণা পাত্রী চাই

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে স্থায়ী চাকুরে ৫৭৫৲ নির্ঝঞ্ঝাট গ্র্যাজুয়েট ৩১ স্বাস্থ্যবান ১·৬৮ মিঃ সুশ্রী চাকুরীরতা পাত্রী চাই। বক্স নং ২৫৮৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬২২)

এ্যাডভোকেট বসু পাত্রের জন্য (৩৫) উচ্চশিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ২৫৭৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬১৪)

পঃ বঃ (ঢাকা) গাঙ্গুলী (২৮) বি এস সি মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার সুদর্শন স্বাস্থ্যবান (৫'-৯") সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী ফর্সা স্বাস্থ্যবতী হাঃ সেঃ/পি ইউ পাত্রী (পঃ বঃ) চাই। বক্স নং ২৫৬৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬০৭)

বন্দ্যোপাধ্যায় (২৭), অবস্থাপন্ন, শিক্ষিত, সুপুরুষ। কর্মে নিযুক্ত উপযুক্ত পাত্রী চাই। বক্স নং ২০১২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৮৯৯৩)

কলিকাতার সরকারী কলেজের বিজ্ঞান অধ্যাপক, বিক্রমপুরের মাহিষ্য পাত্রের (২৯ বছর) জন্য এম এ/এম এস-সি পঃ বঃ পাত্রী চাই। ছোট পরিবার। শহরতলীতে নিজ বাড়ী। দাবী নাই। বক্স নং ২৭৫১ আনন্দবাজার কলি-১। (বি ও ৪২৪০)

বারেন্দ্র কায়স্থ (২৭) ক্লাস-১ অফিসার (পঃ বঃ) পাত্রের সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। বক্স নং ২৭৩৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৫১)

তন্তুবায়/অসবর্ণা পাত্রী চাই

পাত্র পঃ বঃ ডাইভোর্সী সুদর্শন (৪৫) ফর্সা সঃ চাকুরে ৪৫০৲, সুশ্রী উপযুক্ত পাত্রী চাই। ডাইভোর্সী/নিঃসন্তান বিধবায় আপত্তি নাই। বক্স নং ২৭৯৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৩৯)

অবস্থাপন্ন গৌরবর্ণা, সুদর্শন, পঃ বঃ বৈদিক এস-এ-এস একাউন্ট্যান্ট পাত্রের (৩২, ৮০০৲) সুযোগ্যা ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। বক্স নং ২৮২০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৫৩)

মাহিষ্য/অসবর্ণা পাত্রী চাই

সুন্দর স্বাস্থ্যবান লণ্ডনে কর্মরত (২২০০৲) কেঃ ইঞ্জিনীয়ার পাত্রের (৩৬) জন্য সুন্দরী সুশিক্ষিতা অনুর্ধ্ব (৩০) পাত্রী চাই। বক্স নং ২৮০৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৪৭)

পাত্রী চাই

ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই

কৃষ্টিসম্পন্ন পরিবারের অতীব সুন্দর স্বাস্থ্যবান অনার্স গ্র্যাজুয়েট বিটিশ ফার্মে কর্মরত (১১০০৲) পরিচিত লেখক ও সংগীতশিল্পী পাত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী গৌরবর্ণা ২৬ অনুর্ধ্ব অভরদ্বাজ গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। বক্স নং ২৩৮৬ আনন্দবাজার, কলিকাতা-১। (সি-৯৩৬০)

কর্মকার পাত্রী চাই

পশ্চিমবঙ্গীয় বাঞ্ছনীয়। পাত্রীর রূপ-গুণই প্রথম বিবেচ্য। পাত্র (৩৩) ফর্সা স্বাস্থ্যবান, বিলাতী ব্যাঙ্কে স্থায়ী কর্মচারী (৭০০৲)। নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার, কলিকাতায় স্থায়ী। বক্স নং ২৫৩০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫০৫)

তন্তুবায় পাত্রী চাই

ডাক্তার পাত্রের সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী (২৪—২৭) চাই। বক্স নং ২৬১১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

সংচাষী পাত্রী (অনুর্ধ্ব ২৪) চাই

পাত্র জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার (কেঃ সঃ) ৫০০৲ চাকুরীয়াও চলিবে। অসবর্ণে আপত্তি নাই। বক্স নং ২৬৩১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৬৫৬)

আই.এ, এফ ক্লাইট লেঃ, ২৬ বঃ (৫'-৮") ১·৭৩ মিঃ স্বাস্থ্যবান সুরুচিসম্পন্ন পাত্রের জন্য গ্র্যাজুয়েট গৌরবর্ণা সুন্দরী গায়িকা (২১) অনুর্ধ্ব পাত্রী চাই। বক্স নং ২৩১২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৪৩৬)

নাথ পাত্রী চাই

পাত্র (৩০) রেল চাকুরে (৪০০৲) এস এফ। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী এস এফ পাত্রী চাই। বক্স নং ২৩১৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৪৩৯)

তন্তুবায়, সুদর্শন পঃ বঃ পাত্র (৩০) কানপুরে কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী চাকুরিরত (৫৫০৲)। প্রকৃত ফর্সা, সুন্দরী, শিক্ষিতা, গৃহকর্মনিপুণা সম্ভ্রান্তবংশীয় পশ্চিমবঙ্গের তন্তুবায় পাত্রী চাই (২১/২২)। বক্স নং ২৩৮৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি-৯৩৬৩)

বারুজীবী (৩২) ম্যাট্রিক শিল্পীতে চাকুরী (৪১৫৲) ম্যাট্রিক/নন ম্যাট্রিক সুন্দরী ফর্সা পাত্রী চাই। অসবর্ণে রাজী। বক্স নং ২৪০৪, আনন্দবাজার, কলি-১।

পাত্র বন্দ্যোঃ ৪০, **বিলাতে সুপ্রতিষ্ঠিত** ডাক্তার (৪০০০৲) খুব ফর্সা স্বাস্থ্যবতী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফটো ও ঠিকুজীর নকল প্রয়োজন। সবই দাওয়া নাই। বিনয় বন্দোপাধ্যায়, মাকড়দহ, হাওড়া। (সি ৯৫৩২)

সম্ভ্রান্ত কায়স্থ (৩০) আই এ, কেঃ সরকারী কর্মচারী (৪০০৲)। সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট বাঞ্ছনীয়। বক্স নং ২৭৯৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৩৬)

পঃ বঙ্গীয় অশাণ্ডিল্য পরমাসুন্দরী ফর্সা গ্র্যাজুয়েট ১·৬৩ মিঃ (৫'-৪") ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। পাত্র গ্র্যাজুয়েট সিভিল ইঞ্জিনীয়ার ব্যবসারত, পিতার একমাত্র পুত্র কলিকাতা বালিগঞ্জে নিজ দোতলা বাড়ী। লিখুন। বক্স নং ২৭৯৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৩৪)

কায়স্থ পাত্রী চাই

পঃ বঃ কায়স্থ (মৌদগল্য) নির্ঝঞ্ঝাট সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, বি-এ অনার্স (৩০), বেসরকারী সংস্থার সেলস অফিসার (৭০০৲) পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী শিক্ষিতা উপযুক্ত পাত্রী চাই। পাত্রীই বিবেচ্য। বক্স নং ২৭৩৭ আনন্দবাজার কলি-১। (সি ৯৭৫০)

একমাত্র পুত্র (২৭) মুখার্জী এ-জি বেঙ্গলে সুপারইনটেনডেণ্ট শহরতলীতে নিজেদের বাড়ী। সুন্দর মুখশ্রীযুক্তা ডিগ্রীকোর্স পাঠরতা বা পাশ উনিশ/কুড়ি স্লিম দীর্ঘাঙ্গী পাত্রী চাই। বক্স নং ২৭৮৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫২৬)

ইঞ্জিনীয়ার কায়স্থ ঘোষ পাত্রের (২৮) প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী চাই। বক্স নং ২৭৮৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫২৪)

পাত্র উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ (৩১) এম এস-সি সুপ্রতিষ্ঠিত (১২০০)। পঃ বঃ অন্ততঃ গ্র্যাজুয়েট ২৪।২৫ গৌরবর্ণা সুন্দরী অগোতম পাত্রীর আদি নিবাস, জন্মতারিখ বংশ, পারিবারিক বিবরণ সহ লিখুন। বক্স নং ২৭৫৫ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৬২৫)

KAYASTHA B.E (31) WORKing as senior Engineer in an American Firm (Rs 1500/- p.m.) wants to marry Doctor, Engineer or Doctorate beautiful girl (up to 26 years). Box No 2791 Ananda Bazar Cal.-1. (C 9529)

পাত্র (৩৪) পঃ বঃ অধুনা কলিকাতা নিবাসী কায়স্থ বেসরকারী চাকুরে মাসিক ৩০০ নির্ঝঞ্ঝাট। সাধারণ শিক্ষিতা সুশ্রী পাত্রী চাই। চিত্ত চক্রবর্তী, ২৬বি উমা দাস লেন, কলি-১৬। (বি ও ৪৬২৮)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ

ক্যালকাটা টেলিফোনস

এক একর খালি জমি ক্রয়

কলিকাতায় প্রস্তাবিত টালিগঞ্জ এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং-এর জন্য এক একর খালি জমি ক্রয় করার উদ্দেশ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। অ্যাকাউন্টস অফিসার (ওয়ার্কস), ক্যালকাটা টেলিফোনস, তাহের ম্যানসন, ৩য় তল, ৮, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট কলিকাতা-১-এর নিকট পাঁচ টাকা (অফেরতযোগ্য) জমা দেওয়ার ক্যাশ রসিদ দেখাইলে ডিভিশনাল এঞ্জিনিয়ার (বিল্ডিং প্ল্যানিং) ক্যালকাটা টেলিফোনস, তাহের ম্যানসন, ৬ষ্ঠ তল, ৮ বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১ ঠিকানাস্থ অফিসে টেন্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২৩শে মার্চ, ১৯৭১, মধ্যাহ্ন ১২টা।

জেনারেল ম্যানেজার,
ক্যালকাটা টেলিফোনস
(২৮০০)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

বিক্রয়/লীজ : গঙ্গাতীরে খালি পাকা বাড়ী (৬টী ঘর, ইলেকট্রিক, স্যানিটারী-প্রিভি) এবং/অথবা সংলগ্ন পুকুর ও জমি (বাৎসরিক ৩০০০৲ টাকা আয়) কলিকাতা হইতে ৮৩ নং বাস রুটের উপর (২৬ মাইল)। স্বাস্থ্যকর শান্ত জায়গা। বক্স নং ২৪৩২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি-৯৩৭২)

বিক্রয়—কলিকাতা বেলেঘাটা অঞ্চলে প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ অগভীর পুকুর বিক্রয়। পুকুর ভরাট করিয়া বাস-গৃহাদি নির্মাণের উৎকৃষ্ট মূল্যবান জমি হইবে। বড় রাস্তার খুবই নিকটে এবং চারিদিকে ঘরবাড়ী আছে। প্রকৃত ক্রেতা এবং বিশ্বস্ত দালাল যোগাযোগ করুন। বক্স নং ২৬১২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি/এম)

ক্রিস্টোফার রোডের ধারে লোকনাথ বোস গার্ডেন লেনে (কলিকাতা-৪৬) কয়েক কাঠা জমি সত্বর বিক্রয়। কাঠা ১৫০০৲ অথবা দাম দিন। বক্স নং ২৫৪৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯২৮৭)

বারুইপুর রেল স্টেশনের পাশেই দুই কাঠা হইতে তিন কাঠা বিভিন্ন প্লটের বাস্তুজমি অতিসুলভে বিক্রয়। বক্স নং ২৬০১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি-৯৬৩৩)

বর্ধমান থেকে ১২ মাঃ রসুলপুরে পাকা বাড়ীসহ ৪০ শঃ জমি বিক্রয়, স্টেশন ১০ মিঃ প্রফুল্ল ভৌমিক, রসুলপুর বর্ধমান। (সি ৯২৯৪)

পাতিপুকুর পানিহাটিতে একতলা ছোট্ট বাড়ী ২২০০০৲, ১২০০০৲ মধ্য বিক্রয়। বক্স নং ২৬৭১ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭০৮)

দেওঘর বেলাবাগানে (শিবপল্লী) ২১ কাঠা জমি প্লটে/একত্রে বিক্রয়। এ বসু, ২ অহিরীটোলা ফার্স্ট লেন, কলি-৫। (সি ৯৭০৬)

সুবিধায় সকল সুবিধাযুক্ত ভদ্রপরিবেশে দক্ষিণমুখী ছোট বড় সুন্দর প্লট, কসবায়। বক্স নং ২৬৫৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৩৯৬)

দক্ষিণ কলিকাতায় বালিগঞ্জ ভবানীপুর অঞ্চলে শান্তপরিবেশে ৫।৬ কামরাযুক্ত গ্যারাজসহ আধুনিক ফ্ল্যাট/বাড়ী আবশ্যক। বক্স নং ২৪৫২ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪১৫৮)

সাঙ্কেৎ সরকার আর্কিটেক্টস আধুনিক বাড়ীর ডিজাইন ও প্ল্যানের জন্য। সংযুক্ত শিবপ্রসাদ বস, অ্যান্ড কোং। কিস্তিতে বাড়ী নির্মাণ পরিকল্পনা। তৈরী মূল্যের ৩০% অগ্রিম আরও ৩০% ৬০ দিনের মধ্যে। বাকিটা ৬০টি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ্য। ৭৩বি আমহার্স্ট রো, কলি-৯, ৩৫-১৬৭৩/২২৫০। (২৪৫৪ এ)

কলিকাতা, দার্জিলিং, গোপালপুর স্যানাটোরিয়ামে বাড়ী জমি, বিক্রয়, লিজ ভাড়া। দে, "গান্ধী পার্ক", গোপালপুর, গঞ্জাম। (সি ৯৪৭৩)

গড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, গ্রাম নতুনদিয়ারার চার বিঘা উন্নত জমি ; এক বিঘা পুকুর ও ফল গাছ সহ রাস্তার ধারে সুলভে বিক্রয়। যোগাযোগ করুন। বক্স নং ২৮২৮ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৫৯)

বাড়ি-ঘর ফ্ল্যাট ভাড়া

অল সেপারেট ১ খানি বড় ঘর। ভাড়া ১০০, ২০/১৬ গ্রেহামস ল্যান্ড, টালিগঞ্জ ট্রামডিপোর পাশে, বেণু ব্যানার্জী। (বি ও ৪৩৪০)

দুই বেডরুমের ছোট চমৎকার ফ্ল্যাট ১৭৫, ভাড়া দিব। চ্যাটার্জী ১২৫বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, শ্যামবাজার। (সি ৯৬৩০)

৩ কামরার স্বয়ংসম্পূর্ণ একতলার ফ্ল্যাট, ডাইনিং স্পেস ও গ্যারাজ সহ—৩৫০, ৮০/৪, কাঁকুলিয়া রোড, কলি-১৯। (সি ৯৫৪২)

অন্ডাল জি টি রোড মোড়ের নিকট উত্তম পজিশনে বড় বাংলো বাড়ীর একাংশে ৪টি কামরা ভাড়া দিব। বক্স নং ২৭১২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৭৩৬)

"গড়িয়ায় ৩৩/১, বরদা এভিনিউতে দুই রুমের স্বয়ংসম্পূর্ণ নতুন ফ্ল্যাট। শরদিন্দু দত্তগুপ্ত।" (সি ৯৭৫৪)

উল্টাডাঙ্গা এলাকায় ২ খানা ঘর ভাড়া, ৪২ হরিশ নিয়োগী রোড, কলি-৪। সাক্ষাৎ সঃ ৭—১০ বিঃ ৪—৬। (সি-৯৩৫৯/২)

দমদম ১৭২ জপুর রোডে দুইখানা ঘর ভাড়া। হাসি ঘোষ, ২-এ ভোলানাথ পল লেন, কলি-৬। (সি-৯৩৫৯/১)

পাঁচটি ঘর ফ্ল্যাট ও দুইটি ঘর ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হইবে। ২৫০৲, ১১০৲। এম সি মহেশ্বরী, ১৭/২বি কালীপ্রসন্ন চাটার্জি লেন, (বেহালা) কলি-৩৪। (সি ৯৪৪৪)

২ ঘরের ফ্ল্যাট ভাড়া অগ্রিম সহ ২০০, দীপক ঘোষ, ১৪০এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৬। (সি ৯৪৬৬)

গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ-এর নিকট বিবাহ/ সামাজিক অনুষ্ঠান/পুনর্মিলন ইত্যাদির জন্য ৬০৫ স্কোঃ মিঃ (৬,৫০০ স্কোয়ার ফুট) আদর্শ স্থান পাওয়া যাইবে। ফোন : ২৪-৫৩৫৬। (৬৪৭০ এ)

অফিস-গুদাম-দোকান

মধ্য কলিকাতায় ওয়ার্কশপের জন্য ১৫০০ স্কোয়ারফিট একটি সেড চাই। জি পি ও বক্স নং ২১৯৫ কলি-১। (সি ৯৭৪৯)

চালু ছোট স্টেশনারী দোকান দেখা-শোনার অভাবে বিক্রয়। ১২১/সি মনোহরপুকুর রোড, কলি-২৬। (সি ৯৭৪০)

দঃ কলিঃ ছাপাখানার জন্য ৫০০।৭০০ বর্গফুট জায়গা ভাড়া চাই। লিখুন বক্স নং ২৫৪০ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৩৪২)

পেয়িং গেস্ট

পেইং গেস্ট চাই। সুপরিবেশ, মাসিক চার্জ অল্প, সাক্ষাৎ করুন, বি রায়, পি ৫৬৩ ব্লক "এন" নিউ আলিপুর, কলি-৫৩। (বি ও ৪২৩৫)

তীর্থ ও প্রমোদ ভ্রমণ

সর্বভারত তীর্থ দর্শন

১। চৈত্র সংক্রান্তিতে পশুপতিনাথ, নেপাল—৯।৪, ১৪৫৲। ২। রামেশ্বর ও দক্ষিণ ভারত—৪।৪, ৪২৫৲। ৩। ভূস্বর্গ কাশ্মীর—১৬।৪ ঘোষ স্পেশাল —৩৪, স্ট্র্যান্ড রোড, কলি-১। ফোনঃ ২২-৮৬৬৬। (সি ৯২৮৮)

ব্যবসা-বাণিজ্য

মাত্র ১২০/১৫০৲ টাকার বিনিয়োগে মাসিক ১৫০৲ টাকা অথবা বাৎসরিক ১৮০০৲ টাকা উপার্জ্জন করুন। বিনিয়োগের টাকা আপনার কাছেই থাকিবে। সাক্ষাৎ করুন—সকাল ৭—৮ মধ্যে, নিতেন্দ্র কর্মকার, ৪৪ডি, গোকুলবড়াল স্ট্রীট, কলি-১২। (সি ৯৫০৩)

ছাপাখানা

স্টিরিও ক্লংগ মজুত আছে। অনুসন্ধান :—গ্রাফিক আর্ট কনসার্ন, ৭৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট, কলি-১২। ফোন : ৩৪-৫৭৭৭। (সি ৯৩৯৫)

একটি মাঝারী গোছের প্রিন্টিং প্রেস কিনিতে/লীজে নিতে ইচ্ছুক। বিবরণ সহ লিখুন। বক্স নং ২৫৪১ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৪৩৪৩)

ঔষধ ও চিকিৎসক

দাঁত বাঁধান ২৲ দাঁত তোলা ১৲ ফুলসেট ৫০৲। সিটি ডেন্টাল হাসপাতাল, ২৪১, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২। (২৫১৭ এ)

শ্বেতী, বাত ও ফাইলেরিয়া রোগে স্বল্প ব্যয়ে এবং সহজসাধ্য পদ্ধতিতে দ্রুত নিরাময়ের জন্য এ কে এণ্টারপ্রাইজ, ফ্ল্যাট ৬-ডি, ১২, রোল্যান্ড রোড, কলিকাতা-২০, ফোন : ৪৭-৪৭৩২। (সি ৬৩৯৫)

যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম

মেকাঃ এগ্রিঃ ফার্মের উপযুক্ত মেসিনারী ২½" গ্যালঃ পাইপ, কম্বাইন হার্ভেস্টর, ইত্যাদি। বক্স নং ২৭০০ আনন্দবাজার, কলি-১। (বি ও ৬৩৪)

মোটর কার ও লরি

বাস ভাড়া—পিকনিক, বিবাহ এবং ভ্রমণের জন্য। ফোন নং ৪৭-৬৭৭৩। (বি ও ৪২৩৭)

ঋণ-লগ্নী

কলিকাতা ও মফঃস্বলের সম্পত্তির বিনিময়ে ঋণের প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন। বক্স নং ২৭৯৩ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৯৫৩২)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

সাহিত্য প্রতিযোগিতায় যোগ দিন

বিষয় :—গল্প, রম্যরচনা ও বর্তমান সঙ্কট শ্রীশীতলচন্দ্র শাসমল, গ্রাম—জেনাসিদ্ধী, পোঃ—মাটিবিরুয়া, ভায়া—জলেশ্বর, বালেশ্বর। (সি ৯৩৯৭)

সচিত্র ও উপহারযোগ্য মহাকাব্য কালি-দাসের কুমারসম্ভব। ২য় মুদ্রণ, ৫·৫০। অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলকাতা-৯। (১৯০৫ এ)

রেডিও-গ্রামোফোন

ন্যায্যমূল্যে মেরামত, বদলে নূতন। সস্তায় অল্পব্যবহৃত রেডিও, চেঞ্জার, টেপরেকর্ড। টেলি রেডিও নিউমার্কেট, ফুলপট্টি। (সি ৯৬১১)

বন্দুক ও আগ্নেয় অস্ত্র

বন্দুক, রিভলবার, পিস্তল, রাইফেল ক্রয়/বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। এ সি কুণ্ডু এন্ড কোং, গান মেকার্স, ১৭০, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩। ২৩-৫৬১৩)। (সি ৯৬০৪)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নোটিস

এডুকেশনে উচ্চতর অধ্যয়ন/গবেষণার জন্য ১৯৭০ ও ১৯৭১ সালের নিমিত্ত প্রত্যেকটিতে দুইটি জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন বৃত্তি (ইহার মধ্যে একটি, উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া গেলে একজন মুসলমানকে দেওয়া হইবে) এবং একটি সরলা সেন বৃত্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। প্রত্যেকটি বৃত্তির পরিমাণ মাসিক ৭৫৲ টাকা। সরলা সেন বৃত্তি দেওয়া হইবে এডুকেশনে উচ্চতর অধ্যয়নের যোগ্যতাসম্পন্ন লেডী টীচারকে। এই বৃত্তির মেয়াদ প্রথমতঃ এক বৎসর, কিন্তু বৃত্তিধারীর কাজ যদি সন্তোষজনক ও এইরূপে সাহায্যের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় তবে তাহা দ্বিতীয় বৎসর, এমন কি তৃতীয় বৎসরের জন্যও রিনিউ করা যাইতে পারে। সিণ্ডিকেট কোন স্বীকৃত স্কুল বা অনুমোদিত কলেজের টীচার হিসাবে বৃত্তিধারীকে তাঁহার (পুরুষ/স্ত্রী) চাকরি বজায় রাখিতে দিবেন, অবশ্য যদি এইরূপে চাকরি বজায় রাখা বৃত্তিধারী গবেষক হিসাবে তাঁহার (পুরুষ/স্ত্রী) কাজের কোন বিঘ্ন না ঘটায়। এই বৃত্তি দেওয়া হইবে বি টি ডিগ্রী কোর্সের পর এডুকেশনে পোস্ট-গ্রাজুয়েট অধ্যয়নের জন্য, অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ এডুকেশনের ক্ষেত্রে ডক্টর ডিগ্রীর জন্য বা এডুকেশনে মাস্টার্স ডিগ্রীর জন্য।

বিস্তারিত নিয়মাবলী ১৯৫৬ সালের ইউনিভার্সিটি ক্যালেন্ডারের ২৫৪-৫৫ পৃষ্ঠায় দেখা যাইবে।

এনকোয়ারি অফিস হইতে প্রাপ্তব্য নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পৌঁছা চাই।

জে পাল,
এস্টেটস অ্যান্ড ট্রাস্ট অফিসার।
সিনেট হাউস, কলিকাতা-১২
১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১। (২৬৬১)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

বিশ্বভারতী : আগামী জুলাই মাস থেকে (ইং ১৯৭১) বি. এড্ এবং এম. এড্'এর যে একবৎসরব্যাপী শিক্ষাবর্ষ শুরু হবে, তার জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। বি. এড্-এ ভর্তি হবার ন্যূনতম যোগ্যতা হল বি. এ বা বি. এস্‌সি ডিগ্রি। তবে যে সমস্ত শিক্ষকের অভিজ্ঞতা আছে এবং যাঁরা উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন তাঁদেরই এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এছাড়া কোনো প্রার্থীর খেলাধুলা, গানবাজনা, চারু ও কারুশিল্পে দক্ষতা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হবে।

এম. এড্-এ ভর্তি হবার জন্য প্রার্থীর বি. এড্ বা তার সমতুল কোনো ডিগ্রি থাকা চাই—সে উপাধি ভারত বা তার বাইরের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েরও হতে পারে। সেই সঙ্গে চাই কোনো স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসাবে অন্ততঃ দু-বৎসরের অভিজ্ঞতা।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গুণ ও মানগত একটি পরীক্ষার ভিত্তিতে বিশ্বভারতী কয়েকটি ছাত্রবৃত্তি এবং কয়েকজনকে অবৈতনিক ছাত্র হিসাবে এখানে পড়বার সুযোগ দিয়ে থাকেন। নিজের নাম-ধাম দেওয়া, ২০ পয়সার ডাক-টিকিট-আঁটা, ৯×৪ ইঞ্চি মাপের একটি খাম অধ্যক্ষ, বিনয়ভবন, পোঃ শান্তিনিকেতন, পঃ বঙ্গ—এই ঠিকানায় পাঠালে যথানির্দিষ্ট আবেদনপত্র পাওয়া যাবে। বি. এড্ বা এম. এড্-এ ভর্তি হবার জন্য ওটি পূরণ করে যথাক্রমে ৩১শে মার্চ এবং ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে (ইং ১৯৭১) তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া আবশ্যক। (২৩৬৪)

গার্লস কলেজ, হাওড়া

বি এড ক্লাস ১৯৭১-৭২

বি এড ক্লাসে (১৯৭১-৭২) ভর্তির জন্য ৩১শে মার্চ ১৯৭১ তারিখের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। কলেজ অফিসে ৫ (পাঁচ) টাকা ফি জমা দিলে ভর্তির ফরম ও প্রসপেক্টাস পাওয়া যাইবে। —অধ্যক্ষ। (সি ৯৫০৪)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নোটিস

সিভিল এঞ্জিনিয়ারীং-এ ১৯৭০ সালের জন্য একটি সির্বাল স্কলারশিপ প্রদানের নিমিত্ত নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে এবং ঐগুলি ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত হইবে। স্কলারশিপের পরিমাণ মাসিক ৭০০৲ টাকা। স্কলারশিপটি বিদেশের কয়েকটি প্রাগ্রসর দেশে এক বৎসরের জন্য দেওয়া হইবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং-এর অনধিক দুই বৎসরের যে সমস্ত গ্রাজুয়েট প্রথম শ্রেণীতে বি-ই পরীক্ষা পাস করিয়াছেন, এই স্কলারশিপ তাঁহাদিগকে দেওয়া হইবে। স্কলারশিপটি স্কলারশিপ প্রদানের সময় সিণ্ডিকেট-কর্তৃক অনুমোদিত কোন ইনস্টিটিউশনে, লেবরেটরিতে, সরকারি বিভাগে বা এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে প্রদেয় হইবে।

যাতায়াত, সাজ-সজ্জা ইত্যাদি বা প্রিমিয়াম (কিছু থাকিলে) ব্যয় প্রার্থীকেই বহন করিতে হইবে। প্রার্থী বিদেশে যাত্রার পূর্বে তাঁহাকে বা তাঁহার গ্যারাণ্টরকে অবশ্যই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তনের ভাড়া জমা দিতে হইবে।

নিম্ন বর্ণিতের অফিসে নির্ধারিত ফরম পাওয়া যাইবে।

জে পাল
এস্টেটস অ্যান্ড ট্রাস্ট অফিসার
সেনেট হাউস, কলিকাতা
১ মার্চ, ১৯৭১ (২৭৭৫)

কন্যাপুর পলেটেকনিকের ছাত্রদের ক্লাস ১৬ই মার্চ হইতে যথারীতি সুরু হবে। (২৭৭৩)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

নোটিস

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ৯ মার্চ, ১৯৭১ তারিখের পর এম এস-সি (এগ্রি) পার্ট-১ কোর্সে কোন প্রার্থী ভর্তি করা হইবে না। যে সমস্ত ছাত্র এম এস-সি (এগ্রি) পার্ট-১ কোর্সে ভর্তি হইয়াছেন তাঁহারা ১৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখের মধ্যে স্ব স্ব হেড অব ডিপার্টমেন্টের সহিত দেখা করিবেন। উক্ত তারিখের পর কাহাকেও ক্লাসে যোগদান করিতে দেওয়া হইবে না।

স্বাঃ বি কে বিশ্বাস,
অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেজিস্ট্রার।
(২৮৭২)

ডাকযোগে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা দেওয়া হয়। সর্বোচ্চ M.D.H ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনামূল্যে প্রস্পেক্টাসের জন্য লিখুনঃ প্রিমিয়ার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, ১৪৪ সেক্টর, ১৯এ চণ্ডীগড়—ভারতের বৃহত্তম কলেজ। (২৮৫৯)

টেন্ডার

এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার (রোডস), বর্ধমান কনস্ট্রাকশন ডিভিসন, পি ডব্লু (রোডস) ডিপার্ট, আফতাব ক্লাব গ্রাউন্ড, পোঃ অঃ ও জেলা বর্ধমান, নিম্নোক্তগুলির জন্য নির্ধারিত ফরমে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করিতেছেন। কাজের নাম, অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ, বায়নার পরিমাণ, কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ এবং ঠিকাদারদের যোগ্যতা যথাক্রমে এইরূপঃ (১) বর্ধমান জেলায় পূর্বস্থলী-কাটোয়া রোডের বন্যাজনিত (১৯৭০) ক্ষয়ক্ষতির মেরামত (৫ম এবং ৬ষ্ঠ মাইল বরাবর বিটুমিনস গ্রাউটিং এবং ৭ম মাইলে বিটুমিনস ম্যাকাডাম) গ্রুপ ২ (২য় কল); ৫০,০৪৯৲ টাকা; ১,০০১৲ টাকা; ২ মাস; পি ডব্লু ডি ১ম শ্রেণীর/বাহিরের। (২) বর্ধমান জেলায় পূর্বস্থলী-কাটোয়া রোডের বন্যাজনিত (১৯৭০) ক্ষয়ক্ষতির মেরামত (রাস্তার ৮ম হইতে ১০ম মাইল পর্যন্ত বিটুমিনস ম্যাকাডাম) গ্রুপ ৩ (২য় কল); ৩৫,৬৮৭৲ ৭১৪৲ টাকা, ২ মাস, পি ডব্লু ডি ১ম ও ৩য় শ্রেণী/বাহিরের। ১৬ই মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেন্ডার গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩-৩০টায় খোলা হইবে।

৯৫৭(২)আইপিআর/এ/৭১ (২৮৬১)

টেন্ডার

মিনিস্ট্রি অব ফুড, এগ্রিকালচার, কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (ডিপার্টঃ অব ফুড)

চীফ ডিরেক্টর অব পারচেজ, আর্মি পারচেজ অর্গানিজেশন, কৃষি ভবন, নয়াদিল্লি কর্তৃক টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ বেলা ১০-৩০টা পর্যন্ত নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি সরবরাহের জন্য সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছেঃ

১। **টেন্ডার নং ২৪/৩/৭১—পার ৩—দাখিলের শেষ তারিখ ৯-৩-৭১।** এ এস সি স্পেসিফিকেশন নং ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৮ এবং ১২৫ অনুযায়ী ২৫৮·৫০৮ মেঃ টঃ ডাল সরবরাহ।

২। **টেন্ডার নং ২৪/৪/৭১—পার ৩—দাখিলের শেষ তারিখ ১০-৩-৭১।** এ এস সি স্পেসিফিকেশন নং ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৮ এবং ১২৫ অনুযায়ী ৩৪৩ মেঃ টঃ ডাল সরবরাহ।

৩। **টেন্ডার নং ২৪/৫/৭১—পার ৩—দাখিলের শেষ তারিখ ১৬-৩-৭১।** এ এস সি স্পেসিফিকেশন নং ৪৪, ৪৫, ১৯২ এবং ১১৩ অনুযায়ী ৮৭·৪৫৯ মেঃ টঃ ডাল সরবরাহ।

৪। **টেন্ডার নং ২৪/৬/৭১—পার ৩—দাখিলের শেষ তারিখ ১৮-৩-৭১।** এ এস সি স্পেসিফিকেশন নং ৪৪, ৪৫ এবং ১৯২ অনুযায়ী—৮৫·০৪০ মেঃ টঃ ডাল সরবরাহ।

৫। **টেন্ডার নং ২৪/৭/৭১—পার ৩—দাখিলের শেষ তারিখ—২৩-৩-৭১।** এ এস সি স্পেসিফিকেশন নং ৪৪ ও ৪৫ অনুযায়ী—৬৪·১৭৩ মেঃ টঃ ডাল সরবরাহ।

৬। **টেন্ডার নং ২৪/৮/৭১—পার ৩—দাখিলের শেষ তারিখ ২৩-৩-৭১।** এ এস সি স্পেসিফিকেশন নং ৪৪ ও ৪৫ অনুযায়ী—১৪৯ মেঃ টঃ ডাল সরবরাহ।

১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬নং দফার দ্রব্যাবলীর ডেলিভারি যথাক্রমে ৯-৪-৭১, ১০-৪-৭১, ১৬-৪-৭১, ১৭-৪-৭১, ২৪-৪-৭১ ও ২৪-৪-৭১ তারিখের মধ্যে শেষ করিতে হইবে। ১, ২ ও ৬নং দফার জন্য টেন্ডার ফরমের মূল্য ১০৲ টাকা এবং ৩, ৪ ও ৫নং দফার প্রত্যেকটির জন্য ৯৲ টাকা (অফেরতযোগ্য); এই টাকা নগদে বা মনিঅর্ডারযোগে আদায় দিতে হইবে। অন্যান্য বিবরণের জন্য ১, ২ ও ৩নং দফার ক্ষেত্রে ৩-৩-৭১ তারিখের এবং ৪, ৫ ও ৬নং দফার ক্ষেত্রে ১০-৩-৭১ তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল দেখুন। যে সকল স্টেশন হইতে রাজ্য সরকার কর্তৃক রপ্তানি নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবে না।

ডিএভিপি—৫৩৭(১৯৪)/৭০ (২৮৬৮)

হুগলি জেলার জগজীবনপুরস্থ ডিপার্টমেন্টাল স্টাকইয়ার্ডে পাকুড় পাথরের খোয়া ২" হইতে ১½" সাইজ এবং পাকুড় পাথরের কুচি নির্ভেজাল ½" সাইজ মনোনীত ও অনুমোদিত কোয়ালিটি সরবরাহের জন্য এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, পি ডব্লিউ (রোডস), হুগলি কনস্ট্রাকশন ডিভিশন, ৪, ক্রুকেড লেন, চুঁচুড়া, হুগলি কর্তৃক পি ডব্লিউ ডি-র ১ম শ্রেণীর রেজিস্টার্ড ঠিকাদার এবং প্রকৃত বাহিরের ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডব্লিউ বি এফ নং ২৯০৮-তে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয় ১,১৭,১৬৫ টাকা। বায়নার পরিমাণ ২,৩৪৫ টাকা। কাজ শেষ করার মেয়াদ—ওয়ার্ক অর্ডারের তারিখ হইতে চার মাস। টেন্ডারের কাগজপত্র এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবরণ উপরোক্ত অফিসে দেখা যাইবে এবং আই টি ও এস টি পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট দেখাইয়া প্রতি প্রস্থ বাবদ ৪ টাকা আদায় দিলে তথা হইতে উহা ক্রয় করা যাইবে। টেন্ডার ১৮ মার্চ ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩-১৫টায় প্রকাশ্যে খোলা হইবে। ঐদিন টেন্ডার ফরম ইসু করা হইবে না।

৯৬৩(২) আইপিআর/এ/৭১ (২৮৬২)

সুপারিন্টেন্ডেন্ট, আর জি কর মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, কলিকাতা, ১-৪-১৯৭১ তারিখ হইতে শুরু করিয়া ১৯৭১-৭২ সালের জন্য অথবা প্রয়োজন হইলে আরও এক মাসের জন্য আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বরফ সরবরাহের নিমিত্ত "১৯৭১-৭২ সালের জন্য বরফ সরবরাহের জন্য টেন্ডার" শীর্ষাঙ্কিত সীলকরা খামে টেন্ডার আহ্বান করিতেছেন। প্রতি ১০০ কেজি ব্লক বরফের জন্য বিক্রয় কর, ডেলিভারি এবং অন্য কিছু চার্জ যদি থাকে, তাহা ধরিয়া কথায় ও অঙ্কে দর দিতে হইবে। বরফের মাসিক চাহিদা আনুমানিক ১০,০০০ কেজি। সকালে একবার এবং বিকালে একবার এই দুইবার এবং যে কোনো সময়ে বিশেষ প্রয়োজনে সরবরাহ দিতে হইবে। "পি ডিপজিটস অ্যান্ড অ্যাডভান্সেস সিভিল ডিপজিট রেভিনিউ ডিপজিটস" খাতে বায়না বাবদ ৫০৲ টাকা জমা দেওয়ার মূল চালান, আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের হাল সময়ের শংসাপত্রও টেন্ডারের সহিত দাখিল করিতে হইবে। সফলকাম টেন্ডারদাতাকে একটি চুক্তি অবশ্যই সম্পাদিত করিতে হইবে এবং যে বরফ সরবরাহ করা হইবে তাহার আনুমানিক মূল্যের ৫% জামিন জমা বাবদ যথাযথভাবে দায়াবন্ধ করিয়া পি এস বি অ্যাকাউন্ট-এ জমা দিতে হইবে। টেন্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ ১৫ই মার্চ, ১৯৭১। যে-কোনো টেন্ডার গ্রহণ বাধ্যতামূলক নহে।

৯৪৯(৩)আইপিআর/এ/৭১ (২৮৩৫)

১৯৭১-৭২ সালে ব্লক, স্টিরিও ইত্যাদি তৈয়ারি ও সরবরাহের জন্য প্রকৃত, অভিজ্ঞ ফার্মসমূহের নিকট হইতে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। বায়না বাবদ ১০০৲ টাকার টি আর চালান সহ "ব্লক ইত্যাদির জন্য টেন্ডার" শীর্ষাঙ্কিত টেন্ডার ২৬শে মার্চ/৭১ তারিখ বেলা ১টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐ দিনই বেলা ৩টার সময় খোলা হইবে। ডিরেক্টর অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস, ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস ডিপার্টমেন্ট, ব্লক ১, ৪র্থ তল, রাইটারস বিল্ডিংস কলিকাতা-এর নিকট বিবরণী পাওয়া যাইবে এবং উক্ত নামে টেন্ডার দাখিল করিতে হইবে।

৯৫৫(৩)আইপিআর/এ/৭১ (২৮৩৭)

টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

২৫ মেঃ/টন শাদা ব্লিচ করা হোসিয়ারি কাটিং সরবরাহের নিমিত্ত প্রকৃত সরবরাহকারীদের নিকট হইতে টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। নমুনা-সহ সীলকরা খামে টেন্ডার উপরে 'হোসিয়ারি কাটিং-এর জন্য টেন্ডার' লিখিয়া এমনভাবে দাখিল করিতে হইবে যাহাতে উহা পশ্চিমবঙ্গ খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইণ্ডাস্ট্রিজ বোর্ড, পি-৮ হাইড লেন, কলিকাতা-১২ ঠিকানায় সর্বশেষ ২২-৩-৭১ তারিখ বেলা ৩টার মধ্যে পৌঁছায়। হুগলি জেলার দশঘরায় (তারকেশ্বর রেল স্টেশন হইতে ১২ কিঃ মিঃ) একটি এবং অপরটি কল্যাণীতে অবস্থিত আমাদের দুইটি হ্যাণ্ডমেড পেপার ইউনিটে ফ্রি ডেলিভারির দর দিতে হইবে। অনুমোদিত নমুনা অনুসারে ঠিকভাবে সরবরাহ দিতে হইবে এবং টেন্ডার গ্রাহ্য হইবার দুই মাসের মধ্যে সরবরাহ সম্পূর্ণ করিতে হইবে। ইণ্ডেন্টের ৫০ শতাংশ এক পক্ষকালের মধ্যে সরবরাহ করিতে হইবে।

২৫-৩-৭১ তারিখে বেলা ১টার সময় উপস্থিত টেন্ডারদাতাদের সমক্ষে টেন্ডার খোলা হইবে।

বোর্ডের অফিসে ২০০৲ টাকা জমা দেওয়ার রসিদ প্রত্যেক টেন্ডারদাতাকে টেন্ডারের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

সফলকাম টেন্ডারদাতাকে জামিন বাবদ মোট মূল্যের ৫ শতাংশ অর্থ জমা দিতে হইবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ দিতে অপারগ হইলে জামিন জমা বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

কোনোও কারণ না দর্শাইয়া যে কোনো টেন্ডার গ্রাহ্য বা বাতিল করিবার অধিকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত।

স্বাঃ আর কে ঘোষ
এক্সিকিউটিভ অফিসার
(২৮২৭)

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট

বালীগঞ্জ সাইড হাই লেভেল এপ্রোচ
কসবা স্কীম নং ১

প্রস্তাবিত বালীগঞ্জ-কসবা ওভার-ব্রীজের বালীগঞ্জ সাইড হাই লেভেল এপ্রোচের জন্য ব্রিক রিটেনিং ওয়াল, আর সি সি বক্স ইত্যাদি নির্মাণের নিমিত্ত টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে।

অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ : টাঃ ১৬,৬০,৫৬৯/৫০

বায়না বাবদ ২২,০১০৲ টাকা অবশ্যই ৩০-৩-৭১ তারিখ বেলা ৩টার মধ্যে জমা দিতে হইবে।

প্রতি প্রস্থ ২০৲ টাকা মূল্যে কলিকাতা-১২ অধীন পি-১৬, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশনস্থিত ট্রাস্টের অফিসে টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

যে সমস্ত ঠিকাদার এই ধরনের কাজে তাঁহাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা উল্লেখ করিয়া আবেদনক্রমে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চীফ এঞ্জিনীয়ারের অনুমতি লাভ করিবেন, কেবল তাহাদের নিকট টেন্ডারের কাগজপত্র ইসু করা হইবে। দুইপ্রস্থে টেন্ডার কাজের নাম উপরিলিখিত সীলকরা খামে ভরিয়া অবশ্যই ৩১-৩-৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টার মধ্যে সেক্রেটারির নিকট পেশ করিতে হইবে।

ডি এস সি বনার্জী
চেয়ারম্যান
(২৮১১)

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট

টি ডবলিউ এস-১'তে (১) ২৫ (অংশ) ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু রোড, ও (২) ৪৭ কুস্টিয়াল মসজিদবাড়ি লেন এবং টি ডবলিউ এস-২'তে (৩) ১৬২/১০১এ প্রিন্স আনওয়ার শাহ রোড, (৪) ৪৩এ এবং ৪৩বি রাজা এস সি মল্লিক রোড, ও (৫) বাবুরাম ঘোষ রোডস্থ কলিকাতা করপোরেশনের জমি, এবং টি ডবলিউ এস-৩'তে (৬) নেতাজী নগরের নারিকেলকুঞ্জস্থিত কলিকাতা করপোরেশনের জমি, ও (৭) ১৭৬/১৪ (পূর্ব দিকের সাইট) রায়পুর রোড, ও (৮) ১৭৬/১৪ (পশ্চিম দিকের সাইট) রায়পুর রোডে একটি করিয়া মোট ৮টি পাম্পরুম নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে।

বায়না হিসাবে ৮০০৲ টাকা অবশ্যই ১৭-৩-৭১ তারিখ বেলা ৩টার মধ্যে জমা দিতে হইবে। প্রতি প্রস্থ বাবদ ২৲ টাকা আদায় দিলে পি-১৬ ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশন, কলিকাতা-১২ ঠিকানাস্থ ট্রাস্টের অফিসে টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। যেসকল ঠিকাদার এই লাইনের কাজে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করিয়া দরখাস্তক্রমে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চীফ এঞ্জিনিয়ারের অনুমতি লাভ করিবেন, কেবল তাঁহাদিগকেই টেন্ডারের কাগজপত্র ইসু করা হইবে।

কাজের নাম উপরে লিখিত সীলকরা খামে দুই প্রস্থে টেন্ডার অবশ্যই ১৮-৩-৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টার মধ্যে সেক্রেটারির নিকট দাখিল করিতে হইবে।

ডি এস সি বোনার্জি
চেয়ারম্যান
(২৮১২)

ভারত সরকারের প্রেস, কলিকাতা

নিম্নোক্তগুলি পরিবহণের উদ্দেশে প্রকৃত পরিবহণ ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে : (ক) মেসিনারি, মেসিনারি পার্টস, প্রিন্টিং প্রেসের সরঞ্জাম, কাগজ, বাঁধাইয়ের মালমশলা, মুদ্রিত কাগজ, আধা বাঁধাই বই, টাইপ ও টাইপ মেটাল ইত্যাদি মুদ্রণের দ্রব্য, অফিস ফার্নিচার এবং ফিক্সচার ইত্যাদি। (খ) কলিকাতার ৮ কে এস রায় রোডস্থিত এই প্রেসের বর্তমান প্রেমিসেস হইতে উপরোক্ত মালগুলি বোঝাই করিয়া সাঁতরাগাছির রামরাজাতলা রেলওয়ে স্টেশনের নিকটস্থ উহার নূতন বিল্ডিংয়ে খালাস ও পূর্ব-নির্ধারিত স্থানে স্থাপন করা।

টেন্ডার ১৩-৩-১৯৭১ তারিখ বেলা ৩-৩০টা পর্যন্ত গৃহীত এবং ঐদিন বিকাল ৪টায় উপস্থিত টেন্ডারদাতাদের সম্মুখে খোলা হইবে। শর্তাবলী সহ টেন্ডার ফরম অনুরোধক্রমে বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে। টেন্ডার খোলার তারিখ হইতে ৯০ দিন পর্যন্ত প্রস্তাব খোলা থাকা চাই।

ডিএভিপি—৬৩১(২)৭০ (২৮৬৭)

টেন্ডার

পি অ্যান্ড টি ডিপার্টমেন্ট

এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, পি অ্যান্ড টি সিভিল ডিভিসন, পার্টিকুলার নিম্নোক্তগুলির জন্য ১৭-৩-১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত আইটেম রেট টেন্ডার আহ্বান করিতেছেন। (১) টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং নির্মাণ। অনুমিত ব্যয় ৬১,৯৩৯ টাকা। (২) আলিপুর-দুয়ারে ৪টি টাইপ ২ কোয়ার্টার্স নির্মাণ। অনুমিত ব্যয় ৫০,১১০ টাকা।

প্রত্যেক কাজের জন্য টেন্ডার ফরমের মূল্য ৫৲ টাকা। আরও বিবরণের জন্য ১০-৩-১৯৭১ তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জর্নাল দেখুন।

ডিএভিপি ৭১০(৮১০)/৭০ (২৮৬৬)

হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেড

অ্যালয় স্টীলস প্ল্যান্টস

দুর্গাপুর-৮, পশ্চিমবঙ্গ

বিষয় : অ্যালয় স্টীলস প্ল্যান্ট হইতে বিভিন্ন স্থানে মাল পরিবহণ

টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১২ মার্চ, ১৯৭১ বেলা ১২টার পরিবর্তে ১৫ মার্চ, ১৯৭১ বেলা ১২টা পর্যন্ত হইবে। টেন্ডার ১২ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১টার পরিবর্তে ১৫ মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে।

টেন্ডার ট্রাফিক ম্যানেজার, অ্যালয় স্টীলস প্ল্যান্ট-এর অফিসের পরিবর্তে অ্যালয় স্টীলস প্ল্যান্ট, দুর্গাপুর-৮-এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এ খোলা হইবে। (২৮৬০)

সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার, প্রেসিডেন্সি সার্কল, পি ডবলিউ ডি, ব্লক-সি (২য় তল); নিউ সেক্রেটারিয়েট, ১ কিরণ-শংকর রায় রোড, কলিকাতা-১; কলিকাতায় বেহালায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট প্রস্তাবিত হাসপাতাল নির্মাণ (পুষ্করিণী, ডোবা খানা ইত্যাদি ভরাট করা)-এর জন্য তালিকাভুক্ত প্রথম শ্রেণীর (পি ডবলিউ ডি) এবং বাহিরের অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের (প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্রাদি দাখিল করিয়া এস ই পি সি-এর পূর্বে অনুমতি লইলে) নিকট হইতে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ : ২,০০,০০০৲ টাকা। বায়নার পরিমাণ : ৫,০০০ টাকা। ১৫ই মার্চ, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টার মধ্যে উক্ত অফিসে/এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, বি ই কলেজ কনস্ট্রাকশন ডি ভি শ নে র অফিসে টেন্ডারের বিস্তারিত কাগজপত্র দেখা যাইবে। উক্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অনুকূলে বায়না বাবদ টাকা জমা দেওয়ার টি আর চালানসহ টেন্ডার উক্ত সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার কর্তৃক ১৬ই মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩-১৫টায় খোলা হইবে।

৯৪৭(২)আইপিআর/এ/৭১ (২৮৩৪)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের শিরোনামে ডিরেক্টর, অ্যানিম্যাল হাজব্যাণ্ড্রি, পশ্চিমবঙ্গ, রাইটার্স বিল্ডিংস (ব্লক এফ, ৫ম তল) কলিকাতা, ৭০,০০০ কুইন্টাল ধানের খড় (গ্রুপ-এ) সরবরাহের জন্য সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করিতেছেন। (সপ্তাহে যে-কোনো কাজের দিনে বেলা ২টা এবং শনিবার বেলা ১২টা পর্যন্ত) উক্ত অফিসে প্রতিটি ১৲ টাকা মূল্যে টেন্ডার শিডিউল এবং অন্যান্য বিবরণী ক্রয় করা যাইবে। বায়না বাবদ টাকা জমা দেওয়ার টি আর চালান, আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র সহ টেন্ডার ১৫ই মার্চ, ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং অব্যবহিত পরে প্রকাশ্যে খোলা হইবে।

৯৪৫(৩)আইপিআর/এ/৭১ (২৮৩৩)

"হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ট্রাফিক অবস্থার উন্নতিবিধান—রোডওয়ে লাইটিং"-এর জন্য সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার, ইলেকট্রিক্যাল সার্কেল নং ১ (পি ডব্লিউ ডি), ৬, কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা-১ কর্তৃক প শি ম ব ঙ্গ সরকারের পি ডব্লিউ ডি-এর ১ম শ্রেণী ও ২য় শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ইলেকট্রিক্যাল ঠিকাদারদের নিকট হইতে এবং প্রকৃত ও পার্টস ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭এ ও ১১-তে ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজারস সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সীধারী অথবা সমতুল জাতীয় সার্টিফিকেটধারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত বাহিরের ইলেকট্রিক্যাল ঠিকাদারদের নিকট হইতে কাজের নাম উপরে লিখিত বি এফ ২৯১১(২)-তে সীল করা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয় ও বায়নার পরিমাণ—যথাক্রমে টাঃ ৬৫,২১৩·৯০ পঃ এবং ১,৩০৪৲ টাকা। বায়নার টাকা এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, কলিকাতা ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশন (পি ডব্লিউ ডি), ৪৫, গণেশ চন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-এর অনুকূলে "রাজস্ব জমা" খাতে আর বি চালানে জমা দিতে হইবে এবং উহার চালান অবশ্যই টেন্ডরের সহিত গাঁথিয়া দিতে হইবে। ইচ্ছুক টেন্ডারদাতাগণকে অবশ্যই ঐরূপ কাজ সম্পাদনের অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতার সমর্থনে দলিলগত প্রমাণপত্র সহ লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে। টেন্ডার ফরম ক্রয়ের জন্য উপরোক্ত সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারের অনুমতি লাভের নিমিত্ত বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট পেশ করিতে হইবে। কাজের তফসিল, স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি উপরোক্ত সুপারিন্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারের অফিসে দেখা/উহার কপি পাওয়া যাইবে। উক্ত এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে ৫৲ টাকায় টেন্ডার ফরম ক্রয় করা যাইবে। দর শিডিউলে প্রদত্ত দরের উপরে/নিচে অথবা সমান সমান হারে শতকরা ভিত্তিতে কথায় বা অংকে উভয়ভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। বিক্রয়কর অতিরিক্ত দেওয়া হইবে না। মূল্যের তারতম্য প্রকরণ সম্বলিত কোন টেন্ডারই গ্রাহ্য হইবে না। টেন্ডার ১৩ মার্চ, '৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং উহার অব্যবহিত পর প্রকাশ্যে খোলা হইবে। যে-কোন টেন্ডার গ্রাহ্য করা বাধ্যতামূলক নহে। ৮ সপ্তাহ মধ্যে কাজ সমাপ্ত করিতে হইবে। এই কাজের জন্য কোন পেমেণ্ট দেওয়ার আগে আয়কর পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট পেশ করিতে হইবে।

৯৫৪(২)আইপিআর/এ/৭১ (২৮৩৬)

সেল নোটিস

সেন্ট্রাল রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেড

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

কটক ব্রাঞ্চ

সেল নোটিস

নিম্নে বিশদভাবে বর্ণিত মত **ব্যবহৃত টায়ার, টিউব** এবং **ফ্ল্যাপ** ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সীল করা দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছেঃ

(১) ব্যবহৃত ও বার্স্ট টায়ার সাইজ ৯০০×২০
—প্রতি টায়ারের দর

(২) ব্যবহৃত ও বার্স্ট টায়ার সাইজ ১০০০×২০
—প্রতি টায়ারের দর

(৩) বার্স্ট টিউব —প্রতি টিউবের দর

(৪) ব্যবহৃত ও জীর্ণ ফ্ল্যাপ
—প্রতি ফ্ল্যাপের দর

২। **যতগুলি** টায়ার বিক্রয় করা হইবে, তাহার আনুমানিক সংখ্যা ৩৫০০টি। যেখানে **যে অবস্থায় আছে, সেই ভিত্তিতে** ন্যাশনাল হাইওয়ে নং ৫-তে মাইলস্টোন ৪৬৬ এবং ৪৬৭ কিঃ মিঃ মধ্যে কটক শহরের নিকট জগৎপুরে ভারী লইতে হইবে। ইচ্ছুক টেন্ডারদাতাগণ উপরোক্ত ওয়ার্কশপে স্টক দেখিতে পারেন।

৩। প্রত্যেক দরপত্রের সঙ্গে বায়নার টাকা হিসাবে ৩০০০, টাকার (তিন হাজার টাকা) কটকে প্রদেয় ব্যাঙ্ক ড্রাফট অথবা কটক ব্রাঞ্চে কর্পোরেশনের ক্যাশিয়ারের নিকট নগদে উক্ত টাকা জমা দেওয়ার নির্দশক মানি রসিদ থাকা চাই।

৪। দরপত্রগুলি সীল করা খামে পুরিয়া তাহার উপর 'ব্যবহৃত টায়ারের জন্য দরপত্র' কথাগুলি লিখিয়া ১৯৭১ সালের ২২ মার্চ বেলা ২টার মধ্যে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সেন্ট্রাল রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোঃ লিঃ, কটক ব্রাঞ্চ-এর নিকট কটক-৫ অধীন বারবাটি স্টেডিয়াম, ২নং গ্যালারীতে ২নং রুমে স্থিত তাঁহার অফিসে রেজিস্টারী ডাকে পাঠাইতে হইবে অথবা স্বয়ং কিম্বা হাতে হাতে পেশ করিতে হইবে। টেন্ডারদাতা বা তাঁহাদের প্রতিনিধিদের সমক্ষে ২২-৩-১৯৭১ তারিখ অপরাহ্ণ ২টায় কটকে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের অফিসে দরপত্র খোলা হইবে। যে টেন্ডারদাতার দরপত্র গ্রাহ্য হইবে, তাঁহাকে সংবাদ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩ (তিন) দিন মধ্যে পূর্বে জমা দেওয়া বায়নার টাকা বাদে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য জমা দিতে হইবে। অন্যথায় বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। যে সমস্ত টেন্ডারদাতার দরপত্র গ্রাহ্য হইবে না, তাঁহাদের বায়নার টাকা কেবল এ/সি পেয়িচেক ফেরৎ দেওয়া হইবে। কোন কারণ না দর্শাইয়া সর্বোচ্চ দরপত্র গ্রাহ্য না করার অধিকার কর্পোরেশন কর্তৃক সংরক্ষিত। (২৫৪৫)

রেলওয়ে

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

গুডস্ ট্রাফিকের বুকিং

১। শালিমার এলাকা হইতে দঃ পূঃ রেলওয়ের যে কোন গন্তব্য স্থানের জন্য ও দঃ পূঃ রেলওয়ের ছাড়াইয়া যে কোন গন্তব্য স্থানের জন্য স্লালস সহ সমস্ত গুডস ট্রাফিকের বুকিং-এর উপর এবং শালিমার ও আমেনিয়ান ঘাট হইতে সুপার এক্সপ্রেস-যোগে বুক করা ট্রাফিকের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ বলবৎ অন্যান্য বিধিনিষেধ সাপেক্ষে এবং হইতেই এতদ্দ্বারা প্রত্যাহার করা হইল।

২। শালিমার ও আমেনিয়ান ঘাট হইতে নিম্নোক্ত মত বুকিং গৃহীত হইবে নাঃ—

(ক) ঘোড়াডাঙ্গা ট্রান্সশিপ শেড হইয়া পৌঁছে মিটার গেজের এমন স্টেশন-সমূহের জন্য স্লালস সহ যাবতীয় গুডস ট্রাফিক ১০-৩-৭১ তারিখ হইতে পুনরাদেশ পর্যন্ত।

(খ) পুর্নে-মিরাজ সেকশনের জন্য ও ছাড়াইয়া স্লালস সহ যাবতীয় গুডস ট্রাফিক ১৩-৩-৭১ তারিখ হইতে পুনরাদেশ পর্যন্ত।

—চীফ্ অপারেটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট
পি/আর/এস ই/পি এ/১/কপস-৯৪ (২৮৭৭)

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার

নিজ নিজ পরিসেবক স্টেশন মারফত নিম্নেবর্ণিত প্রত্যেকটি আউট এজেন্সির পার্শ্বলিখিত ট্রাফিক হ্যান্ডলিং/বুকিং, ডেলিভারি ও পরিবহণের জন্য প্রত্যেকটি আউট এজেন্সির কাজের নিমিত্ত সীল-করা পৃথক পৃথক টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে এবং তাহা ২৯-৩-১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্তৃক গৃহীত হইবে :—

আউট-এজেন্সি ও রেলওয়ে ডিভিশনের নাম	অবস্থান	পরিসেবক স্টেশন	যে সব ট্রাফিকের কাজ করিতে হইবে
১। চাস-টাউন, আদ্রা ডিভিশন	জেলা ধানবাদ, বিহার	বোকারো স্টীল সিটি স্টেশন	প্যাসেঞ্জার, লাগেজ, পার্সেল ও গুডস ট্রাফিক—স্লালসে
২। আরমোরি, নাগপুর ডিভিশন	জেলা চন্দ্রপুর, মহারাষ্ট্র	ওয়াদসা	পার্সেল ও গুডস ট্রাফিস—স্লালসে
৩। কুচিন্ডা, চক্রধরপুর ডিভিশন	জেলা সম্বলপুর, ওড়িশা	বামরা	—ঐ—
৪। দীঘা, খড়্গপুর ডিভিশন	জেলা মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ	খড়্গপুর	প্যাসেঞ্জার ও লাগেজ
৫। আরামবাগ, আদ্রা ডিভিশন	জেলা হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ	সাহারাবাজার	পার্সেল ও গুডস ট্রাফিক—স্লালসে ও ওয়াগন বোঝাই

প্রত্যেকটি আউট-এজেন্সির জন্য বায়নার পরিমাণ ২,০০০, টাকা। সফলকাম টেন্ডারদাতাগণকে দীঘা ব্যতীত প্রত্যেকটি আউট-এজেন্সির জন্য জামীন হিসাবে ১০,০০০, টাকা জমা দিতে হইবে। দীঘার জন্য জামীন জমা ৩,০০০, টাকা।

প্রতি টেন্ডার ফরম বাবদ ৫, টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দিলে/পাঠাইলে ২৫-৩-১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ডিভিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্টদের অফিসে এবং অ্যাসিঃ কমার্শিয়াল অফিসার/এসপ্ল্যানেড ম্যানশনস সিটি বুকিং অফিস, দঃ পূঃ রেলওয়ে, কলিকাতা-এর নিকট বিস্তারিত বিবরণ সহ টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। টেন্ডার ফরম রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠাইতে হইলে প্রতি কপি বাবদ অতিরিক্ত ডাক খরচ হিসাবে ২, টাকা পাঠাইতে হইবে।

যে কোন বা সমস্ত টেন্ডার অগ্রাহ্য করার, কোন কারণ না দর্শাইয়া কাজ ভাগ করিয়া দিবার বা হ্রাস করার অথবা যে কোন টেন্ডার অংশতঃ গ্রাহ্য করার অধিকার নিম্নবর্ণিত কর্তৃক সংরক্ষিত।

চীফ কমার্শিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট
দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে
রনজি স্টেডিয়াম, কলিকাতা-২৯

পি আর/এস ই/পি এ/১/সি-৭১ (২৮৩২)

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কনসটেবলকে ছুরিকাহত করে তাঁদের দুটি রাইফেল নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর ওই এলাকা সৈন্যরা ঘিরে ফেলে এবং জোর তল্লাসি শুরু হয়। ঘটনাস্থলে একখানি রক্তমাখা ছুরি পাওয়া যায়। আততায়ীর সন্ধানে পুলিশ কুকুরও নিয়োগ করা হয়।

পুলিশ সূত্রে বলা হয়, ওই ২ জন কনসটেবল উল্লিখিত স্থানে পাহারা দিচ্ছিলেন। কয়েকজন লোক ছোরা এবং অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছুরিকাঘাতের ফলে একজন কনসটেবল গুরুতর

রেলওয়ে

পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

১০-৩-১৯৭১ তারিখে সিটি বুকিং অফিসে কাজের সময়

যাত্রিসাধারণের সুবিধার জন্য ফেয়ারলী প্লেস এবং এসপ্লানেড ম্যানসনের কেন্দ্রীয় রিজার্ভেশন অফিস এবং কলিকাতা ও হাওড়া এলাকার অন্যান্য সিটি বুকিং অফিস-গুলি ১০-৩-৭১ তারিখে সকাল ৯-৩০টার পরিবর্তে বেলা ২-৩০টায় খুলিবে।

চীফ্ কমার্শিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট,
দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

চীফ্ কমার্শিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট,
পূর্ব রেলওয়ে

জি ১০/৬/পি আর ও/কমাঃ—৭০ (২৮৫৫)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার

হাওড়ার ইলেকট্র্যাল ফোরম্যানের অধীনে ২২৫টি পাখা—সিলিং, একজস্ট, টেবিল, ব্র্যাকেট ইত্যাদি—রিওয়াইন্ডিংএর জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইলেকট্রিক্যাল ঠিকা-দারদের নিকট হইতে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। কলিকাতাস্থ এই রেলওয়ের চীফ ক্যাশিয়ারের নিকট ১০ টাকা আদায় দেওয়ার রসিদ দেখাইলে হাওড়াস্থ ডিভিশন্যাল ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জি-নিয়ারের (জেনারেল) নিকট টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। টেন্ডার ফরম ডাকে পাঠানো হইবে না। বায়নার পরিমাণ—৬০০, টাকা। টেন্ডার ৩০-৩-৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে।

ডিভিশন্যাল সুপার, হাওড়া

জি ১০/২/পি আর ও/
এইচ ডবলিউ এইচ—৭১ (২৭৩৪)

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

বিক্রয়-বিজ্ঞপ্তি

ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে অ্যাক্ট (১৮৯০-এর ৯)-এর ৫৫ এবং ৫৬ ধারা অনুযায়ী এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, রেলওয়ে প্রেমিসেসে পরিত্যক্ত যে-সব বেওয়ারিশ বুককরা মালপত্র, পার্সেল ও লাগেজ এবং নামাঠিকানাবিহীন মাল ও পার্সেল তিন মাসের অধিককাল রেলওয়ে প্রশাসনের হেফাজতে পড়িয়া আছে — এই নোটিস প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে রেলওয়ের সমস্ত পাওনা চুকাইয়া দিয়া এবং মূল রসিদ দেখাইয়া সেগুলির ডেলিভারী না লইলে ডিব্রুগড় টাউনস্থ লস্ট প্রপার্টি অফিসে ২৩-৩-৭১ তারিখ হইতে এবং শিলিগুড়ি টাউনস্থ লস্ট প্রপার্টি অফিসে ১৮-৩-৭১ তারিখ হইতে সেইগুলি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে।

বিক্রেয় মালপত্রগুলির বিশদ তালিকা যথাক্রমে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমারশ সুপার/ডিব্রুগড় টাউন, গুডস ক্লার্ক-ইন-চার্জ লস্ট প্রপার্টি অফিস, ডিব্রুগড় টাউন এবং এরিয়া অফিসার/নিউ জলপাইগুড়ি, ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ লস্ট প্রপার্টি অফিস, শিলিগুড়ি টাউন নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

বিক্রয়ের শর্ত

১। অবশ্য নগদ আদায়ের ভিত্তিতে বিক্রয় হইবে।

২। বিক্রীত মালপত্র অবশ্যই অবিলম্বে অপসারণ করিতে হইবে।

৩। ডাক বিতর্কমূলক হইলে দ্রব্যাদি পুনর্বিক্রীত হইবে।

৪। ডাক অসন্তোষজনক মনে হইলে রেল-ওয়ে যে কোন ডাক প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন অথবা কোন কারণ না দর্শাইয়া যে-কোন স্তরে যে-কোন মাল বিক্রয় হইতে প্রত্যাহার করিতে পারেন।

৫। নীলাম ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

—চীফ্ কমার্শিয়াল সুপার/ক্লেমস
এন এফ রেলওয়ে, মালিগাঁও,
গৌহাটি—১১ (২৮১৩)

তি ৫/১২-২

কলকাতা ও আশেপাশে চারজন খুন

আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে পাঠান হয়। আক্রমণকারীরা তাঁদের কাছ থেকে দুটি রাইফেল ছিনিয়ে নেয়।

ওই ঘটনার পর পদস্থ পুলিশ অফিসাররা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

লেক টাউন এলাকায় দুই ব্যক্তি ছুরিকাহত

লেক টাউন এলাকায় দুই ব্যক্তিকে ছুরিকাহত অবস্থায় হাস-পাতালে প্রেরণ করা হয়। আহতদের মধ্যে একজন সি পি এম সমর্থক বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

যুবকের মৃতদেহ

পুলিশ এদিন টালিগঞ্জ রেস-কোরসের কাছে ৩০ বছরের একজন যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। পরিচয় পাওয়া যায়নি।

পুলিশের রিভলভার থেকে অতর্কিতে গুলি বের হয়ে যাওয়ায় মহিলা আহত

সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ বেলেঘাটা এলাকায় সরকার বাজারে পুলিশের রিভলভার থেকে অতর্কিতে একটি গুলি বেরিয়ে যাওয়ায় শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী চক্রবর্তী (২৬) নামে একজন মহিলা আহত হন। তাঁকে এন আর এস হাস-পাতালে প্রেরণ করা হয়। প্রকাশ শ্রীমতী চক্রবর্তী ওই সময় দুধ নিয়ে ফিরছিলেন।

ওই ঘটনা সম্পর্কে কলকাতা পূর্বাঞ্চলের ডেপুটি কমিশনার শ্রীসরোজ ভট্টাচার্য জানান, উক্ত এলাকার দুজন লোকের খোঁজ করার জন্য তিন জনের একটি পুলিশ দল যায়। দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ [illegible] তাদের নিয়ে ফিরছিল, তখন একজন [illegible] কবল থেকে ছুটে পালিয়ে যায় একজন কনসটেবল তার পিছনে ধাওয়া করেন। ওই সময় হঠাৎ তাঁর রিভলভার থেকে গুলি বেরিয়ে যায়।

শ্রীমতী চক্রবর্তী কাছেই ছিলেন। তাঁর গায়ে গুলি লাগে। তাঁকে এন আর এস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

শ্রী ভট্টাচার্য জানান, সংশ্লিষ্ট কনসটে-বল সম্পর্কে বিভাগীয় তদন্ত করা হবে।

প্রকাশ যে, সংশ্লিষ্ট কনসটেবলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ কর্তৃপক্ষের ধারণা অসাবধানতার দরুনই এরকম ঘটেছে।

হাওড়ায় ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

হাওড়ায় জগৎবল্লভপুরের একবর-পরে শ্রীআলক চক্রবর্তী নামে একজন ফরওয়ারড ব্লক সমর্থক ছুরিকাঘাতে নিহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় উলুবেড়িয়া হাসপাতালে ভরতি করার পর তিনি সেখানে মারা যান।

শ্রীচক্রবর্তী পাঁচলা থানা এলাকার বাসিন্দা। ফরওয়ারড ব্লক থেকে অভিযোগ করা হয় যে, নির্বাচনী কাজে তিনি উক্ত গ্রামে গেলে সি পি এম সমর্থকরা তাঁকে আক্রমণ করে।

এ সম্পর্কে একজনকে গ্রেফতার করা হয়।

সিঁথিতে আহত যুবকের মৃত্যু

শুক্রবার রাত্রে ছুরিকাহত শ্রীঅরুণ কুমার ব্যানারজি (৩০) শনিবার আর জি কর হাসপাতালে মারা যান। শ্রীব্যানারজি সিঁথি কালীচরণ ঘোষ রোড দিয়ে যাওয়ার সময় ছুরিকাহত হন। তাঁর ঘাড়ে, বুকে অন্তত ৪০ জায়গায় ছুরিকাহতের চিহ্ন ছিল বলে হাসপাতাল থেকে জানান হয়। তিনি ছিলেন একজন ইলেকট্রিসিয়ান।

সি পি এম সমর্থক ছুরিকাহত

এদিন সকালে রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটের একটি বাড়িতে ঢুকে কয়েকজন যুবক একজনকে ছুরিকাঘাত করে বলে অভিযোগ। অভিযোগ আরও প্রকাশ, ছুরিকাহত ব্যক্তি সি পি এম সমর্থক। পুলিশের সন্দেহ এটি নকশালপন্থী-দের কাজ। আহতের নাম শ্রীগোবিন্দ চৌধুরী। তাকে অচৈতন্য অবস্থায় চাসপাতালে পাঠানো হয়।

হরিপালে জোতদার খুন

হুগলির হরিপালে কুঠির মোড়ে শুক্রবার রাত্রে জনৈক জোতদার শ্রীকার্তিক দত্ত (৪২) খুন হয়েছেন। পুলিশের খবর, তিনি যখন সাইকেলে জাগণীপাড়া থেকে দ্বারহাট্টায় বাড়ি ফিরছিলেন সেই সময় কয়েকজন যুবক ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে টাঙ্গি দিয়ে কেটে ফেলে।

উত্তরপাড়া থানা এলাকার মাখলার শুক্রবার রাত্রে সি পি এম-এর একটি নির্বাচনী সভার কাছে বোমা ফাটলে দুজন পথচারী আহত হন।

ফরওয়ারড ব্লক প্রার্থী ডাঃ সুবোধ দে'কে খুনের চেষ্টা

উত্তর বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রে ফরওয়ারড ব্লক প্রার্থী ডাঃ সুবোধ দে'কে একদল অততায়ী খুন করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে শনিবার ফরওয়ারড ব্লকের বেলেঘাটা শাখার সম্পাদক শ্রীরণজিৎ রায় এক বিবৃতিতে বলেন, অধিক রাত্রে রোগী দেখতে বের হওয়ার সময় ডাঃ দে'কে তাঁর বাড়ির দোতলায় আক্রমণের চেষ্টা হয়। কিন্তু তাঁর দেহরক্ষীদের তৎপরতায় তা ব্যর্থ হয়।

স্কটিশ চারচ কলেজ থেকে বন্দুক উদ্ধার

এদিন তল্লাসি চালিয়ে পুলিশ স্কটিশ চারচ কলেজের বায়োলজি বিভাগ থেকে একটি বন্দুক ও পাঁচটি কারতুজ উদ্ধার করে।

বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীটে কয়েক জায়গায় তল্লাসি করে পায় ৪৬টি বোমা, ৬টি গুলি, ২টি গ্রেনেড ও বোমা তৈরির প্রচুর মশলা পায়।

এদিন সকালে শ্যামপুকুর, বড়তলা, জোড়াবাগান এলাকা ঘিরে তল্লাসি করা হয়।

জোড়াবাগান-বেনেটোলা এলাকায় তল্লাসি

উত্তর কলকাতা পুলিশ জোড়াবাগান-বেনেটোলা এলাকায় বিভিন্ন স্থানে তল্লাসি চালিয়ে ১৩২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য থানায় নিয়ে আসে।

বরানগরে তল্লাসি

এদিন রাত্রে বরানগর আটপাড়া, কালীচরণ ঘোষ লেন অঞ্চলে মিলিটারির সাহায্যে কারফু জারি করে বেলা দুটা থেকে তল্লাসি চালানো হয়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৬৩ জনকে থানায় ধরে আনা হয়।

চণ্ডিতলায় তল্লাসি

এদিন পুলিশ টালিগঞ্জের চণ্ডী-তলা অঞ্চল ঘিরে তল্লাসি করে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৬৩ জনকে ধরে আনা হয়। পুলিশের অভিযোগ, এদের মধ্যে ৯ জন নকশালপন্থী রয়েছেন।

দমদম বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রত্যাহারের জন্য নির্দিষ্ট শেষ দিনের পর প্রার্থীর মৃত্যু হলে সংশ্লিষ্ট আইন অনুসারে সেই কেন্দ্রের নির্বাচন সাময়িক-ভাবে স্থগের রাখা হয়।

তবে, ওই তিনটি কেন্দ্রের ভোটদাতারা ১০ তারিখেই সংশ্লিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের জন্য সথারীতি ভোট দেবেন বলে শনিবার রাজ্য নির্বাচন দফতরের এক মুখপাত্র জানান।

শনিবার পাঁচটি রাজ্যে ভোট গ্রহণ

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ—আজ লোক-সভা আসনের নির্বাচনে ভোট গ্রহণের ষষ্ঠ পর্যায়ে ৫টি রাজ্য জুড়ে ৪৯টি নির্বাচন কেন্দ্রে ১ কোটি ৯০ লক্ষ ভোটদাতার মধ্যে আনুমানিক ৫৫ শতাংশ ভোটদাতা ভোটদানে অংশ নেন।

আজকের ভোটগ্রহণের পর আর ৫টি রাজ্যে ও ২টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অথবা তাদের কিছু অংশে এখনও ভোট নেওয়া বাকি। লোকসভার ৫১৮টি আসনের মধ্যে মাত্র ৮০টি আসনে এখন ভোট নিতে হবে এবং পরবর্তী তিন পর্যায়ে তা শেষ হবে।

শনিবার যে পাঁচটি রাজ্যে ভোট নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল : কেরল, মহারাষ্ট্র, জম্মু ও কাশ্মীর, নাগাভূমি ও রাজস্থান। ভোটগ্রহণ পর্ব মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই সমাপ্ত হয়। সকালের দিকে ভোটদাতাদের উপস্থিতির সংখ্যা আশানুরূপ না হলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটদাতাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

আজকে ভোটদাতাদের সর্বাধিক উপস্থিতির সংখ্যা ছিল পুণাতে। এখানে ৭০ শতাংশ ভোটদাতা ভোট দেন। রাজ্যসভার সদস্য শ্রীমোহন ধাড়িয়া (নব কংগ্রেস) পঞ্চমমুখী প্রতি-দ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছেন। লোক-সভা আসনে তিনি এই প্রথম লড়ছেন।

তিরুবনন্তপুরম, ৬ মার্চ—এখানে বে-সরকারীসূত্রে পাওয়া সংবাদে জানা যায়, কেরলে ১০টি লোকসভা নির্বাচন-কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ আজ শেষ হয়। বাকি ১টি আসনের ভোট ৯ মারচ নেওয়া হবে। আজ ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ ভোটদাতা ভোট দেন।

শহরে শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন (নির্দল) ও শ্রীদামোদরন পটটির (পি এস পি) সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ ছাড়া সারা রাজ্যে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল-ভাবেই ভোট গৃহীত হয়।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅচ্যুত মেনন, কেরল রাজ্য কমিউনিসট পারটির সম্পাদক এবং ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ই এম এস নামবুদিরিপাদ, ভূতপূর্ব মন্ত্রী ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীদামোদরন পটটি শহরে ভোট-দাতাদের মধ্যে প্রথম ভোট দেন।

শ্রী পটটির প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন ভূতপূর্ব প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন। শ্রী মেনন সি পি এম ও আদি কংগ্রেসের সমর্থনে নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছেন। শ্রী মেনন নিজের রাজ্য থেকে এই প্রথম লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়ালেন। দিল্লির ভোটদাতা হওয়ায় তাঁর নিজের রাজ্য কেরলে তাঁর ভোট নেই।

কেরলের ১৯টি লোকসভা আসনের ৭টিতে নব কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। সি পি আই পরিচালিত ফ্রন্ট ও কেরল কংগ্রেসের সঙ্গে নব কংগ্রেসের সমঝোতা হয়েছে।

মহারাষ্ট্র

বোমবাই, ৬ মারচ—আজ সকালে বৃহত্তর বোমবাই-এর পাঁচটি নির্বাচন কেন্দ্র সহ ১৬টি নির্বাচন কেন্দ্রে লোক-সভার নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। আজ মহারাষ্ট্রে ভোট গ্রহণের তৃতীয় ও শেষ পর্যায়। আজ যে কয়টি কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হচ্ছে তার মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ৯০ লক্ষ।

আজ ১৬টি নির্বাচন কেন্দ্রে প্রার্থীর সংখ্যা ১০৩ জন। এঁদের মধ্যে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ডি আর চবন, সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের শ্রীজরজ ফারনানডেজ ও জেনারেল কে এম কারিয়াপ্পা, শ্রীনবল টাটা ও শ্রীমোহন ধারিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

রাজস্থান

জয়পুর থেকে খবর, শনিবার রাজস্থানে তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। আজকে ২১টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গৃহীত হচ্ছে। আজকের ভোটদাতাদের সংখ্যা ৩৩,৩৮,০০০। দুপুরের মধ্যে ২৫ থেকে ত্রিশ শতাংশ ভোটদাতা তাঁদের ভোট দিয়েছেন বলে জানা যায়।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

জম্মু ও কাশ্মীর

শ্রীনগর থেকে খবর, আজ জম্মু ও কাশ্মীরে দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ শুরু হলে অনন্তনাগে দুপুরের মধ্যে শতকরা প্রায় ৩৫ জন ভোট দেন।

এখানে তিনজন প্রার্থীর মধ্যে

খুনোর রাজনীতির বিরুদ্ধে ভোটের অস্ত্র প্রয়োগ করুন

—বরানগরে রেণু চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি

শনিবার বরানগর পোসট অফিস সংলগ্ন ময়দানে বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের কমিউনিসট প্রার্থী শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তীর সমর্থনে এক জনসভা হয়। এদিন সি পি এম-এর পক্ষ থেকে 'বরানগর বনধ'-এর ডাক দেওয়া হয়েছিল। 'সি পি এম-এর ডাকে সাড়া না দিয়ে জনসভায় সমবেত হওয়ার জন্য' শ্রীমতী চক্রবর্তী উপস্থিত শ্রোতাদের অভিনন্দন জানান।

শ্রীমতী চক্রবর্তী তাঁর দীর্ঘ ভাষণে বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার পর্যা-লোচনা করে বরানগরের জনসাধারণকে খুনীর অস্ত্রের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে ভোটের অস্ত্র প্রয়োগ করে সি পি এম'কে পরাজিত করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, যুক্ত ফ্রনটের কর্ম-সূচী রূপায়ণে বাধার জন্য যুক্ত ফ্রনটের পতন হয়নি। যুক্ত ফ্রনটের পতন হয়েছে সি পি এমের হত্যার রাজ-নীতির জন্য। সভায় সভাপতিত্ব করে শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ চ্যাটারজি।

অত্যাচারের অভিযোগ

—সি পি আই তুলছে

সি পি আই-এর ২৪-পরগণা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়, 'শ্রীজ্যোতি বসুর বরাহনগরে থাকার সময়েই গত শুক্র-বার শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের একজন সক্রিয় নির্বাচন কর্মী শ্রীফেলু দত্তকে অপহরণ করে সি পি এম-এর কেন্দ্রীয় নির্বাচনী অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি নিহত হয়েছেন বলে আমরা খবর পেয়েছি।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'জ্যোতিবাবু এক সপ্তাহ আগে ময়দানের জনসভায় শান্তিপূর্ণ এবং অবাধ নির্বাচনের কথা বলেছিলেন, এখন জনগণের রায়ের কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। সি পি এম অত্যাচারে সি পি আই-এর বহু সক্রিয় কর্মী বাড়ি ছেড়ে বাইরে কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। আর এই অত্যাচারের কলা কৌশল জ্যোতিবাবুই অনুমোদন করছেন।

আজ্জেল ইসপাত উপমন্ত্রী মহম্মদ সফি কুরেশী। তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীশশীমিন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। এই কেন্দ্রে ভোটদাতার সংখ্যা ৩,৯৩,৯৩৩। তেমন কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

শ্রী কে কে শাহ কলকাতায় আসছেন

স্টাফ রিপোরটার

কেন্দ্রীয় পূর্ত ও গৃহনির্মাণ মন্ত্রী শ্রী কে কে শাহ আজ রবিবার কলকাতায় আসছেন। নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি পশ্চিম বাংলায় থাকবেন।

আজ রাত্রে আবার ঠাণ্ডা বাড়বে

স্টাফ রিপোরটার

আজ রবিবার রাত্রে তাপমাত্রা হ্রাস পাবে এবং সারা দিন আকাশ পরিষ্কার থাকবে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে। শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.০ ডিগরি সেনটিগ্রেড ও সর্বনিম্ন ১৯.১ ডিগরি সেনটিগ্রেড।

আবশ্যক

পাটনা-স্থিত একটি মোজাইক টাইলস ফ্যাক্টরির জন্য

ওয়ার্কস ম্যানেজার
জেনারেল ফোরম্যান/সুপারভাইজর
হাইড্রলিক প্রেস অপারেটর
দক্ষ টেকনিশিয়ান আবশ্যক।

অনুরূপ অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। আকর্ষণীয় বেতনাদি। পূর্ণ বিবরণসহ অবিলম্বে দরখাস্ত করুনঃ—বক্স নং ২৫৯৯, আনন্দবাজার, কলি-১।

(এ)

ক্যালি-ক্লথ

ক্যালি-সিল্ক, ক্যালি-কুট, ক্যালি-নিট, ফুল ভয়েল, ভয়েল, অর্গান্ডি এবং এইচ টি ভয়েল, ছাপা ছিট এবং পুরুষদের শার্টিং, ধুতি ইত্যাদি

এখানে পাবেন

ঊষা-কমল

ক্যালি-ক্লথের খুচরা বিক্রেতা

১৫৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, গড়িয়াহাট

নামের নকল অনেক বেরিয়েছে, কিন্তু এর গুণের নকল নেই

ঠিক আসল নির্মল বার সাবানের মতই বাজারে নকল নির্মল বার সাবান বিক্রি হচ্ছে। নির্মল বার সাবানের জনপ্রিয়তার সুযোগ নিচ্ছে অসাধু সাবান-প্রস্তুতকারীরা। এটা বন্ধ করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা হচ্ছে।

সর্বদা পরিচিত, বিশ্বস্ত দোকান থেকেই আপনি নির্মল বার সাবান কিনবেন। দেখে নেবেন, কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেডের তৈরী খাঁটি নির্মল বার সাবান কিনা।

দ্বিতীয় টেসটে ভারত ও ওয়েসট ইনডিজ দল

পোর্ট অফ স্পেন, ৬ মারচ—আজ থেকে ভারত ও ওয়েসট ইনডিজ দলের দ্বিতীয় টেসট ম্যাচ শুরু হচ্ছে ভরতীয় দলের খেলোয়াড়দের নির্বাচনে কিছু রদ-বদল হয়। সুনিল গাভাসকর ও অশোক জাঁকড়কে ওপনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জয়ন্তিলাল ও জয়সীমাকে এই দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। নীচে দুই দলের খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হল:—

ওয়েসট ইনডিজ—জি সোবারস (অধিনায়ক); আর ফ্রেডারিকস, এস ক্যামাচো, আর কানহাই, সি লয়েড সি ডেভিস, এ ব্যাটে এম ফানডলে ডি হোল্ডার জি শিলিংফোরড ও জে নরিজ।

ভারতীয় দল—অজিত ওয়াড়েকর (অধিনায়ক); এস গাভাসকার, এ মংকড়, ডি সারদেশাই এস দুরানী আবিদ আলী ই সোলকর এস ভেঙ্কটরাঘবন পি কৃষ্ণমূর্তি, ই প্রসন্ন ও বি বেদী।

—রয়টার

দ্বিতীয় টেসট ম্যাচ

নিউজিল্যানডের ৪ উইঃ ২০৮ রান

অকল্যানড, ৬ মারচ—ইংলনড ও নিউজিল্যানডের দ্বিতীয় ক্রিকেট টেসট ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ইংলনডের প্রথম ইনিংস ৩২১ রানের জবাবে নিউজিল্যানড ৪ উইকেটে ২০৮ রান করে।

সপ্তম উইকেট জুটি এলান নট ও লেভরের সহযোগিতায় ১৪৯ রান যোগ হওয়ায় ইংলনড গতকাল বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। ইংলনডের প্রথম দিনে ৯ উইকেটে ৩১৭ রান ওঠে। দ্বিতীয় দিনে খেলার শুরুতে ইংলনড ৪ রানের বিনিময়ে বাকি উইকেট হারিয়ে ৩২১ রানে ইনিংস শেষ করে। নিউজিল্যানডের মিডিয়ম পেস বোলার বব কিউনিস এই ইনিংসে ৬টি উইকেট দখল করে বোলিংয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেন।

নিউজিল্যানডের ইনিংস শুরু করেন গ্রাহাম ডাউলিং ও গ্লেন টারনার। এই ওপনার জুটি মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির আগে ১৩৫ মিনিট খেলে দলের ৬৬ রান যোগ করে শুভ সূচনা করেন। টারনার ৬৫ ও ডাউলিং ৫৩ করেন। শেষের দিকে বারজেস ৫০ রান করে নট-আউট থাকেন।

স্কোর

ইংলনড : প্রথম ইনিংস—৩২১ (এ নট ১০১, পি লেভার ৬৪, ডলিভেরা ৫৮, এম কাউড্রে ৫৪; কিউনিস ৭৬ রানে ৬ উইঃ)।

নিউজিল্যানড—প্রথম ইনিংস

জি টারনার ক ও ব আনডারউড	৬৫
জি ডাউলিং ক ও ব আনডারউড	৫৩
বি কনডন ব আনডারউড	০
আর মরগ্যান ক ও ব আনডারউড	৮
এম বারজেস ব্যাটিং	৫০
এম স্লিমটন ব্যাটিং	২০
অতিরিক্ত	১২
মোট (৪ উইঃ)	২০৮

উইকেট পতন—১।৯১, ২।৯১, ৩।১২১, ৪।১৪২।

বোলিং—লেভার ১৫—৩—২৬—০; সাটলওয়ারথ ১১—২—৩০—০; আর উইলিস ১০—২—৩৭—০; আনডারউড ২৭—১১—৫৮—৪; ইলিংওয়ারথ ১৮—৪—৪৫—০। —রয়টার

আন্তঃ অফিস ক্রিকেট

শুক্রবার আন্তঃ অফিস ক্রিকেট লীগের তিনটি খেলার ফল অ্যান্ড সেল ফ্যাকটার, ডবলিউ বি স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোরডকে ৭৫ রানে, দেজ মেডিকেল ৮ উইকেটে এস আর ব্যাটলিবয়কে এবং সি ই এস সি ১ উইকেটে সিন্ধিয়া স্পোরটসকে হারায়।

গান অ্যান্ড পেল : ৮ উইঃ ১৫৪ এ চ্যাটারজি ৪০, টি রায় ৪০, এম চক্রবর্তী ৪৩ রানে ৪ উইঃ)। **ডবলিউ বি স্টে ইলেকট্রিসিটি : ৭৯** (টি রায় ২৪ রানে ৬ উইঃ); **এস আর ব্যাটলিবয় : ৪১** (এ গাঙ্গুলী ২৪ রনে ৭ উইঃ. এস মল্লিক ২২ রানে ৩ উইঃ)। **দেজ মেডিকেল : ২ উইঃ ৫০** (ডি ঘোষ ২০); **সিন্ধিয়া স্পোরটস : ৫ উইঃ ১২৫; সি ই এস সি : ৯ উইঃ ১২৭।**

বেহালা স্কাউট ও গাইডের বাৎসরিক স্পোরটস

বেহালা ভারত স্কাউট ও গাইডের বাৎসরিক স্পোরটস উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ২০০ মিঃ দৌ' রিলে রেস, সাইকেল চালনা, মিউজিক্যাল চেয়ার দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদিনের সব চেয়ে চিত্তকর্ষক অনুষ্ঠান ছিল 'ইচ্ছে মতন সাজো'। কব-বিবেশী স্কাউট—বিচারকের বিচারে প্রথম স্থান অধিকার করে। নবম বেহালা স্কাউট গ্রুপ দলগত চ্যাম্পিয়ানসিপের সম্মান অর্জন করে। সভাপতি ফাদার হুইচকম স্কাউট, গাউড, কব ও বুলবুলদের পুরস্কার বিতরণ করেন।

দীর্ঘ-মেয়াদী ভিত্তিতে ব্যবহৃত খালি এম এস ড্রাম ও পলিথিন কারবয়জ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক পক্ষগণ যোগাযোগ করিতে পারেন: বক্স নং ২৮১৬, আনন্দবাজার, কলিকাতা-১।

(এ)

আজ রবিবার

দোকান সারাদিন খোলা থাকবে।

আমাদের ANNUAL SALE এর সুযোগ নিন। ১০ %, ৩০ % কম।

হরলালকা

- কলেজ স্ট্রীট
- সূর্য সেন স্ট্রীট
- কলেজ স্ট্রীট (Y.M.C.A Bldgs.)
- চৌরঙ্গী
- ভবানীপুর
- গড়িয়াহাট জংশন

মোহনবাগান ও ইসটবেঙ্গলের প্রদর্শনা খেলার বিরতির সময় উভয় দলের খেলোয়াড়গণ পরলোকগত শ্রীপঙ্কজ গুপ্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। —নিজস্ব চিত্র

সাত দিন হকি খেলা হবে না

বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশন পরলোকগত পি গুপ্তের মৃত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সাত দিন কলকাতার মাঠে কোন হকি খেলা হবে না বলে ঘোষণা করেছেন।

পঙ্কজ গুপ্তের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি শ্রী এম দত্তরায় "শ্রীযুত গুপ্তের মৃত্যুতে আমি একজন প্রকৃত বন্ধু ও উপদেষ্টাকে হারালাম। বিশ্বের ক্রীড়া-সংগঠনে তাঁর তুল্য মেলা কঠিন। বাংলার বিভিন্ন খেলাধূলায় তাঁর দান অতুলনীয়।"

জলন্ধর থেকে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীঅশ্বিনী কুমার "ক্রীড়া-সংগঠনে তাঁর দীর্ঘকালের দান ঐতিহাসিক সমতুল্য। ভারতের অ্যামেচার স্পোরটসের তিনি অন্যতম প্রবর্তক। তাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের বিরাট ক্ষতি হল।"

দিল্লি থেকে ভারতীয় সুইমিং ফেডারেশনের সভাপতি এয়ার মারশাল অরজন সিং লিখেছেন, "শ্রীযুত গুপ্তের ভারতের ক্রীড়ায় দান অতুলনীয়। বিশেষ করে ক্রিকেট, হকি, ফুটবল ও ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের জন্যে তিনি দীর্ঘকাল প্রাণপাত পরিশ্রম করে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় ক্রীড়াজগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল।"

দিল্লি থেকে ভারতীয় জিমন্যাসটিক ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দয়াল লিখেছেন, "শ্রীযুত গুপ্ত ছিলেন ভারতের ক্রীড়াজগতের এক বিরাট পুরুষ। তাঁর মৃত্যুতে ভারতের ক্রীড়াজগতে যে ক্ষতি হল তা পূরণ হবে কিনা সন্দেহ।"

জলন্ধর থেকে এশিয়ান অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সভাপতি সরদার উমরাও সিং লিখেছেন, "পি গুপ্তের মৃত্যুতে জাতীয় ক্ষতি হল। তাঁর ব্যক্তিত্ব, সংগঠন-শক্তি ছিল অতুলনীয়। দীর্ঘ চার যুগের তিনিই ছিলেন ভারতের সকল খেলাধূলার কর্ণধার।"

এশিয়ান শুটিংয়ে

ভারতীয় তীরন্দাজ দল পাঠানোর চেষ্টা

দিল্লি, ৬ মারচ—আগামী ১৫ সেপটেমবর থেকে ২৫ সেপটেমবর কোরিয়ার সিউল শহরে দ্বিতীয় এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়ান সিপে তীর-ধনুকের প্রতিযোগিতাও হবে। ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন সেজন্য ভারতীয় শুটিং দলের সঙ্গে তীরন্দাজ দল পাঠাবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন। ভারতে কি ধরনের তীরন্দাজ আছেন, তা খুঁজে বের করবার জন্য জাতীয় শুটিংয়ের সঙ্গে তীর ধনুকের প্রতি-যোগিতারও ব্যবস্থা করেছেন।

—ইউ এন আই

পঙ্কজ গুপ্ত

দিকপাল ক্রীড়া সংগঠক

পঙ্কজ গুপ্তের বৈচিত্রময় জীবন

স্টাফ রিপোরটার

ক্যালকাটা মাঠে মোহনবাগান ও ইসটবেঙ্গলের হকি লীগ খেলার বিরতির সময়ের ব্যানড বাজনা হঠাৎ থেকে গেল। মোহনবাগানের ক্লাব পতাকা অর্ধনমিত করা হল। সারা মাঠে বিষাদের ছায়া—খেলোয়াড় সমেত সমস্ত দর্শকের মৌনব্রতের মাঝে বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা। সঙ্গে সঙ্গে খেলার ধারাবিবরণী প্রচারক অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আকাশবাণী মারফত ঘোষণা করলেন, ক্রীড়াজগতের দিকপাল পঙ্কজ গুপ্ত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

শনিবার প্রদর্শনী ম্যাচ হিসাবে আয়োজিত হকি লীগের ওই খেলা দেখার জন্যই শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত বিকেল সাড়ে তিনটায় তাঁর ১০ নম্বর তালবাগান লেনের বাড়ি থেকে গাড়ি করে যাত্রা করেছিলেন। পারক স্ট্রীট ও সারকুলার রোডের কাছাকাছি এসে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। গাড়ি ধাবিত হয় উল্টোমুখে, বাড়ির দিকে। বাড়িতে পৌঁছবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। ডাক্তার ডাকারও সুযোগ মেলে না। এ মৃত্যু যেন খেলা-ধূলার মধ্য দিয়ে মৃত্যু—ক্রীড়া সংগঠনে ৭০ বছরের উৎসর্গীকৃত এক কর্মবহুল জীবনের অবসান।

ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে তো বটেই, বিশ্ব ক্রীড়াক্ষেত্রেও 'পঙ্কজ গুপ্ত' একটি স্মরণীয় নাম—ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন ব্র্যাডম্যান আদর করে তাঁকে ডেকেছেন 'পিটার গুপ্ত' বলে।

ভারতের খেলাধূলার কোন্ বিভাগে পঙ্কজ গুপ্তের সংগঠন-শক্তির পরিচয় নেই? পৃথিবীর কোন্ দেশে নেই ক্রীড়া সংগঠক হিসাবে তাঁর সপ্রশংস স্বীকৃতি? বলতে গেলে হকি, ক্রিকেট, ফুটবল দল নিয়ে সারা বিশ্বই তিনি সফর করেছেন। একবার নয়, বহুবার। ১৯৩২-এর লস এনজেলস অলিম্পিক থেকে শুরু করে বার্লিন, লনডন, হেলসিংকি, মেলবোরন, রোম, টোকিও, মেকসিকো—কোনও অলিম্পিকই বাদ যায়নি। বাদ যায়নি এশিয়ান গেমস এবং কমনওয়েলথ গেমসও। প্রায় সব যায়গায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কোথাও ম্যানেজার, কোথাও সহকারী ম্যানেজার হিসাবে। আবার কোথাও বা ডেলিগেট হিসাবে। বিশ্ব ফুটবল কংগ্রেসে দু'বার ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ফুটবল দল নিয়ে গিয়েছেন সোভিয়েট রাশিয়ায়ও। ক্রিকেট দলের ম্যানেজার হিসাবে ১৯৪৬ ও ১৯৫২ সনে ইংলনড এবং ১৯৪৭-৪৮ সনে অসট্রেলিয়া সফর করেছেন। আর হকি দল নিয়ে সফর করেছেন ইউরোপ, আমেরিকা, অসট্রেলিয়া ও নিউজিল্যানডের বহু দেশ। ইউরোপীয় সদস্য প্রভাবিত আই এফ এ-র সর্বপ্রথম বৈদেশিক সফরেও ম্যানেজার ছিলেন পঙ্কজ গুপ্ত। ১৯২৪ সনে আই এফ এ দল যখন জাভা সফর করে তখন ম্যানেজার হিসাবে নির্বাচিত পঙ্কজ গুপ্তের বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর।

খেলাধূলার প্রতিটি ক্ষেত্রে—ফুটবল, ক্রিকেট, হকিতে; মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লক্রীড়া, টেবল টেনিস, সাঁতার ও অ্যাথলেটিকসে সর্বভারতীয় সংঘ গঠনেও শ্রীগুপ্তের অবদান অনস্বীকার্য। প্রায় সমস্ত ক্রীড়া-সংস্থার কোনো-না-কোনো সময় কর্তৃত্ব করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। কখনও সভাপতি হিসাবে, কখনও সম্পাদক হিসাবে, কখনও সহ-সভাপতি হিসাবে। কিন্তু ক্রীড়া-প্রশাসনের এক সময়ের কিং মেকার পঙ্কজ গুপ্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোরড ও হকি ফেডারেশনের কিং হননি অন্য কারণে।

মৃত্যুকালে তিনি বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি, ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি, বেঙ্গল অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সভাপতি এবং বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন।

পঙ্কজ গুপ্তের আদি বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার দক্ষিণ বিক্রমপুরের সগর গ্রামে। ছোটবেলা থেকেই খেলাধূলার শখ ছিল। জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার স্বপ্ন ছিল। ঢাকা জগন্নাথ ইনটারমিডিয়েট কলেজের পড়া ছেড়ে মাত্র পাঁচটি টাকা নিয়ে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে আই-এ এবং বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি-এ পাস করবার পর তিনি আই এফ এ প্রশাসনে প্রবেশ করেন স্মোরাটিং ইউনিয়ন ক্লাবের প্রতিনিধি হিসাবে। তারপর খেলা-ধূলার নানা সংস্থায়, এবং হকি আমপায়ার ও ফুটবল রেফারি হিসাবেও প্রতিষ্ঠা।

বলতে, কইতে, লিখতে যেমন পটু ছিলেন, তেমন প্রত্যুৎপন্নমতি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অসাধারণ সংগঠন-শক্তিরও অধিকারী ছিলেন পঙ্কজ গুপ্ত। জীবনের বৃত্তি হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ক্রীড়া-সাংবাদিকতা। অধুনালুপ্ত অ্যাডভানস এবং অমৃতবাজার, হিন্দু প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকা এবং হিন্দুস্থান স্ট্যানডারডেও অলিম্পিক খবর পরিবেশন করেছেন বিভিন্ন অলিম্পিক অঙ্গন থেকে।

দিনে ১৮/১৯ ঘণ্টা পরিশ্রম করেছেন। ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব স্থাপন এবং ক্লাবের মাধ্যমে ইডেন উদ্যানে স্টেডিয়াম তৈরি পঙ্কজ গুপ্তেরই পরি-কল্পনা। কিন্তু লক্ষাধিপতি রাবণ যেমন স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করে যেতে পারেননি তেমনি পঙ্কজ গুপ্তও পারেননি ইডেনের স্বর্গোদ্যানে সুরম্য ক্রীড়া-নিকেতন তৈরি করতে। অনেক বাধা পেয়েছেন। কিছু কিছু মানসিক আঘাতও।

খেলাধূলার অসাধারণ সংগঠন-শক্তির জন্য ব্রিটিশ সরকার পঙ্কজ গুপ্তকে এম বি ই উপাধি দিয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতে কোন সম্মান পাননি। কিন্তু ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে পঙ্কজ গুপ্তর অবদান এত বেশী যে, শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-ইতিহাস নতুনভাবে লেখা সম্ভব হলেও পঙ্কজ গুপ্তকে বাদ দিয়ে ভারতের ক্রীড়া-ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়।

রবিবার সকাল ৮টায় তালবাগান লেনের বাড়ি থেকে পঙ্কজ গুপ্তর মরদেহ শোকযাত্রা সহকারে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে নিয়ে গিয়ে তাঁর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

মোহনবাগানের টেনিস কারনিভাল স্থগিত

পঙ্কজ গুপ্তর মৃত্যুতে মোহনবাগান ক্লাবের টেনিস কারনিভাল স্থগিত রাখা হয়েছে। ৭ মারচ রবিবার ক্লাব মাঠে কারনিভাল হবার কথা ছিল।

চালিহার মৃত্যুতে শোকসভা

সম্প্রতি শিলচর মেডিকেল কলেজের কর্মী ও ছাত্ররা এক শোকসভায় পরলোকগত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিমলা-প্রসাদ চালিহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ। সভায় পরলোকগত নেতার পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান হয়।

দ্বিতীয় ক্রিকেট টেসট ম্যাচ

প্রথম বলেই একটি উইকেট লাভ

পোরট অফ স্পেন, ত্রিনিদাদ, ৬ মারচ—ভারত ও ওয়েসট ইনডিজের দ্বিতীয় ক্রিকেট টেসট ম্যাচে ওয়েসট ইনডিজ দলের অধিনায়ক সোবারস টসে জয়ী হয়ে ব্যাট গ্রহণ করলেও ভারতের ভাগ্যে সুচনা খুবই ভাল হয়। ভারত প্রথম বলেই একটি উইকেট পায়। ওয়েসট ইনডিজের রয় ফ্রেডারিকস ও স্টিভ কামাসো প্রথম ব্যাট করতে নামলে আবিদ আলি প্রথম বল করেন ও তাঁর প্রথম বলেই ফ্রেডারিকস এল বি ডবলিউ করে আউট হন (০-১-০), রোহন কানহাই খেলতে নামেন। তিনি দ্বিতীয় বলে তিন রান করেন। পরেই কামাসো আবিদ আলির বল কাট করলে লেগ স্লিপে ক্যাচ ওঠে। সোলকার তা ধরতে পারেন না ফলে চার রান হয়। আধ ঘণ্টার খেলায় ওয়েসট ইনডিজের ১ উইকেটে ২৪ রান হয়। কনহাই ১৫ রান ও কামাচো ৯ রান করে নট আউট থাকেন।

ওয়েসট ইনডিজ—প্রথম ইনিংস

ফ্রেডারিকস এল বি ডবলিউ ব আবিদ আলি	০
এস ক্যামাসো ক সোলকার ব বেদী	১৮
আর কানহাই ক সোলকার ব প্রসন্ন	৩৭
লয়েড ব আবিদ আলি	৭
সি ডেভিস নট-আউট	১
জি সোবারস নট-আউট	১৫
অতিরিক্ত	০
মোট (৪ উইঃ)	৮৬

উইকেট পতন—১।০, ২।৪২, ৩।৬২, ৪।৬২।

ব্রাইট হ্যানোভার ভারতের শ্রেষ্ঠ অশ্ব!

অশ্বঘোষ

দি ইনডিয়ান টারফ ইনভিটেশন কাপ জিতেছে ব্রাইট হ্যানোভার। কলকাতার আপনাপ্রিয় অশ্ব রয়েল চ্যালঞ্জ কলকাতার সম্মান বাঁচাতে পারেনি। এমন কি দ্বিতীয়ও হতে পারেনি। জ্যাকপট হয়েছে ১টি টিকিটে। পেয়েছে নএকমাত্র ভাগ্যবান—৩৪৭৮১৪ টাকা পেয়েছেন তিনি।

ফলাফল

১ম বাজী ॥ বার্থ ডে গীফট, ত্রিভিউ, গোল্ড গানার। উঃ ২১ টা, প্লেঃ ১৩ টা, ৩৩ টা, কুইঃ ৫৭.৫০ পঃ

২য় বাজী ॥ বিশাল, ওয়েল আরমড, রয়েল ভিক্টোরি। উঃ ২০ টা, প্লেঃ ১৪ টা, ২৫ টা, কুইঃ ৬৪.৫০ পঃ

৩য় বাজী ॥ ওয়াটার বারড, জেমন্ড বনড, গ্র্যাটিচ্যুড। উঃ ২৭ টা, কুইঃ ২৩ টা

৪র্থ বাজী ॥ মেক হে, কিংস হুসার, অমৃত। উঃ ৯১ টা, প্লেঃ ২৭ টা, ১৬ টা, ২৩ টা, কুইঃ ১৬৭ টা

৫ম বাজী ॥ ব্রাইট হ্যানোভার স্পেস বাউনড, রয়ে চ্যালেঞ্জ। উঃ.৩৮ টা, প্লেঃ ১৩ টা, ৭৫ টা, ১১ টা, কুইঃ ১৭৯.৫০ পঃ

৬ষ্ঠ বাজী ॥ ত্রিমূর্তি হাইড্রোফাইল, কিংস কাউনসিল। উঃ ৫৩ টা, প্লেঃ ২৩ টা, কুইঃ ৩২ টা

৭ম বাজী ॥ ইয়ং টার্ক, গে টাইম, হ্যালো মিঃ। উঃ ২৫ টা, প্লেঃ ১৩ টা, ১১ টা, ২২ টা, কুইঃ ৪০.৫০ পঃ

৮ম বাজী ॥ মন্টানা, দি পেনিটেন্ট, ইনডিয়ান রোপস্টিক। উঃ ৪৮ টা, প্লেঃ ১৭ টা, ২১ টা, ৩০ টা, কুইঃ ১৩৭ টা

১ম ডাবল : ২২৪.৫০ পঃ; ২য় ডাবল : ৪৪৬ টা; **৩য় ডাবল : ৮৬ টা: টি টি :** ৬৫টি টিকিটে ১৭১৯ টা; **জ্যাকপট :** ১টি টিকিটে ৩৪৭৮১৪ টা

বিভিন্ন ক্রীড়া ও দৌড় প্রতিযোগিতা

বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আগামী ৭ মারচ সকাল ৭টা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে আরম্ভ হবে।

৫ মাইল দৌড়

রিষড়া ব্যায়াম সমিতির ৫ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা আগামী ১৪ মারচ সকাল ৭টায় আরম্ভ হবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সমিতির সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

রক্ষামণি স্মৃতি শীলড ফাইন্যাল

হুগলি ব্যাকসরে উদয় সঙ্ঘ পরিচালিত রক্ষামণি স্মৃতি শীলড ফুটবল প্রতি-যোগিতার ফাইনাল খেলায় আনন্দময়ী স্পোরটিং ক্লাব ২—০ গোলে উদয় সঙ্ঘকে হারিয়েছে। শ্রীযুত সাতকড়ি মুখার্জী সভাপতির আসন গ্রহণ করে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিজয় মাঞ্জেকারকে নাইরোবি জিমখানার আজীবন সভ্যভুক্ত

বোমবাই, ৬ মারচ—ভারতীয় টেসট খেলোয়াড় বিজয় মাঞ্জেকারকে নাইরোবি জিমখানার আজীবন সভ্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। নাইরোবি জিমখানার সভা-পতি শ্রীশারফ রাতি এই কথা ঘোষণা করেন। —পি টি আই

মোহন বাগানের আর একটি শক্ত বাধা অতিক্রম

ইসট বেঙ্গলের প্রথম পরাজয়

স্টাফ রিপোরটার

মোহনবাগান—১ : ইসটবেঙ্গল—০ (টি শেরথাঁ)

বিরতির পাঁচ মিনিট আগে সেনটার-ফরোয়ারড তৌফিক শেরথাঁ বিপক্ষ ব্যাক মমতাজ হোসেনের ত্রুটির সুযোগে যে গোল করেছিলেন, ওই এক গোলের সুত্রেই গতবারের চামপিয়ন মোহনবাগান লীগের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ খেলায় চির-প্রতিদ্বন্দ্বী ইসটবেঙ্গলকে ১—০ গোলে হারিয়ে এবারে লীগ জয়ের পথ অনেকটা সহজ করে ফেলেছে। ইসটবেঙ্গল দলের এটি প্রথম পরাজয়।

স্থানীয় জনপ্রিয় ও কুশলী খেলোয়াড়-পুষ্ট দল দুটির খেলা দেখার জন্য সর্বাধিক দর্শক সমাগম হয়েছিল। উত্তেজনা ও উন্মাদনার ঘাটতিও ছিল না মাঠে। তবে আক্রমণ রচনার ক্ষেত্রে দু' দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা যোগাযোগসূত্র হারিয়ে ফেলায় ৬০ মিনিটব্যাপী খেলার চার-পাঁচটির বেশি গোল করার মত সুযোগ হয়নি। নিতান্তই মামুলি খেলা দেখে দর্শকেরাও আশাহত হয়েছেন।

প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় ক্রীড়াজগতের সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তি ও কৃতী পুরুষ পঙ্কজ গুপ্তের মৃত্যু-সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় মাঠে এক বিষাদের ছায়া নেমে আসে। বিরতির সময় খেলোয়াড় এবং দর্শকেরা দু' মিনিট মৌন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

মোহনবাগানের জয়লাভ ক্রীড়াধারার সঙ্গতিসূচক ফলাফল সন্দেহ নেই। গুরুবক্স পরিপূর্ণ আস্থা সহকারে শেষে রক্ষণভাগের প্রচণ্ড অধিকাংশ সময় অটুট রেখেন। নিজ দলের আক্রমণ রচনার পথে সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেন নিষ্ঠা সহকারে। পুরোভাগে অশোককুমারের সর্পিল ও তীব্র গতিবেগ ইসটবেঙ্গল রক্ষণভাগকে সর্বাধিক উদ্বিগ্ন করে। সইদ নুর মাঝে মাঝে অশোককুমারের একক দাপটে দোসর হন বটে, তবে তিনি অন্য দিনের মত খেলতে পারেননি।

ইসটবেঙ্গলের ব্যর্থতার প্রধান কারণ পুরোভাগের সম্মিলিত প্রচেষ্টার অভাব। গোবিন্দের প্রাণঘাত পরিশ্রম সতীর্থদের সহযোগিতার অভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিপক্ষ গোলমুখে খেই হারিয়ে ফেলে। দ্বিতীয়ার্ধে জারনেল সিং অবশ্য আস্থা ভরে খেলে দলের অধিক গোলে পরাজয়ের পথে বাধা দিয়েছেন।

মাঝ-মাঠে সামাবদ্ধ সংযোগহীন খেলার সূচনায় মোহনবাগান একটি পেনালটি করনার লাভের পর গোলটি হবার কিছু আগে টি শেরথাঁ দূরত্ব কোণ থেকে স্কুপ করে গোল করার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। এর পর টি শেরথাঁ পরবর্তী গোলের প্রচেষ্ট ইসটবেঙ্গল রক্ষণভগের দৃঢ়তায় হাতছাড়া হয়।

দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় ইসটবেঙ্গল কিছু সময় গোল পরিশোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। একটি পেনালটি করনার ও কামার আলির তীব্র হিট গোলরক্ষক এস মুখার্জি প্রতিরোধ করেন। মাঝামাঝি সময়ে অশোক ও সইদ নুরের যুগ্ম প্রচেষ্টায় অশোককুমার একটি সুন্দর গোলের সুযোগ পান, কিন্তু তীব্র হিট করতে না পারায় গোলের সুযোগ নষ্ট হয়।

মোহনবাগান—এস মুখার্জি; গুরুবক্স ও সুখরায়, রাজকুমার, ডি পেজ ও রাহমত; ডিন, অশোককুমার, টি শেরথাঁ, সইদ নুর ও ওসমান।

ইসটবেঙ্গল—পি কাপুর; জারনেল সিং ও মমতাজ হোসেন; হালাপ্পা, জেনিংস ও ওয়াহেদ; কামার আলি, সুখদর্শন, গোবিন্দ, চাঁদ সিং ও শিব দত্ত।

ই আর এ এ দলের দ্বিতীয় পয়েনট

ই আর এ এ—০ : বি এন আর—০

শনিবার মোহনবাগান মাঠে প্রথম খেলায় ই আর এ এ ও বি এন আর দলের গোলশূন্য অবস্থায় খেলা শেষ হওয়ায় ই আর এ এ দলকে দ্বিতীয় পয়েনট হারাতে হল। এর আগে একটানা ১২টি জয়ের পর রাজস্থান দলই ই আর এ এ-র কাছে প্রথম পয়েনট আদায় করে।

দুই রেক দলের খেলা প্রথম থেকে শেষ অবধি আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণের মধ্যে চলে বলেই খেলার শেষ মুহূর্ত অবধি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় থাকে। দু' দলের কাছেই কয়েকটি বেশ সহজ গোলের সুযোগ এসেছিল, কিন্তু পুরোভাগের ব্যর্থতার জন্য কোন পক্ষই গোল করতে পারে না। তা হলেও ই আর এ এ দলের দলগত সংগঠন বিপক্ষ দলের চাইতে বেশ কিছুটা উন্নত ছিল।

পাঁচ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা

রিষড়া ব্যায়াম সমিতি পরিচালিত রতনকৃষ্ণ হড় স্মৃতি পাঁচ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা আগামী ১৪ মারচ সকালে হবে। যোগদানের শেষ দিন ১১ মারচ। বিশেষ বিবরণের জন্য সম্পাদক, রিষড়া ব্যায়াম সমিতি, পোঃ রিষড়া, হুগলি এই ঠিকনায় খোঁজ নিতে হবে।

উপার্জন ছুটি

বৈদেশিক সহযোগিতায় পরিচালিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে বার্ষিক শতকরা ১২ টাকায় আপনার অর্থ বিনিয়োগ করুন। কোম্পানির ব্যালান্সসীট সহ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক নির্ধারিত পূর্ণ বিবরণ ও তথাবলী ইচ্ছুক বিনিয়োগকারীরা পাইতে পারেন।

যোগাযোগ করুন—

এ আর ব্যানার্জী

৪, ম্যাঙ্গো লেন (৭ম তল)

কলিকাতা-১

RAJASTHAN STATE LOTTERIES

৬-৩-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত

প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

১,০০০ টাকার একটি পুরস্কার টিকিট নং A-357539. প্রত্যেকটি ৫০০ টাকার চারটি পুরস্কার টিকিট নং B-175969, C-199751, D-406616 এবং E-140074.

অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০ টাকার ২০টি সান্ত্বনা পুরস্কার

ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারিজ রাজস্থান জয়পুর।

চাই

একটি অগ্রণী ব্যাটারি প্রস্তুতকারক কম্পানি তাঁহাদের গৌহাটি অফিসের জন্য নিম্নোক্ত পদগুলির নিমিত্ত দরখাস্ত আহ্বান করিতেছেন:

১। একজন অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট
২। একজন ব্যাটারি সার্ভিসম্যান
৩। একজন হেলপার-কাম-পিওন
৪। একজন ওয়াচম্যান

যোগ্যতা, অভিজ্

আহত কংগ্রেস প্রার্থীর মৃত্যু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গুলি ঘটনাস্থলের কাছে পাওয়া গিয়েছিল।

এঁদিন আদি কংগ্রেসের ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সভাপতি শ্রীশোভেন বসুমল্লিক অভিযোগ করেছেন, হাসপাতালে শ্রীঘোষের মৃত্যুর পরও কোনও সিনিয়র পুলিশ অফিসার হাসপাতালে যাননি। পুলিশ তাঁর কাছ থেকে কোনও মৃত্যুকালীন জবানবন্দীও নেয়নি।

শ্রীঘোষকে নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২ জন আদি কংগ্রেস নেতা নিহত হলেন। বৃহস্পতিবার রাত্রে প্রদেশ কংগ্রেসের (আদি) সহ-সভাপতি শ্রীবিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় হাওড়ায় ছুরিকাহত হয়ে নিহত হন। শ্রীঘোষের বয়স হয়েছিল ৫১।

শ্রীঘোষ ১৯২০ সালে পূর্ববঙ্গে নরসিংহ জেলার টাঙ্গাইল জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই শ্রীঘোষ স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁকে কয়েকবার গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫৩ সাল থেকে তিনি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একবার তিনি রাজ্য বিধান পরিষদে কংগ্রেস প্রার্থী রূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর এক ছেলে, তিন মেয়ে এবং স্ত্রী বর্তমান।

দমদম বন্ধ

ঘটনার ভোর থেকেই দমদম জেশোহর রোড এলাকার বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। লেক টাউন, বাগুরে এভেনিউ, পাতিপুকুর, গোবরাডাঙ্গা এলাকায় দোকানপাট, হাটবাজার, স্কুল-কলেজ সবই বন্ধ। বেলা যত বাড়তে থাকে ততই চারদিকে উত্তেজনা ও আতঙ্ক। একের পর এক বাসগুলি তুলে নেওয়া হতে থাকে। উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে কিছু সময়ের জন্য যানবাহন চলাচলও ব্যাহত হয়। বহু কংগ্রেস কর্মী, স্থানীয় অধিবাসী, ছাত্রছাত্রীরা আর জি কর হাসপাতালে গিয়ে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন। পথে পথে ধিক্কার মিছিল বার হতে থাকে।

সেই অভিশপ্ত রাত্রি

শুক্রবার রাত ১০-৫৫ মিনিট নাগাদ নাগের বাজারে কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে নির্বচন সংক্রান্ত বৈঠক সেরে শ্রীঘোষ তার গাড়ি করে বাড়ি ফেরেন। সঙ্গে বহুদিনের সঙ্গী ড্রাইভার পণ্ডিতজী ও একজন যুব কংগ্রেস কর্মী শ্রীতপন স্নেনগুপ্ত। পাতিপুকুর এস কে দেব রোড হয়ে ১৪ নম্বর পঞ্চাননতলা রোডের তার নিজের বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই জনা পাঁচেক যুবক তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোনরকম আত্মরক্ষার সুযোগ না দিয়েই মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়। তিনি মাটিতে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার দেহের বিভিন্ন জায়গায় ছুরিকাঘাত করা হয়। রক্তাপ্লুত অবস্থায় গাড়ির চালক ও শ্রীসেনগুপ্ত ধরাধরি করে শ্রীঘোষকে তাঁর বসার ঘরে নিয়ে আসেন। লেক টাউন থানায় ফোন করা হয়। এর পর রাত ১১টা নাগাদ আর জি কর হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় পাঁচঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ডোর ৪-২৫ মিনিট নাগাদ শ্রীঘোষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

'আমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যেও না

বহুদিনের স্মৃতি বিজড়িত পাতিপুকুর এলাকায় শ্রীঘোষের অনেক কাজ। এখানে তিনি প্রাইমারি স্কুল, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রদের বহু অর্থ দিয়েছেন। অভিযোগে প্রকাশ সেখানেই তাঁর পরিচিত আততায়ীদের হাতে তিনি ছুরিকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলেন। হাসপাতালে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি বলেন, 'মৃত্যুর পর আমাকে যেন ওই পাতিপুকুরের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া না হয়।'

পীযূষবাবুর বাড়িতে

এঁদিন বিকালে নিহত নেতা পীযূষবাবুর বাড়িতে যখন আমরা যাই, তখন বড় বাড়িটি জুড়ে যেন অসীম নিস্তব্ধতা। সামনে কয়েকজন 'হেলমেটধারী' সি-আর-পি। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঘোরা জনতা। সকলের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। পাতিপুকুর রেল ব্রিজের মুখে সব লরি, ট্যাকসি আটক। জনতা রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে। খবরের কাগজের লোক বলতেই ওরাই ছেড়ে দিল। এস কে দেব রোড ধরে অল্প একটু এগুতেই আবার ভিড়। বাঁয়ে ঘুরেই পঞ্চানন তলা রোড। তারই ১৪ নম্বর বাড়িটিতে আগে নানা অনুষ্ঠানে গিয়েছি। কিন্তু এদিনের বাড়িটি দেখে মনে হচ্ছিল যেন মৃত্যুপুরী। ভিতরে সব কিছু অগোছালো। শ্রীঘোষের বহুদিনের বন্ধু শ্রীনারায়ণ কাঞ্জিলাল প্রায় উন্মাদের মত। তিনি জানালেন পীযূষবাবুকে নিয়ে রাত ৮টা নাগাদ নগেরবাজার গিয়েছিলাম। পারটি অফিসে অনেকক্ষণ ধরে হাসিগল্প করেছেন আপনভোলা পীযূষবাবু। তারপর অন্যান্য দিনের মত বিদায় দিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছি। আজ সকালে রেডিওতে তার খবর শুনলাম। তবুও এসেছি। বহুদিনের অভ্যেস। এর পর তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

পীযূষবাবুর গৃহভৃত্য কৃষ্ণচরণ জানালেন,—বাড়িতে বাবুর শালাবাবু ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা কয়দিন আগেই কলকাতায় গিয়েছিলেন। বাবুর গাড়ির হরন শোনার জন্য কান খাড়া রাখতাম। গাড়ি এল। বাবুও এলেন। কিন্তু এক বীভৎস দৃশ্যের কথা মনে পড়তেই কৃষ্ণচরণ কেমন যেন আঁৎকে উঠলেন। বলল কেমন ভয় করছে। ভয়ে বাবুর ঘরে পর্যন্ত ঢুকতে সাহস হচ্ছে না।

পুলিশকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু...,

তিনি আরও জানালেন, বাবুকে ধরাধরি করে আমরা ঘরে নিয়ে বসে-ছিলাম। পাশেই লেক টাউন থানা। কিন্তু পুলিশের একটি গাড়ি এল ঘণ্টাখানেক পর। এসেই রাউনড দিয়ে চলে গেল। একজন অফিসার শুধু জিজ্ঞাসা করলেন বাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিনা?

জনসাধারণের অভিযোগ

স্থানীয় অনেকে অভিযোগ করলেন, পীযূষবাবুকে কোন 'পুলিশ প্রোটেকশন' দেওয়া হয়নি। পীযূষবাবু চেয়েছিলেন অন্ততঃ তার বাড়ির সামনে পুলিশ পিকেট থাক। কিন্তু লেক টাউন থানা কর্তৃপক্ষ তা না করে কিছু দূরে 'সি-আর-পি' পিকেট বসান। দমদম থানার একজন অফিসারও নাকি পীযূষবাবুকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, আপনি এ বিষয়টি নিয়ে এস-পি'র সঙ্গে কথা বলুন। কারণ, আপনি খুব নিরাপদ নন। ঘটনার দিন রাত্রে ওই অঞ্চলে একটি 'মুড়ু চাই' ধ্বনি এবং মিছিলকারীদের হাতে ধারালো অস্ত্র দেখে রিনি লেক টাউন থানার টেলিফোন করে পীযূষবাবুর বাড়ির সামনে একটি পিকেট রাখার জন্য বলেছিলেন।

শোক মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি জানান, অপরাহ্ণ ৫টা ২৫ মিঃ নীলরতন সরকার হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ নিয়ে এক শোক মিছিল শ্রীঘোষের বাসস্থান দমদম অভিমুখে যাত্রা করে। বেলা ১১টা নাগাদ আর জি কর হাসপাতাল থেকে ময়না তদন্তের জন্য নীলরতনে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

আর জি কর হাসপাতালে শ্রীঘোষকে দেখার জন্য সকালে সর্বশ্রী প্রতাপচন্দ্র চন্দ, নির্মলেন্দু দে, বীরেন সেন, সৌরীন্দ্রনাথ মিশ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যান। রাতে মৃতদেহ চৌরঙ্গীতে কংগ্রেস ভবনে নিয়ে আসা হলে ওই সব নেতৃবৃন্দ শবাধারে মাল্যদান করেন। এখানে প্রচুর ভিড় হয়।

নীলরতন সরকার হাসপাতাল থেকে লরি করে শ্রীঘোষের মৃতদেহ দমদম নিয়ে যাওয়া হয়। শোক মিছিলে বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী ছাড়াও বহু লোক যোগ দিয়েছিলেন। যশোর রোড ধরে মিছিল যখন নাগের বাজার কংগ্রেস অফিসের দিকে এগিয়ে চলে তখন জনতার ভিড় এত হয়েছিল যে, ভিড় সামলাতে কংগ্রেস কর্মীদের হিমসিম খেতে হয়। শোক মিছিলটি এস কে দেব রোডে শ্রীঘোষের বাড়ির কাছে এলে উপস্থিত জনতা কান্নায় ভেঙে পড়েন। স্থানীয় স্কুল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালাদান করা হয়। পরে সেখান থেকে দমদম রোড, আর এন গুহ রোড হয়ে দমদম গোরাবাজার যায় এবং পরে কংগ্রেস ভবনে আসে। মিছিলে সর্বশ্রী শোভেন বসু মল্লিক, কানাইলাল ঘোষ, নির্মলেন্দু রায় প্রমুখ ছিলেন।

কংগ্রেস ভবনে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে শবাধারে মাল্যদান করা হয়। ওখান থেকে শেষ যাত্রা কেওড়াতলায়। সেখানেই শ্রীঘোষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

আদি প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদকের অভিযোগ

রাজ্য কংগ্রেসের (আদি) সাধারণ সম্পাদক শ্রীসৌরিন্দ্রমোহন মিশ্র এক বিবৃতিতে জানান, 'উত্তর কলকাতার কয়েকশ' কংগ্রেস কর্মী আজ মধ্য কলকাতার জোড়াসাঁকো থানায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় তাদের নিকট সংবাদ আসে যে, তাঁদের প্রিয় নেতা পীযূষ ঘোষ পরলে কগমন করেছেন। এই সংবাদে বিক্ষুব্ধ কর্মীরা বিকাল ৪টা পর্যন্ত উত্তর কলকাতার বিধান সরণী ও বিবেকানন্দ রোডের সন্নিহিত অঞ্চলে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে হরতাল ঘোষণা করেন। এলাকার প্রতিটি নাগরিক এই হরতালে সতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেন বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে দোকানপাট, যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে হরতাল শেষ হওয়ার মাত্র আধ ঘণ্টা আগে হঠাৎ জোড়াসাঁকো থানার ও-সি পুলিশ-বাহিনী নিয়ে বিবেকানন্দ রোড ও বিধান সরণী সংযোগস্থলে উপস্থিত হন—তিনি ঐ স্থানে অবস্থানকারী বিক্ষোভকারীদের স্থান ত্যাগের আদেশ জানান, অন্যথায় গ্রেপ্তারের হুমকী দেন। যে হরতাল আগাগোড়া শান্তি-পূর্ণ ছিল সেই হরতাল ভাঙ্গার ব্যাপারে পুলিশের এই প্ররোচনাকর ব্যাগ্রতায় আমরা বিস্মিত—আমরা এর তীব্র নিন্দা করি।'

জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিযোগ

আদি কংগ্রেসের অন্যতম নেতা, জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীশোভেন বসু মল্লিক এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, বার বার পুলিশ পাহারা চাওয়া সত্ত্বেও শ্রীপীযূষ ঘোষকে তা দেওয়া হয়নি। শ্রীঘোষ এ ব্যাপারে রাজ্য পুলিশের আই-জি এবং স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছেও চিঠি লিখেছিলেন।

শ্রীবসু মল্লিক জানান, শ্রীঘোষের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শনিবার বহু লোক দমদম থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান।

খুনে রাজনীতি প্রতিরোধে আহ্বান

দক্ষিণ দমদম পৌরসভার সদস্য সর্বশ্রী মতিলাল মৈত্র, গোপী সাহা ও মোহিত চ্যাটার্জি এক বিবৃতিতে বলেন, পীযূষচন্দ্র ঘোষকে নৃশংসভাবে হত্যার ভিতর দিয়ে রাজনৈতিক হত্যার ভয়াবহ সংক্রমণ আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। আমরা এই হত্যার নিন্দা করার ভাষা খুঁজে পাই না।

সন্ত্রাস সৃষ্টির পিছনে সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার অভিযোগ

এ বি টি এ কো-অরডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে বীণা চৌধুরী, শ্যামাপদ ঘোষাল ও দেবপ্রসাদ সরকার এক বিবৃতিতে শ্রীঘোষের হত্যার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে দুষ্কৃত-কারীদের অনুসন্ধান করে দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

মুজিবর ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার কথা বলেননি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাহেবের সঙ্গে তিনি ক্ষমতা ভাগ করে নিতে প্রস্তুত বলে প্রচারিত সংবাদের সত্যতাও শেখ মুজিবর অস্বীকার করেন।

একটি মার্কিন সংবাদ সংস্থা ঐ খবর প্রচার করে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতার দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করা হলে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, এই খবর 'বোল আনা মিথ্যা ও বদ মতলবপ্রসূত।'

কেউ মন্তব্য করেন নি

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর আজকের বেতার ভাষণের উপর শেখ মুজিবর রহমান কিংবা আওয়ামী লীগের অন্য কেউ কোনরকম মন্তব্য করেন নি। উল্লেখ্য, ওই বেতার ভাষণেই জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ আগামী ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকার কথা ঘোষণা করেছেন।

পূর্ববঙ্গে আরও সৈন্য নামানো হচ্ছে

আওয়ামী লীগ মহল থেকে আজ অভিযোগ করা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানে আরও বেশি সংখ্যক সৈন্য নামানো হচ্ছে। সেইসঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র আনা হচ্ছে বিমানে, জাহাজে।

ওই মহল মনে করেন, শেখ মুজিবর রহমান যদি আগামীকাল স্বাধীনতা ঘোষণা করেন কিংবা সর্বাত্মক ধর্মঘট আহ্বান করেন, সেই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তিবৃদ্ধিতে তৎপর হয়েছেন। আগামীকাল ঢাকায় শেখ মুজিবর রহমান একটি জনসভা ডেকেছেন।

আওয়ামী লীগের তরুণ সম্প্রদায় পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষপাতী। কিন্তু জন গিয়েছে, শেখ মুজিবর রহমান আগামীকালই পূর্ব-পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে সরাসরি বিচ্ছিন্ন করার দাবি তুলবেন না। তিনি চান অহিংস, অসহযোগ আন্দোলন। তিনি চান, জরুরী সরবরাহ ব্যবস্থা ও সরকারী কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হোক।

পূর্ব-পাকিস্তানে ৭ কোটি অধিবাসীর জন্য প্রায় ৪০ হাজার সৈন্য এখন রয়েছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য পাঠানো হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে।

হতাহতের সংখ্যা সহস্রাধিক

পূর্ব পাকিস্তানের একজন রাজনৈতিক নেতা বলেছেন, সাম্প্রতিক সঙ্কটে পূর্ব পাকিস্তানের নানাস্থানে সহস্রাধিক লোক হতাহত হয়েছে। শেখ মুজিবর রহমান গত বৃহস্পতিবার বলেছেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সেনাবাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে অন্তত ৩০০ জন। তিনি অভিযোগ করেন, সেনাবাহিনীর আচরণ দখলদার সৈন্যদের মত।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শ্রীতাজউদ্দিন আহমদ এক বিবৃতিতে গতকাল অভিযোগ করেন, সরকারী সৈন্যদল দেশের নানা জায়গায় নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা করছে।

শ্রীআহমদ তাঁর বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর সরকারের এই ঘৃণ্য আক্রমণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

ঢাকার উপকণ্ঠে ২০ জন নিহত

লহরতলীর শিল্পাঞ্চল টঙ্গীতে গতকাল নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের সংঘর্ষের ফলে বিশ জনেরও বেশি নিহত হয়েছেন বলে জানা গেল।

ঢাকার রাস্তাঘাট থেকে সৈন্যদল সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলে ঘোষণা করার পর এই সংঘর্ষ ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকা থেকে টঙ্গীতে হেলিকপটারে সৈন্য পাঠানো হয়।

সরকারিভাবে এই সংঘর্ষের সংবাদ অবশ্য সমর্থিত হয়নি।

শনিবারেও সর্বত্র হরতাল

শনিবারেও পূর্ব পাকিস্তানে সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। তবে আজ শেখ মুজিবর রহমানের পরামর্শেই বেতন দেওয়ার সুবিধার জন্য কয়েকটি অফিস ও ব্যাংক দু' ঘণ্টার মত কাজ হয়েছে। আজ নানাস্থানে দীর্ঘ মিছিল বের হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাতে যোগ দিয়েছে।

শুক্রবার বিক্ষুব্ধ জনতা ঢাকায় রেল লাইন উপড়ে ফেলে ও রাস্তার স্থানে স্থানে অবরোধ সৃষ্টি করে বলে খবর পাওয়া যায়।

৯ মার্চ থেকে কর-বন্ধ আন্দোলন

করিমগঞ্জ থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন : পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় সভার অধিবেশন ডাকার দাবিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন শুরু হবে ৯ মার্চ থেকে। ওই দিন থেকে শুরু হবে কর-বন্ধ আন্দোলন।

কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি

দক্ষিণ কলকাতা যুব কংগ্রেসের (আদি) আহ্বায়ক শ্রীঅরুণ রায় ও শান্তিময় বসু এক বিবৃতিতে শ্রীঘোষের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে এই হানাহানির রাজনীতি বন্ধের জন্য সরকারকে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

শান্তি ও গণতন্ত্র রক্ষার আহ্বান

কমিউনিস্ট পারটির চব্বিশ পরগণা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে শ্রীঘোষের হত্যাকাণ্ডে মর্মবেদনা প্রকাশ করে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে শান্তি ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান হয়।

বিদ্রোহী পি এস পি'র যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে বলেন, শ্রীঘোষ হলেন সি পি এম-এর খুনে রাজনীতির অন্যতম বলি। বিবৃতিতে এই সুপরিকল্পিত হত্যার তীব্র নিন্দা করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীতাপস ব্যানার্জি, চব্বিশ পরগণা জেলা যুব কংগ্রেস কমিটির আহ্বায়ক শ্রীসুভাষ মুখার্জি কালীঘাট (আদি) যুব কংগ্রেসের আহ্বায়ক শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য প্রমুখ পৃথক পৃথক বিবৃতিতে শ্রীঘোষের হত্যার তীব্র নিন্দা করেন।

পাক জাতীয় পরিষদের বৈঠক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ও আর্থিক ইত্যাদি ক্ষমতা পর্যাপ্ত পরিমাণে দিতে হবে।

পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্পর্কে কোন রকম মন্তব্য করতে ভারত সরকার বারবার অস্বীকার করছেন। তাঁরা বলছেন, পাকিস্তানে যা ঘটছে, তা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির খবর : প্রেঃ ইয়াহিয়া খাঁ তাঁর বেতার ভাষণে পূর্ববাংলায় হত্যা ও দাঙ্গার তীব্র নিন্দা করে জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

পরিষদের তেসরা মার্চের অধিবেশন মুলতুবি রাখায় সারা পূর্ববাংলা জুড়ে যে ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে তার উল্লেখ করে পাক প্রেসিডেন্ট বলেন : খুনজখম লুঠতরাজ ইত্যাদি বেআইনী কার্যকলাপ বন্ধের জন্য তিনিই সেখানকার কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন, তবে বল প্রয়োগ যথাসম্ভব কম করতে বলেছিল।

পরিষদের অধিবেশন মুলতুবি রাখার তাৎপর্যটা পূর্ব-বাংলার নেতারা আদৌ বুঝতে পারেননি বলে জেনারেল আপসোস করেছেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণ স্থায়ী হয় ১৩ মিনিট। গোড়াতেই তিনি তাঁর পয়লা মার্চের

দুটি বেতার কেন্দ্রের ওপর কর্তৃত্ব নেই !

রাজধানীর রাজনৈতিক সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ—পূর্ব পাকিস্তানের বেতার কেন্দ্রগুলিতে যে ধরণের খবর প্রচার হচ্ছে, তাতে মনে হয়, অন্তত দুটি কেন্দ্রের ওপর কর্তৃপক্ষের আর কোন কর্তৃত্ব নেই।

বিবৃতির উল্লেখ করে বলেন, তখন আমি বলেছিলাম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের জন্য নির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে আমার পক্ষে যতখানি সাহায্য করা সম্ভব আমি করব। তাই আমি ১০ মার্চ ঢাকায় সব দলের নেতাদের এক বৈঠক ডাকি। কী আপসোস—আমার আন্তরিক ইচ্ছা ও সৎ প্রচেষ্টাকে একেবারেই আমল দেওয়া হল না। আমি চেয়েছিলাম যে সব বিষয়ে মতানৈক্য আছে সেগুলির ব্যাপারে একটা সমঝোতার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু সাড়া পেলাম না—সবচেয়ে বড় দলের নেতাই আবার প্রস্তাব পত্রপাঠ নাকচ করে দিলেন। এতে আমি অবাক হয়ে যাই, ব্যথিত বোধ করি।

পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পারটির নেতা শ্রীনুরুল আমিনও যে বৈঠকে যোগ দিতে নারাজ হল সেকথা উল্লেখ করে পাক প্রেসিডেন্ট বলেন, এর ফলে প্রস্তাবিত ঐ বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের কোন প্রতিনিধিই থাকত না।

"সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন, নির্বাচনের পর থেকেই ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আমি কত কৌঁসিসই না করেছি, কিন্তু কয়েকজন নেতা কেবলই বাদ সেধেছেন। অথচ সাংবিধানিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য আমিও তো আর অনির্দিষ্টকাল হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না।"

ইয়াহিয়া বলেন, প্রেসিডেন্ট হিসাবে এবং দেশের মুখ্য সামরিক প্রশাসক হিসাবে আমার কর্তব্য হচ্ছে, এই অস্বস্তিকর অচল অবস্থার অবসানের জন্য নিজেই একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া। সে সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি, স্থির করেছি, জাতীয় পরিষদের উদ্বোধন অধিবেশন বসবে ২৫ মার্চ।

আন্তরিকভাবে আশা করব, আমাদের রাজনৈতিক নেতারা দেশপ্রেম ও গঠনমূলক মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার এই সিদ্ধান্তে সাড়া দেবেন।

কোথায় এই অধিবেশন বসবে, ইয়াহিয়া তা বলেন নি। পূর্ব পাকিস্তানে হতাহতের সংবাদ শুনে তিনি গভীরভাবেই 'ব্যথিত' হয়েছেন।

তিনি বলেন, কিন্তু এ জন্য আমাকে দায়ী করা চলে না।

জঙ্গী কায়দায়, ধমকের সুরে ইয়াহিয়া পূর্ব বাংলাকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দেন : হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলতে আমি কিছুতেই দেব না।

সংবিধানিক প্রশ্নে নেতারা যাতে একমত হতে পারেন, সে জন্য আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রেখেছিলাম। পূর্ব পা কি স্তা নে র নেতারা সেই সুযোগ গ্রহণ করলেন না, বরং এমন পথ তাঁরা গ্রহণ করলেন,

কলম্বোয় মার্কিন দূতাবাস আক্রান্ত

কলম্বো, ৬ মার্চ—মারমুখী এক জনতা আজ কলম্বোয় মার্কিন দূতাবাসের উপর বোমা ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে এবং দূতাবাসের গাড়িগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বোমা ও ইটপাটকেল নিক্ষেপে দূতাবাস ভবনের কাঁচের সারসি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

এর আগে বিক্ষোভকারীরা প্রচারপত্র ছড়ায়। বিক্ষোভকারীরা নিজেদের "মাও যুব ফ্রন্ট" দলভুক্ত বলে জানায়। প্রচারপত্রে এই স্লোগানগুলি লেখা ছিল—"মার্কিন খুনীরা ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া ছাড়"। "ইন্দো-চীনের জনগণ জেনে রাখুন—আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি।"

গত এক মাসে এইবার নিয়ে তিনবার মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হল। পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। বিক্ষোভকারীরা একজন পুলিশ ইনসপেকটরকে ছুরি মারে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ সম্পর্কে ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মার্কিন দূত শ্রীপিটার জে পিটারসন পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে এই আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আসেন। —পি টি আই

ইয়াহিয়ার পিছন হটার পিছনে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গুলি থেকে প্রতিক্রিয়ার একনিষ্ঠ সেবা করে এসেছেন—তিনিও আজ মুজিবর-এর শিবিরে। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ আজ ইয়াহিয়াদের দালাল শূন্য।

ইয়াহিয়া গোষ্ঠী বিশেষ করে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন যখন শুনলেন যে এই সংকট 'লাল মৌলানা' ভাসানী ও শেখ মুজিবর রহমানকে আবার কাছাকাছি, খুবই কাছাকাছি এনে দিয়েছে। বৃদ্ধ ভাসানী তাঁর প্রায় অর্ধেক বয়সের প্রাক্তন শিষ্য শেখ মুজিবরকে আবেগে অধীর হয়ে বলেছেন : 'একদিন তুমি আমাকে গুরু বলে মেনেছিলে। ভুল বুঝে তুমি আমাকে ছেড়েছিলে, কিন্তু আমি তোমার পাশে পাশেই আছি। তুমি যাতে স্বায়ত্তশাসনের' ছ-দফা দাবী থেকে বিচ্যুত না হও সে জন্যই আমি আগেই 'স্বাধীন' ও 'সার্বভৌম' বাংলা দেশের কথা বলে রেখেছি। কিন্তু আজ আর কোন দ্বিধা নেই। প্রশ্ন নেই। পূবের প্রতি পশ্চিমের বেইমানির, তুমি কেন আর কার জন্য অপেক্ষা করবে তুমি 'বাংলা দেশের' গণ-পরিষদের অধিবেশন বসাও আমি তোমার পাশে আছি।"

ইয়াহিয়া-চক্র তাদের চালে ব্যর্থ হয়ে দেরীতে হলেও বুঝতে পেরেছেন যে তাঁদের হঠকারিতায়, গোঁয়ারতুমিতে সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের বিদ্রোহী মানুষ যদি সত্যিই স্বাধীন 'বাংলা দেশের' গণ-পরিষদ বসায়, তবে পূর্বাঞ্চলে মজুত তিন ডিভিশন ফৌজ কেন সারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের যত ফৌজ আছে সবাইকে পূর্ব বাংলায় এনে হাজির করলেও, সেখানকার সাত কোটি বুকে দাঁড়ানো 'বাঙ্গাল' তাদের তাড়া করলে বঙ্গোপসাগর-এর জলস্রোতে ছাড়া তাদের আর আশ্রয় জুটবে না।

এছাড়া তাঁরা আরও বুঝেছেন যে পাঁচ দিনের সাধারণ ধর্মঘটেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই লাগাতার হরতালের ওপর যদি অসহযোগ আন্দোলনও এসে পড়তো তবে 'দুই পাকিস্তান' ঠেকার কারো সাধ্য ছিল না।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর সামরিক গোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন যে দেশ বিভাগের আশু বিপদটাকে ঠেকা দেওয়ার জন্যই তাঁর এই সাময়িক পশ্চাদপসরণ। বাঁশ শেখ মুজিবর ছয়-দফার ভিত্তিতে সংবিধান করেও নেন তা শেষ পর্যন্ত মেনে নেওয়া না নেওয়া তো তাঁর হাতে রইলই! সে সময় তাঁকে মদদ দিতে জেনারেল সাহেবরাও রইলেন।

প্রেসিডেন্টের নয়া ঘোষণার পর পূর্ব বাংলায় প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত তীব্র। তাঁদের প্রশ্ন : সেই গণ পরিষদ তিন সপ্তাহ পরে যদি বসবেই তবে কি প্রয়োজন ছিল এই নির্মম গণহত্যার! আগে জল্লাদ ইয়াহিয়ার কৈফিয়ত চাই—তারপর ২৫ তারিখ ঢাকায় জাতীয় পরিষদ বসতে দেওয়া হবে কিনা সে কথা।

আজ নিঃসন্দেহে ঢাকার জনসমাবেশে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে তাঁদের নেতা শেখ মুজিবর রহমান এ প্রশ্নই তুলবেন এবং তিনি জঙ্গী প্রেসিডেন্টকে হুঁশিয়ার জানিয়ে বলবেন : আগুন নিয়ে খেলা বন্ধ করুন। অপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন অনেক সয়েছি। আর না।

মোরাদাবাদে ২৪ ঘন্টা কারফু

মোরাদাবাদ, ৬ মার্চ—গতকাল

কাশীপুর কেন্দ্রে ভোটদাতাগণের নিকট

আবেদন

কলকাতায় কাশীপুর নির্বাচন কেন্দ্রের প্রায় সকল রাস্তায় আমরা ভোট-দাতাদের কাছে আমাদের কার্ড পৌঁছে দিয়েছি। কিন্তু অনিবার্য কারণবশতঃ কয়েকটি রাস্তায় কার্ড বণ্টন এখনও সমাপ্ত হয়নি। আমরা চেষ্টা করছি সকলে যেন এই কার্ডের মাধ্যমে তাঁর পোলিং বুথের ঠিকানা জানতে পারেন। আমাদের একান্ত প্রার্থনা এই বিজ্ঞাপন দেখে যাঁরা এখনও কার্ড পাননি তাঁরা তাঁদের বুথের নম্বর জেনে নিন এবং পাশের বাড়ির লোককে তাঁর বুথের নম্বর জানতে সাহায্য করুন। ১০ই মার্চ নির্বাচনের দিন আপনি নিশ্চয়ই ভোট দিতে যাবেন।

আপনার মনে আছে কাশীপুর কেন্দ্রে লোকসভার কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীঅশোক সেন এবং বিধানসভার প্রার্থী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ (শত) কংগ্রেসের প্রতীক চিহ্ন গরু-বাছুরে ছাপ দিন।

বুথের ঠিকানা	রাস্তার নাম
১। মহারাজা কাশীমবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বুথ নং—৬৩	নন্দলাল বোস লেন ১৬/১-এইচ থেকে ২৫
২। —ঐ— বুথ নং—৬৪	নবীন সরকার লেন
৩। রামকৃষ্ণ ডে স্টুডেন্টস হোম বুথ নং—৬৫	গোপীমোহন দত্ত লেন ৫৮ থেকে ৮৮/১-বি
৪। —ঐ— বুথ নং—৬৬	মারহাট্টা ডিচ লেন
৫। সি পি স্কুল হরলাল মিত্র স্ট্রীট বুথ নং—৬৮	হরলাল মিত্র স্ট্রীট
৬। বাগবাজার মালটিপারপাস গার্লস স্কুল বুথ নং—৭০	গ্যালিফ স্ট্রীট ১৪/৩ থেকে ২০-সি
৭। বাগবাজার হাই স্কুল বুথ নং—৭৬	নিবেদিতা লেন
৮। অনুরূপা বালিকা বিদ্যালয় বুথ নং ৮২ থেকে ৮৫	রবীন্দ্র সরণী ৪৯৬—৫১৬, ৪৮৬—৪৯৬, ৫৩৯—৫৬৪, ৫২৫-এ, ৫৩৪-এ, ৫৩৭, ১৯৭, ৫৬৫—৬৫৬, ২১০ ও ২৩২/১
৯। —ঐ— বুথ নং—৮৬	কাশী মিত্র ঘাট স্ট্রীট ১ থেকে ৩২-বি
১০। সুভাষ বাগ (শ্যাম স্কোয়ার) বুথ নং ৮৯ থেকে ৯৫ ও ৯৮ থেকে ১১	সোসাইন লেন, মধুপাল লেন, গোপেশ্বর পাল স্ট্রীট, দুর্গাচরণ ব্যানার্জী স্ট্রীট, গোকুল মিত্র লেন, গঙ্গাপ্রসাদ লেন, জয় ভট্টাচার্য লেন, রাধামাধব গোস্বামী লেন, কুমারটুলী স্ট্রীট, রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব সেকেণ্ড লেন, রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব থার্ড লেন, লক্ষ্মী দত্ত লেন, রসিক মিত্র লেন, রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট (১ থেকে ১৮/১) রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব ফোর্থ লেন, রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট (১৮/১০ থেকে ৬৫/২-এ) রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট ও মদনমোহনতলা স্ট্রীট
১১। কাশীপুর ইনস্টিটিউট ফর গার্লস বুথ নং ১ থেকে ৪	প্রামাণিক ঘাট লেন, শ্যামাচরণ মৈত্র লেন, কাশীশ্বর চ্যাটার্জি লেন, নফরচন্দ্র সাহা লেন, রতনবাবু রোড
১২। কাশীপুর হরিশঙ্কর কাশীপীঠ স্কুল বুথ নং ৫	চন্দ্রকুমার রায় লেন
১৩। শ্রীগোপাল বিদ্যামন্দির বুথ নং ৬ থেকে ৮	গোপালচন্দ্র চ্যাটার্জী রোড (১ থেকে ১৫-এ, ১৫-বি) প্রাণনাথ সুর লেন সচ্চাষীপাড়া রোড (১১—৪০) গোপালচন্দ্র চ্যাটার্জী রোড (১৬-এ—৩৮, ৪০-এ)
১৪। সি পি স্কুল ১২, প্রাণনাথ সুর লেন বুথ নং—৯ ও ১০	সচ্চাষীপাড়া লেন গোবিন্দ মণ্ডল রোড
১৫। ১নং গোপাল চ্যাটার্জী রোডের মাঠ বুথ নং—১৭—১৮, ২১	প্রাণনাথ চৌধুরী লেন, কাশীনাথ দত্ত রোড (৪৮/৪—৮৬), (২—৪৮/৩-এ) রাজেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী লেন

উত্তর কলিকাতা জিলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে প্রচারিত

(২৮৬৫)

অপর্ণা সেন বিজয়ীদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন!

হরলিক্স গানের আসর প্রতিযোগিতা

২১শে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান

এই আসরের গানের পুরস্কার বিজয়ী ক্রম হ'লো:

১. আমি যে জলসাঘরে
২. জীবনপুরের পথিক রে ভাই
৩. আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো মন
৪. এক বৈশাখে দেখা হল
৫. এক পলকে একটু দেখা

এ দিনের আসরে এত বেশী (১৮০৪) পুরস্কার বিজয়ী উত্তর পাওয়া গেছে যে, পুরস্কারের পরিমাণ ২০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০০০ টাকা করা হয়েছে (পুরস্কারের টাকা বিজয়ীরা সকলে সমানভাগে পাবেন)। এই টাকা বাড়ানো হয়েছে **কেবলমাত্র ১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির প্রতিযোগিতার জন্যে এবং বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে।** বিজয়ীদের প্রত্যেককে ডাকযোগে জানানো হচ্ছে এবং মনিঅর্ডারযোগে তাঁদের টাকা পাঠানো হচ্ছে।

আজ রেডিওতে দুপুর ১২-৪৫এ হরলিক্স গানের আসর— কলকাতা 'বিবিধ ভারতী' ধরলেই শুনতে পাবেন। আসরে অপর্ণা সেন তাঁর ভালো-লাগা গান বাজিয়ে শোনাবেন, নিজের জীবনের মজার মজার ঘটনা বলবেন, আর তার সঙ্গে থাকবে গানের বিচিত্র প্রশ্নের ধাঁধা। আপনার উত্তরপত্র আগামী বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার মধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছনো চাই। পাঠাবার ঠিকানা: **গানের আসর, পোঃ বক্স ১০২১৯, কলিকাতা-১৯।**

(মনে রাখবেন, ২০০০৲টাকা পুরস্কার—প্রতি সপ্তাহে!)

হরলিক্স

হ'লো আসল জিনিস

হরলিক্স একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

ভবিতের পৃষ্ঠা থেকে

আনন্দ বাজার

[বুধবার ২৩শে ফাল্গুন ১৩৪০ ইং ৭-৩-৩৪]

বিপ্লবীকেই আন্দামানে পাঠান হয়

রাজবন্দীদিগকে নয়

লণ্ডন, ৫ই মার্চ—কমন্স সভায় মিঃ ডেভিড গ্রেণদেলের এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ বাটলার জানান যে, কোন রাজবন্দীকে আন্দামানে পাঠান হয় নাই বা হইতেছে না। মিঃ বাটলার বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, বৈপ্লবিক কয়েদী-দিগকেই আন্দামানে পাঠান হয়। রাজবন্দীগণকে পাঠান হয় না।

—রয়টার

*

নাজি নেতার চক্ষে মহাত্মাজী

'ব্রিটিশ বিরোধী বলসেভিক এজেণ্ট'

প্রেগ, ২১শে ফেব্রুয়ারী—জার্ম্মাণীর নাজি নেতাদের অন্যতম হার গোয়েরিং একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি হিটলারের দক্ষিণহস্তরূপে কাজ করিতেছেন এরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমানে তিনি রিচ্‌স্‌টাগের প্রেসিডেণ্ট, প্রুশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র সচিবের কাজ করিতেছেন।...

ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন,—"আমার সম্মুখে আসিয়া কেহ গান্ধীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধা বলিয়া প্রচার করিবে, ইহা আমি কখনও সহ্য করিব না। আমি তাহাকে ভারতবর্ষে অবস্থিত বৃটিশ বিরোধী বলশেভিক এজেণ্ট বলিয়া মনে করি। কিছুদিন পূর্ব্বে কোন এক সভয় আকস্মিকভাবে গান্ধীর এক সহকর্ম্মী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত হই নাই।"

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

[illegible]

রবিবার, ৬-৩৯ ৬-৫৭ ১১-৫ ১১-০

বেতার বার্তা

রবিবার—৭ মার্চ

১ম আঃ—৬-০০ সময় সংকেত, বন্দে মাতরম্; ৬-০৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ অমিতকুমার দাস্তদার—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুরুচি সংগীত—সেতার: মণিলাল নাগ; ৭-১০ আবহ-বার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ কান্ত মৈত্র—শ্যামাসংগীত; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ ঋতু গুহ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-০০ নির্মলেন্দু চৌধুরী—লোকগীতি; ৮-১৫ ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত—রজনীকান্তের গান; ৮-৩০ শৈলেন মুখোঃ—আধুনিক; ৮-৪৫ রেবা দাস—হোরি ঠুংরি; ৯-০০ বাংলা সংবাদ; ৯-০৫ সংগীত শিক্ষার আসর: পরিচালনা—পঙ্কজকুমার মল্লিক. ৯-৩০ শিশুমহল; ৯-৪৫ শেফালী বসু—আধুনিক (শরটওয়েভে); ১০-০০ দোবিকা দেবী—সেতার; ১০-৩০ রেবা দাস—খেয়াল; ১১-০০ সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১২-৩০ সময় সংকেত, গীতা দাস—আধুনিক; ১২-৪৫ অমিতকুমার দস্তিদার—গীটার; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১-০০ বাঞ্ছারাম চরিতঃ বাংলা নাটিকা, রচনা—অজিতকৃষ্ণ বসু; ১-৩০ সুগম সংগীত—মুজাদ্দাদ নিয়াজী, মীনা কপুর ও সমবেত কণ্ঠে; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ অমিতকুমার দস্তিদার—গীটার; ২-০০ বেগম অখতার; ২-২৬ আবহ-বার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ অনুরোধের আসর; ৩-৩০ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫-০০ সময় সংকেত, এস এম ইসুফ—খেয়াল; ৫-৩০ গম্পদাদুর আসর; ৬-০০ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ শেফালী বসু—লোকগীতি; ৬-৪০ আজকের দিনে: রূপক, রচনা—অজয় বসু; ৬-৫০ সাবিত্রী ঘোষ—ভক্তিমূলক গান; ৭-০০ কৃষিকথা; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮-০০ সবিনয় নিবেদন (শ্রোতাদের চিঠির উত্তর); ৮-১৫ এ মাসের গান—'চলে এসোছ', রচনা ও সুর—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিল্পী—অশোকতরু বন্দ্যোঃ; ৮-২০ অমিতকুমার দস্তিদার—গীটার; ৮-৩০ ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত—রজনীকান্তের গান; ৮-৪৫ শৈলেন মুখোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৯-০০ দোবিকা দেবী—সেতার; ৯-৩০ ছায়াছবির গান; ১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা; ১০-০৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা: সাবিত্রী ঘোষ—আধুনিক; ১০-৩০ ঋতু গুহ—রবীন্দ্রসংগীত; ১০-৪৫ নির্মলেন্দু চৌধুরী—লোকগীতি; ১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

ধ: ১ম অধিঃ—৬-০০ সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্, আলোর গান: দ্বৈত রবীন্দ্র-সংগীত—শিল্পী—অনীতা দেবনাথ ও কাজল সেনগুপ্ত; ৬-০৫ দিনের আলোয়, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি কাহিনী: বাংলা কথিকা—সোমনাথ বসু; ৬-১০ রাগরঙ: শর্মিষ্ঠা সরকার—খেয়াল; ৬-৩০ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৬-৩৫ সুরের আলো: সিতাংশুকুমার দাস—গীটার; ৬-৪০ নানা-রঙের গান: অনীতা দেবনাথ—অতুলপ্রসাদের গান; সম্বুদ্ধ দাশগুপ্ত—আধুনিক, তপনকুমার আঙ্ড—শ্যামা-সংগীত ও লোকগীতি; ৭-০০ যুবসংবাদ: বাংলা সংবাদ; ৭-০৫ শ্রুতিতরঙ্গ: সিতাংশুকুমার দাস—গীটার; ৭-১০ গীতাঞ্জলি: কজল সেনগুপ্ত—রবীন্দ্র-সংগীত; ৭-২০ সত্তর দশকের চোখে—বাংলা কথিকা; ৭-২৫ দিনান্তের গান: সম্বুদ্ধ দাশগুপ্ত—আধুনিক; ৭-৩৫ সুরলহরী: সিতাংশুকুমার দাস—গীটার; ৭-৪০ নতুন কণ্ঠের খোঁজ—বাংলা কথিকা; ৭-৪৫ ভালোলাগা গান (শ্রোতা-দের অনুরোধে লঘু সংগীত); ৮-০০ হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ সংস্কৃত শিক্ষা; ৮-৪৫ ইউ এন পারসপেকটিভ; ৯-০০ সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১২-১৫ সময় সংকেত, কলিং অল চিলড্রেন; ১২-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ, সং; ১-০০ পাশ্চাত্য সংগীত, সং; ১-৪০ মিউজিক্যাল ব্যানড বক্স; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৯-০০ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫-০০ সময় সংকেত, আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-০৫ মেঠো সুর: তপনকুমার আঙ্ড—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে—রবীন্দ্র-নাথের লেখা থেকে আবৃত্তি—মিতালি রায়চৌধুরী; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ: সিতাংশুকুমার দাস—গীটার; ৫-৩০ যুবসংবাদ: বাংলা সংবাদ; ৫-৩৫ দেউলঃ শর্মিষ্ঠা সরকার—ভজন; ৫-৪৫ সুরধ্বনি: সিতাংশুকুমার দাস—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান: অনীতা দেবনাথ—অতুলপ্রসাদের গান; ৬-০০ ইং সংবাদ; ৬-০৫ পশ্চাত্য সংগীত; ৬-৩০ দিস আই হ্যাভ রেড: ইংরেজীতে পুস্তক পর্যা-লোচনা—অজন্তা মৈত্র; ৬-৪০ গীতি-বিচিত্রা: সম্বুদ্ধ দাশগুপ্ত—আধুনিক, তপনকুমার আঙ্ড—শ্যাম সংগীত; ৬-৫০ রাগরঙ: শর্মিষ্ঠা সরকার—খেয়াল ও ঠুংরি, ৭-১০ জবাব দিন: জবাব দিন-এর চাঁদমারী সাংবাদিক আমিতাভ চৌধুরী, জবাবপ্রার্থী: শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত, উদয়ন মুখোঃ ও রূপলেখা রায়চৌধুরী; ৭-৩০ গানের বৈঠক—কাজল সেনগুপ্ত—রবীন্দ্র-সংগীত, অনীতা দেবনাথ অতুলপ্রসাদের গান, সম্বুদ্ধ দাশগুপ্ত—আধুনিক; তপনকুমার আঙ্ড—লোকগীতি, সিতাংশু-কুমার দাস—গীটার; ৮-০০ কান্ত মৈত্র—আধুনিক; ৮-১৫ গৌরহরি কাবরাজ—এসরাজ; ৮-৩০ রেবা দাস—হোরি ঠুংরি; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান: অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ ঘটনা প্রবাহ (দিল্লি থেকে); ১০-০০ পশ্চাত্য সংগীত, সং; ১০-৩৫ অনুরোধের আসর (উচ্চাঙ্গ সংগীত); ১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

ঘ: (সন্ধ্যায়)—৬-০০ গৌরহরি কবিরাজ—এসরাজ; ৬-৩০ এস এম ইসুফ—খেয়াল; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭-১৫ জে এল কাশীনাথ শাস্ত্রী—বেহালা; ৭-৩০ গীতা দাস—আধুনিক; ৭-৪৫ সাবিত্রী ঘোষ—ভজন; ৮-০০ সমাপ্তি।

এ সপ্তাহে আপনার রাশিফল

শ্রীজাফর

সৌর জগতে বর্তমান গ্রহ-পরিস্থিতি এই রকম:—শনি মেষে। কেতু সিংহে। বৃহস্পতি বৃশ্চিকে। মঙ্গল ধনুতে। শুক্র মকরে। রাহু, রবি ও বুধ কুম্ভে (সোম-বার বুধ মিনে সরে যাবে। চন্দ্র আজ মিথুন থেকে যাবে কর্কটে। মঙ্গলবার রাত্রে চন্দ্র যাবে সিংহে। শুক্রবার চন্দ্র যাবে কন্যায়।

রাষ্ট্রীয় ফল—ভিয়েতনাম ও লাওসে যুদ্ধের পরিধি আরো বিস্তৃত হতে পারে। পাক-ভারত সম্পর্ক প্রত্যক্ষভাবে আরো অবনতি হতে পারে। পাক শাসনকর্তাদের মনোভাব ভারতে উদ্বেগের সৃষ্টি করতে পারে। ব্রিটেনের কমনওয়েলথ-এ ভাঙন শুরু হতে পারে। ভারতের নানা স্থানে অপ্রীতিকর ও অশুভ ঘটনার সৃষ্টি হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে জনজীবনে আরো বিপর্যয় অসম্ভব নয়।

আজ থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত ব্যক্তিগত রাশি অনুযায়ী সম্ভবপর ফলাফল দেওয়া হল।

মেষ—ব্যয়বাহুল্যের চাপে আর্থিক অবস্থা ভালো চলবে না। ব্যবসাপত্তর ঢিমে তালে চলবে। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। কোনো বিষয়ে সম্মান লাভ করতে পারেন। কোনো ভ্রাতার সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। পারি-বারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

বৃষ—আর্থিক ইংগিত শুভ। ব্যবসার ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। বেকার ব্যক্তির চাকুরি লাভ হতে পারে। কোনো অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত হবে। কোনো সন্তানের শিক্ষা বিষয়ে মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। স্বাস্থ্য আশানুরূপ ভালো চলবে না। অধিক পরিশ্রম ও হিম এড়িয়ে চলবেন।

মিথুন—আর্থিক সমস্যায় বিব্রত হতে পারেন। ব্যয় সংকোচের চেষ্টা করা দরকার। ব্যবসাপত্তর ঢিমে তালে চলবে। চাকুরিস্থলে বড় রকমের চিন্তার কোনো কারণ দেখা যায় না। কোনো ভ্রাতার দ্বারা বিরুদ্ধাচরণের আশংকা দেখা যায়। বৈষয়িক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভালো চলবে না।

কর্কট—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসা ক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে শত্রু ভয়ে মন বিক্ষিপ্ত থাকতে পারে। কোনো প্রতি-যোগিতামূলক কাজে সাফল্য হতে পারে। কোনো বৈষয়িক সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

সিংহ—আর্থিক সমস্যায় বিব্রত হতে পারেন। ব্যবসাপত্তর ঢিমে তালে চলবে। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো সহযোগীর সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। কোনো ব্যাপারে ভুলের ফলে পরে মনস্তাপ হতে পারে। কোনো সন্তানের জন্য মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

কন্যা—আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো চলবে। ব্যবসার ফল আশাপ্রদ। চাকুরি-স্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। কোনো বিষয়ে নিজ গুণে সম্মান লাভ করতে পারেন। বৈষয়িক সমস্যার ইংগিত পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

তুলা—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসা ক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। কোনো প্রতি-যোগিতামূলক কাজে সাফল্য হতে পারে। কোনো বন্ধুর দ্বারা বিশেষ উপকৃত হতে পারেন। কোনো সন্তানের জন্য উদ্বেগ হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

বৃশ্চিক—আর্থিক ইংগিত অপেক্ষাকৃত শুভ। ব্যবসা ক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো ব্যাপারে ভুলের ফলে পরে মনস্তাপ হতে পারে। কোনো ভ্রাতার জন্য মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। বৈষয়িক সমস্যার ইংগিত পাওয়া যায়। স্বাস্থ্য আশানু-রূপ ভালো চলবে না।

ধনু—আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই চলবে। ব্যবসা ক্ষেত্রে নিতান্ত মন্দ লাভ হবে না। চাকুরিস্থলে মানসিক শান্তির অভাব হতে পারে। কোনো বিষয়ে নিজ গুণে সম্মান লাভ করতে পারেন। শত্রু নিন্দা প্রচার করতে পারে। কোনো ব্যাপারে ভুলের ফলে পরে মনস্তাপ হতে পারে। স্বাস্থ্য আশানুরূপ ভালো চলবে না।

মকর—আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে। ব্যবসা ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি হতে পারে। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। কোনো বন্ধু বা নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে বৈষয়িক সমস্যার ইংগিত পাওয়া যায়। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। স্বাস্থ্য খুব ভালো চলবে না।

কুম্ভ—আর্থিক সমস্যার বিব্রত হতে পারেন। ব্যবসাপত্তর বিশেষ ভালো চলবে না। চাকুরিস্থলে মানসিক অশান্তি হতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে। কোনো বিশেষ প্রতি-যোগিতামূলক কাজে সাফল্য হতে পারে। কোনো বিষয়ে সম্মান লাভ করতে পারেন। স্বাস্থ্য ভালোই চলবে।

মীন—আর্থিক ইঙ্গিত অনুকূল। ব্যবসার ফল আশাপ্রদ। চাকুরিস্থলে সুনাম অর্জন করবেন। কোনো ক্ষমতা-পন্ন ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভ করতে পারেন। মনের কোনো বিশেষ আশা বাস্তবে পরিণত হতে পারে। কোনো সন্তানের জন্য মানসিক উদ্বেগ হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই চলবে।

'আসল গ্রহরত্ন'

আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রতিটি ভোট এম পি জুয়েলার্সের প্রাপ্য। কারণ: রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র, ঝঞ্ঝাট-অশান্তি থেকে নিষ্কৃতি দান করে এই প্রতিষ্ঠান বিশাল ভারতের অগণিত জনসাধারণের সেবায় রত গত ২ যুগের উপর শক্তিশালী রত্নের সদ্যফলাদানে এবং রত্ন পরিবেশনের মাধ্যমে। দশ হাজার টাকার গ্যারাণ্টি ডিক্লারেশন হোল্ডার এবং বিশ্বস্ত **ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহরত্ন ব্যবসায়ী:**

এম, পি, জুয়েলার্স এণ্ড কোঃ
১, বিলিকানন্দ রোড, কলিকাতা-৭
ফোন-৩৩-৫৭৬৫

রঞ্জত-জয়ন্তী শাখা:
করোলবাগ, নয়াদিল্লী-৫
নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারক পঃ হরিদাস জ্যোতিষার্ণব মহাশয় ভারত প্রত্যা-গমন করিয়াছেন। প্রত্যহ (রবিবার বাদে) বৈঃ ৩॥ হইতে ৬॥ উপস্থিত থাকেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃএর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

দিনপঞ্জিকা

আজ একাদশী ও উপবাস

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

রবিবার, ২২ ফাল্গুন, ১৩৭৭ (১৬ ফাল্গুন, ১৮৯২ শক), ৭ মার্চ, ১৯৭১, ৯ মহরম। একাদশী রাত্রি ঘঃ ১০।২৪ মিঃ পর্যন্ত। পুনর্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ৭।৪ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৫৭।১২ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৩৮।৪২ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি পাপযোগ-দোষ। একাদশীর উপবাস। মুখ্য ও গৌণ-চান্দ্র ফাল্গুন (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

রবিবার, ২২ ফাল্গুন, ১৩৭৭ (১৬ ফাল্গুন, ১৮৯২ শক), ৭ মার্চ, ১৯৭১, ৯ মহরম। একাদশী রাত্রি ঘঃ ১২।৩৯।২৪ সেঃ পর্যন্ত। পুনর্বসু-নক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ৯।১৮।৫৮ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৫৮।২১ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৩৭।৪১ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি পাপযোগাদিদোষ। একাদশীর উপবাস। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র ফাল্গুনে (শুক্লপক্ষ)।

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে]

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব: ভোর সাড়ে ৪টায় মঙ্গলারাতি; সকাল ৬টায় বেদ, স্তব পঠ, গীতা আবৃত্তি; ৮টায় ভক্তিসংগীত; দুপুর ১২টায় শ্রীরামকৃষ্ণ সংগীত ও মঠ প্রাঙ্গণে কালী কীর্তন; ৬টায় সন্ধ্যারতি। **নিম্ন দামোদর আন্দোলনকর্মী শিবির:** সকাল ১০টায় মহিষরেখা দামোদরের চরে কর্মী-শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। **শিবপুর রামকৃষ্ণ দরিদ্র ভাণ্ডার:** (৯২ ক্ষেত্র ব্যানার্জী লেন, হাওড়া-২) ৪টায় বার্ষিক সভা। **বাঙ্গালী ঐক্য সংসদ:** সাড়ে ৪টায় গোপাল মল্লিক লেনস্থ সংসদ ভবনে 'সন্ত্রাসবাদ ও হত্যার রাজনীতির' প্রতি-বাদে সভা। **রবীন্দ্রায়ন—বেলঘরিয়া:** আজ ও কাল সকাল ৯টায় ৫৪, জাগ্রত পল্লীস্থ কার্যালয়ে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন। **নির্বাচনী সভা:** ৭টায় হাজি মহঃ মহশীন স্কোয়ারে সভা। বক্তা—জ্যোতি বসু, সৈয়দ বদরুদ্দোজা প্রমুখ। **জনসংঘের নির্বাচনী সভা:** ৩টায় বড়-বজরজ পর্তুগীজ চার্চ স্ট্রীট, ৬টায় গুজরাট ভবনে, ৮টায় বউবাজার ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, ৫টায় শ্যামপুকুর হাই স্কুল স্ট্রীটে। প্রধান বক্তা—যজ্ঞসেন শর্মা, জগদানন্দপ্রসাদ যাদব ও হরিপদ ভারতী। **পাক হাই কমিশন অফিস:** সেদিনবার (৮ মার্চ) মহরম উপলক্ষে কলকাতায় অব-স্থিত পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমি-শনারের অফিস বন্ধ থাকবে বলে এক প্রেস-বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

৭৪ ওয়ারডে নতুন জে পি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার চিকিৎসক ডাঃ সুধেন্দু মিত্রকে ৭৪ নম্বর ওয়ারডের জাস্টিস অব দি পিস নিযুক্ত করেছেন। ডাঃ মিত্র ইনডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, সা উথ ক্যালকাটা ডকটরস ক্লাব, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন সহ বহু সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত।

লোক চাই

স্টুডিওর কাজ জানা ২ জন লোক আবশ্যক। একজনকে ফটো তোলা, রিটাচ—অন্যজনকে ডার্করুমে কার্য করিবার জন্য অভিজ্ঞ মধ্যবয়সী লোক আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুযায়ী। সাক্ষাৎ করুন

পিক্টো প্লেস
১৭৩/৩, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬
(হেদুয়ার পার্শ্বে)
ফোন: ৫৫-৪৩৬৯

অনিবার্য কারণবশতঃ আমাদের দোকান অদ্য হইতে আগামী ১৪ই মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত বন্ধ রাখা হইল।

পূর্ণ নারীত্বের জন্য....
মারমেডরুম
কে-ই আপনার ভোটদিন

আপনার সহযোগিতা কাছের দোকানেই পাবেন।

জীবনরক্ষীদের জন্য লিখুন:—
ঠাকুর স্টোর্স
২০১/বি, এম, জি, রোড, কলিকাতা-৭
ফোন-৩৩-৫২৬৩
MASS/TS-2/71

(২২৮৭-এ)

সকলেরই পোষায়...

সেঞ্চুরির কাপড়। সেঞ্চুরির কাপড়ের দাম খুবই ন্যায্য। তাই সকলেই সহজে কিনতে পারেন। প্রত্যেক দিনপরবার জন্য, যে-কোন উৎসবে ও শুভকর্মে পরবার জন্য সেঞ্চুরির শাড়ীগুলি অতুলনীয়। অনুরাধা, বিনোদিনী, টু X টু মোনিকা, লেক্স বিউটি এই নতুন শাড়ীগুলির মধ্যে যেটি আপনার পছন্দ বেছে নিন। তাছাড়া, আপনার পরিবারের সকলের জন্যে সেঞ্চুরি তৈরী করে হরেক রকম কটনসেল-ও এবং কোজি

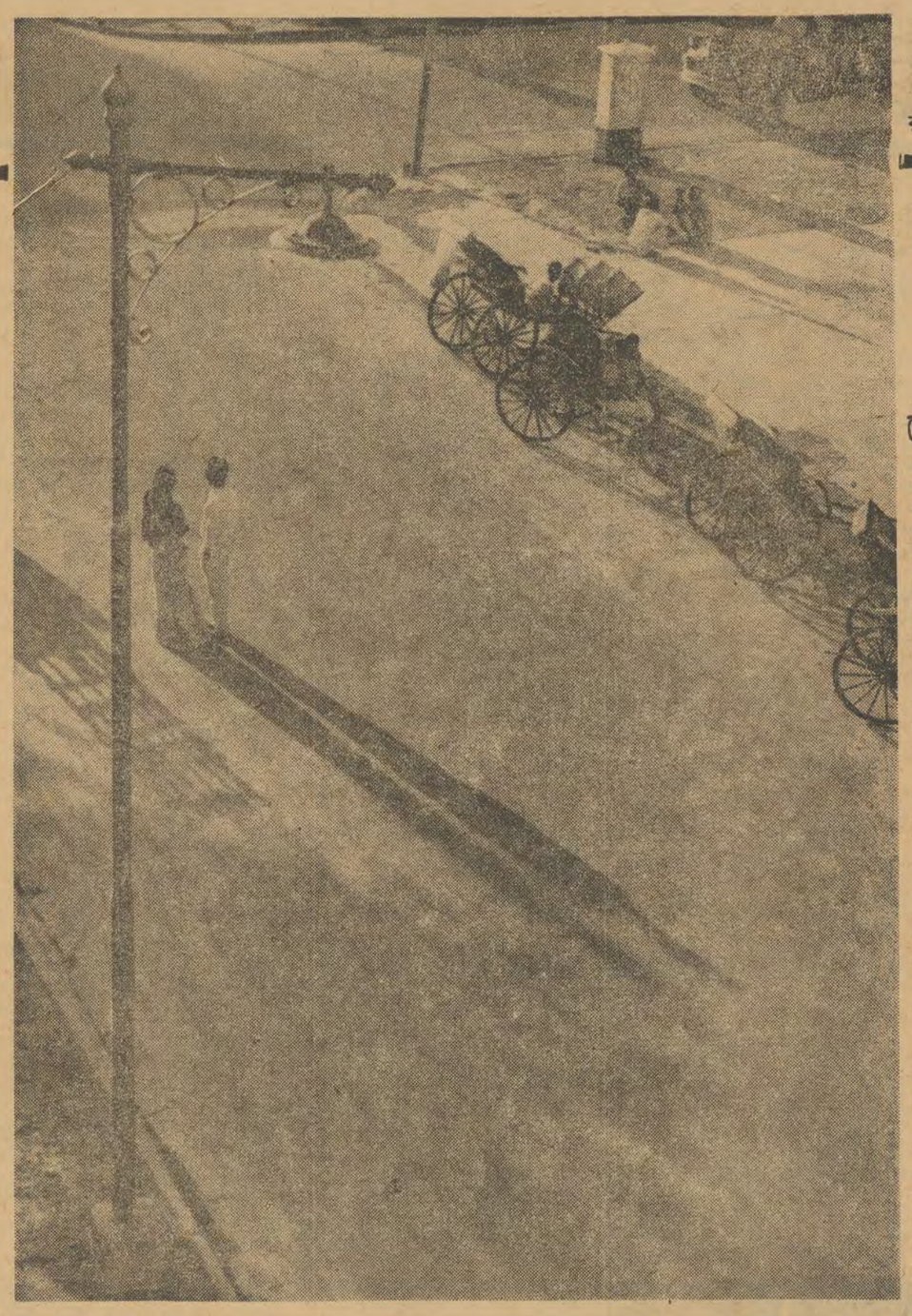

কথা ও কাহিনী

আলোকচিত্র ঃ অভিজিৎ দাশগুপ্ত

শিবরাম চক্রবর্তী
রেডিয়ো সর্বদাই রেডি!

সব সময়েই রেডি সে। আর সেই কারণেই তার নাম নাকি রেডিয়ো।

কথাটা আমার নয়, শ্রীমান ধ্রুবেশ চন্দ্র অধিকারীর। এবং আজকের কথা না, তিন যুগ আগেকার।

কিশোর ধ্রুবেশ তখন ইস্কুলের ছাত্র। আমাদের পাড়ায় থাকত। তখনই সে এই বেশ কথাটি কয়েছিল আমায়।

একেলে রেডিয়োর এই গললগ্নীকৃত ট্রানজিস্টার রূপ তখনো দেখা দেয়নি। ছাদের মাথায় এরীয়েল খাটানো পাড়া-মাত-করা রেডিয়োয় কর্ণপাত করতে হোতো। সত্যি কইতে, কর্ণপাত করার রেডিয়োই ছিল বুঝি তখন। আগাগোড়া কর্ণবধ পালায় কুরুক্ষেত্রই ছিল রেডিয়ো।

এখন তো রেডিয়ো নব নব রূপে যত্রতত্র যখন তখন দেশকালপাত্র নির্বিশেষে গলায় গলায় দোলদীলায়। পথে বিপথে পথিকদের সঙ্গে ঝুলন যাত্রার সহচর। কিন্তু সেকালের ছেলেটির কথাতেই একালীন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বুঝি প্রচ্ছন্ন ছিল।

ঝালকের মুখে বিধাতা স্বয়ং বাক্যব্যয় করেন কথাটা হয়ত মিথ্যে নয়। তাদের বাতচিৎ একেকসময় বেশ ফলে যায়।

এখন তো তার ঘাড়ে ঘাড়ে বিলম্বিত অবলম্বনরূপ, ঘরে ঘরে সজ্জিত অলঙ্কারস্বরূপ, বিবিধ ঘরানার সঙ্গমে সম্প্রচারিত ঝঙ্কার রূপ, দেশবিদেশের বিচিত্র স্বরলহরীতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত বিশ্বরূপ।

রেডিয়ো এখন সর্বজনের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার সেরা তুরুপ।

সুরাসুরের সঙ্গীত সমুদ্র মন্থনের উচ্ছ্বসিত পরিশীলনের পরাকাষ্ঠা—আত্মপরিতৃপ্তির প্রতীক আভিজাত্য মর্যাদার সুলভ জনগণতান্ত্রিক সংস্করণ এই রেডিয়ো।

এখন সবার উপরে রেডিয়ো টেক্কা, তাহাকে ঠেকায় কেটা?

ধ্রুবেশ এসে বলেছিল আমাকে, আর ত পারা যায় না দাদা! রেডিয়োর ডাকে পড়াশুনা তো ডকে উঠে গেল। বইয়ের পাতায় মন দেব যে তার যো নেই—পরীক্ষা পাশ করব কি করে!

কেন কী হয়েছে!

পাশের বাড়ির রেডিয়োর জ্বালায় ত বাঁচা দায় হোলো দাদা! লেখাপড়া মাথায় উঠে গেছে আমার। দিনরাত খেয়ে না খেয়ে বাজিয়ে চলেছেন পড়শী ভদ্রলোক—সব সময়েই সেই একই উচ্চগ্রামে। মুহূর্তের জন্য থামেন না। কান ঝালাপালা হয়ে গেল মশাই!

পালাপালা ব্যাপার নাকি?

প্রায় তাই। কিন্তু পালাই কোথায়? পাগলের মত হতে হয়েছে, বলব কি! একটা উপায় তো বাতলান দাদা।

পাগল হয়ে যাও! একটা উপায় আমি বাতলাই।

ওটা কোনো কাজের কথাই নয়। ঘাড় নাড়ে সে—পাগল হতে কি কারু ভালো লাগে কখনো? হতে চায় কেউ?

ভালো লেগে কি কেউ পাগল হয় নাকি? তবে ভালোবেসে কেউ কেউ পাগল হয়ে থাকে বলে শোনা আছে।

রেডিয়োকে কি কেউ ভালোবাসতে পারে কখনো? সে জানতে চায়—যতই দেখতে ভালো হোক না, ভালোবাসার কি ও? যে ওর জন্যে পাগল হতে যাব হঠাৎ?

তা জানিনে, তবে জানি যে অযোগ্যরাই চিরদিন ভালোবাসা পেয়ে থাকে। যা কিছু বা যাদের আমরা ভালোবাসি তারা কেউই, ভেবে দেখলে, আমাদের ভালোবাসার যোগ্য নয়...শুধু অযোগ্যরাই ভালবাসা পায়।

পরের রেডিয়োকে ভালোবেসে আমি পাগল হতে পারব না।

পাগল হলে তুমি বেঁচে যেতে ভাই! ওই তোমার বাঁচবার একমাত্র উপায় ছিল। নিশ্চিন্ত হতে পারতে একেবারে। পড়াশুনা করতে হত না, পরীক্ষার ভাবনা চিন্তা সব চলে যেত একদম্।

তবুও সে ঘাড় নাড়তে থাকে। এভাবে নির্ভাবনা হতে সে নারাজ। তার মতে, ভালোবাসার পক্ষে পরের মেয়ে প্রশস্ত হলেও, পরের রেডিয়ো নাকি সে-বস্তু নয়। একেবারে বিচ্ছিরি।

তার কথাটা হয়ত নেহাত অর্বাচীন নয় কিন্তু রেডিয়োর কথাই হচ্ছে...

একেবারে ব্রহ্মসূত্রের মূল কথা। এক আমি বহু হব। বহুল হয়ে পরস্পরকে হুল ফোটাব—তার সেই হুলবিদ্ধিতে হুলুস্থুলে যাই হোক না, তাতেই আমার আনন্দ। আর, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি—ইত্যাদি ইত্যাদি!

সঙ্গীতের সার কথা তার মধ্যেই নিহিত। চিরদিন সে তার সঙ্গী খোঁজে। সগত (নাকি, সগম?) না হলে তার চলে না এবং সেটা কিছু অসঙ্গত নয়।

শ্রোতা তার চাই। সুরধ্বনির খরস্রোতা চিরদিনই উৎকর্ণ ঐরাবতকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে।

সুর হচ্ছে প্রায় শুঁড়ের মতই এক অনুনাসিক কান্ড! হাতীর গোদা গোদা হাত থাকলেও, ভদ্রলোকের মতন, হাত বাড়িয়ে পরের কান পাকড়াতে তার বাধে—তার ওপর ধৃতই কেন রাগ থাক না। তাই সে শুঁড় বাড়িয়ে কানের জন্যে সাধে।

ভদ্রলোকেরও হাতীর মত হাতা-হাতি করতে আটকায়। তাই পড়শীর কর্ণমর্দনের সদিচ্ছাবশেই সে এক সংগ্রামী রেডিয়ো নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে।

পাশের বাড়ির মেয়েটি হার-মোনিয়ম নিয়ে যখনই গান ধরেছে আমার মনে হয়েছে যে তার এই স্বর-লহরী পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী ছেলেটির জন্যেই। হাত ঝাড়িয়ে তার কান নাগালে পাচ্ছে না বলেই এই সুর বাড়ানো—সুর বাড়িয়ে তার কান পাকড়ানো। এবং কান টানলেই তো মাথা এসে যায়। আর মাথার সঙ্গে আপাদমস্তক।

মানব জমিন রইলো পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা। নাসিক শহরের এই উদাসিক প্রয়াস কর্ণাট অঞ্চলের অনাবাদী জমি আকর্ষণ করে সোনা ফলানোর! সোনা যেমন অলঙ্কার, সঙ্গীত তেমনি অলঙ্কার। সুরের ঝাল দিয়ে বানানো। সোনার ঝালমরা বাদ দিয়ে যেমন সেই গহনা (কিংবা গাহনা) যার জন্য নাকি বানি লাগে। সেই বাণী শোনার মতই নয় কি এবং শোনানোর মতও নিশ্চয়ই। ফলতঃ তারই রূপান্তর এই রেডিয়ো।

বিসমিল্লার দয়ায় এক রেডিয়ো দশাননের ন্যায় বিংশতি বাহু বিস্তার করে বিশ জোড়া কান মলতে চায়। আর খোদার কুদরতে, কানাড়া প্রদেশের এই কাড়ানাকাড়ায় কালারাই—শুধু বাঁচতে পায়। তারাই একমাত্র সুখী। কানের খোল মজবুৎ করতে নাসিকার ঢোল শহরৎ তাদের দো-কানে এসে হার মানে। যারা কানে খাটো তাদের কাছে আদৌ কোনো কেদ্দানি খাটে না।

কিন্তু এই সব তত্ত্বকথা সে বুঝতে নারাজ। সে বলে—না দাদা, আজ একটা এস্পার ওস্পার করব রেডিয়োটার। আজ রাত্তিরে সবাই ঘুমুলে পর আমাদের ছাদ টপকে ওদের ছাতে গিয়ে এরীয়েলটা কেটে দিয়ে আসব আমি।

কী সর্বনাশ! শুনেই আমি আঁতকে উঠেছি—টপ্‌কাতে গিয়ে বেটপ্‌কা পড়ে যাও যদি নীচে?

আমাদের ছাতে ওদের ছাতে গায়ে গায়ে লাগানো। লম্প ঝম্প করতে হবে না আমাকে—পড়বার ভয় নেই দাদা!

পাশের বাড়ির মেয়েটি হারমো নিয়ম নিয়ে যখনই গান ধরেছে

এরীয়েলের ওই সব তার কাটা-কাটির ভেতর না গিয়ে মা-বাবাকে বলে দেখ না কেন, যদি তাঁরা এর কোনো বিহিত করতে পারেন? আমি বলি—তাঁরা পড়শী কর্তা বা গিন্নীকে বলুন না যে তাঁদের ছেলের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে?

রেডিয়োর জন্যে বেশ খুশীই আছেন মা। রাত দিন ভালোমন্দ গান শুনতে পাচ্ছেন বিনিপয়সায়...। সর্বদা তাঁর কান খাড়া।

আর বাবা?

পাগলের মতন হয়ে গেছেন! আমার মতই দশা প্রায়। একদণ্ড তিষ্ঠোতে পারেন না বাড়িতে। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান কেবল। দিনরাত বাইরে বাইরেই কাটাচ্ছেন। সেই যা খাবার আর শোবার সময়টায় আসেন বাড়ি।

পাগল হয়ে যাবেন নাকি শেষ পর্যন্ত?

কী করে বলব? পাগল হয়ে গেলে কী হবে কে জানে! কী-যে করে বসবেন কেউ বলতে পারে না।

তারপর তো ধ্রুবেশ বাড়ি চলে গেল। পরের কাহিনীটা প্রকাশ করি এবার—

সারা রাত চোখে ঘুম নেই বেচারার। বাড়ির সবাই না ঘুমুলে ছাদে যায় কি করে? কি করেই বা এরীয়েলটাকে সরাইখানায় পাঠায়? অবশেষে রাত আড়াইটার পর বাড়ির সবার নাক ডাকতে শুরু হলে সে সিঁড়ি ভেঙে ছাতে গিয়ে প্রকাণ্ড এক কাঁচি নিয়ে এরীয়েলটা কেটে দিয়ে এসেছে শেষ মেশ।

তারপরেও উত্তেজনায় অনেকক্ষণ তার ঘুম আসেনি। ভোর বেলাটার দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

রাতারাতি এই ছাতাছাতি কাণ্ডর-পর অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙলো তার—আর, ঘুমটা ভাঙলো সেই আবার রেডিয়োর আর্তনাদেই।

অ্যাঁ? একি! রেডিয়োটা বাজছে আবার যে? এলো কোথা থেকে ফের? সে তো তার সপিণ্ডকরণ সেরে এসেছে কাল রাত্রেই। তবে?

আওয়াজটা যেন কাছিয়ে এসেছে আরো এবার। বাজছে যেন একেবারে তার কানের গোড়াতেই।

ভালো করে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে ঠাওর পায়—ওমা! তাই তো! রেডিয়োই ত! ঝকঝকে একটা রেডিয়ো তারই পড়ার টেবিলের ওপরে বসানো—তার পাশটিতেই!

সেই যন্ত্র! আর সেই যন্ত্রণা!! আবার আনকোরা আমদানি!

বাবা আজ সাত সকালে উঠে নতুন এক রেডিয়ো কিনে এনেছেন বাড়িতে।

আট সকালে এরীয়েল খাটিয়েছেন ছাতে গিয়ে। আর, এখন সাড়ে আট সকালের থেকে এই ষাঁড়ের আওয়াজ শুরু!

এ কী বাবা! এ কী কাণ্ড! চমকিত হয়ে শুধিয়েছে সে।

বাড়িতে রেডিয়ো না থাকলে কি মানায় রে খোকা! তিনি বলেছেন—রেডিয়ো একালের স্ট্যাটাস সীমবল। বাড়িতে না রাখলে প্রেস্‌টিজ যায়, সব বড় লোকের বাড়িতেই রেডিয়ো দেখবি, এমনকি মেজ লোকদের বাড়িতেও। যাদের বাড়ি তা নেই বুঝবি তারা নিতান্ত ছোটলোক।

প্রেসটিজ রাখতে যে প্রাণ যায় বাবা! প্রাণ আর কান দুই যায় যে!

আমি ভাবছি ফি মাসে, মাস-কাবারে একটা করে নতুন রেডিয়ো কিনে আনব, অন্য এক আলাদা মডেলের, বুঝলি খোকা? আমাদের প্রত্যেক ঘরে একটা করে রেডিয়ো শোভা পাবে। ফি ঘর একটা করে হলে আরো কতো প্রেসটিজ বাড়বে ভেবে দ্যাখ দেখি।

ধ্রুবেশ ভেবে দেখার চেষ্টা করেছে।

পাড়ার সবাইকে, বিশেষ করে পাশের বাড়ির অভদ্রটাকে আমি দেখিয়ে দিতে চাই—শুধু দেখিয়ে নয় শুনিয়েও দিতে চাই দস্তুর মতন। বছরখানেক বাদে যখন একসঙ্গে আমাদের বারোটা রেডিয়ো বাজবে ...সেই বাড়াবাড়ির স্বপ্নে তিনি মশগুল!—রেডিয়োর বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব!

রক্ষে করো বাবা! সব রেডিয়োতে তো সেই একই আওয়াজ ছাড়বে। একই গান বাজবে ত!

বাজলই বা! তাতে কি! সব বুলবুলিরই তো একরকমের বুলি! তাই বলে কি লোকে এক ঝাঁক বুলবুলি পোষে না?

জবাব দিতে ধ্রুবেশের বুদ্ধি গুলিয়ে যায়।

তাছাড়া সব কটাতে একরকমের বাজাবোই বা কেন? আমরা তো ইচ্ছে করলে একটায় কলকাতা, একটায় কাশ্মির, আরেকটায় কামসকাটকা ধরতে পারি। কোনটায় মার্কিন, কোনটায় কানাডা, কোনোটাতে জাপানী গান বাজবে আমাদের। একটায় চীন, একটায় কোচিন আরেকটায় ইন্দোচীন বাজালে কী হয়? কোনো ক্ষতি আছে?

না, ভেবে দেখলে, গানের এই বুদ্ধিবাহুল্যে কোনো ক্ষতি নেই—কানের ক্ষতিবৃদ্ধি যাই হোক না। খতিয়ে দেখেছে ধ্রুবেশ।

আমাকে এসে বলেছে—রেডিয়ো বলে কেন, জানো দাদা? সব সময়েই সে রেডি। সেই কারণেই রেডিয়ো।

ধ্রুবেশের কথায় রেডিয়োর মর্ম বুঝতে পারিনি তখন, এখন সেটা বুঝছি। তখন তার মর্মভেদ করতে পারিনি, এখন বুঝছি সেটা কী পরিমাণ মর্মভেদী। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি বেশ। আহারে বিহারে সর্বক্ষণ।

সুরব্রহ্মের অনুমাত্র নয় আর—এখন তার আণবিক বিস্ফোরণে আসুরিক মাত্রার একাকার।

আমরা বাসার চার পাশেই, ওপর তলায়, নিচুতলায়। এ ঘরে, ও-ঘরে, সে-ঘরে, এ পাশের বাড়ি ও পাশের বাড়িতে কোথাও হিন্দী গানা, কোথাও গুজরাটি বাহানা, কোথাও অসমীয়া সঙ্গীত, কোথাও বাংলা আধুনিক। কোনোখানে তামিলী নাড়ু কোথাও কানাড়া-কারু—কতই না কেরামতি! কারো বা আবার পাকিস্তানী কাবাব। কেউ ধরেছেন চীন, কেউ বা মার্কিন, কেউ লনডন, কেউ আবার ভয়েস অব আমেরিকা। গানে গানে ছয়লাপ। সুরে অসুরে নয় ছয়! পরস্পরকে টেক্কা মারতে সকলেই তাঁর রেডিয়ো প্রোগ্রাম হাজার গ্রাম বাড়িয়ে একেবারে কিলো-মিটারে সাধতে লেগেছেন।

আর সেই কিল খেতে হচ্ছে সকাল সন্ধ্যে—এই আমাকেই।

কে যেন বলেছিল, রেডিয়ো আনন্দলাভের উত্তম মাধ্যম, শুধু নিছক একটা যন্ত্র না।

আমিও সেই কথাই কই—রেডিয়ো এক নিছক যন্ত্রণা। পাড়া পড়শীর ওপরে গায়ের ঝাল মিটিয়ে রাগের ঝাল ঝাড়বার, কান ধরে পেটাবার—পিটিয়ে আনন্দলাভের এই এক উত্তম-মধ্যম! প্রহরে প্রহরে অহরহ সেই প্রহার—প্রাণে না মেরে এক নাগাড়ে তাদের কানে মারো।

পঞ্চশরে ভস্ম করে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী একলা যে কান্ড বাধিয়েছিলেন, সপ্ত স্বরে বশ্য করে অদৃশ্য ইথররঙ্গের ভিতর দিয়ে বিতরণে ভোলানাথের এ আরেক মহামারি আমোদ!

রেডিয়োর ঠেলায় ধ্রুবেশের লেখা পড়া মাথায় উঠেছিল, আমার বেলায় লেখা পাড়া অসম্ভব। আর, মনের ডিমকে তা দিয়ে কাগজের পাতায় না পাড়তে পারলে...বলুন ত আমার কী সর্বনাশ...এই ঘোড়ার ডিমের লেখা

(খ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তেইশ বছর আগে পারে • জ্যোতিপ্রসাদ বসু

ভারত বর্তমানে এক যুগ সন্ধিক্ষণে উপনীত। বেশ কিছুদিন ধরে তার অর্থনৈতিক জীবনে অনিশ্চয়তা চলেছে। তার ওপর রাজনৈতিক অস্থিরতা তার সামাজিক জীবনে আর এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে লোকসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন এই প্রথম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। জাতীয় জীবনে চরম সংশয় দেখা দিয়েছে বলেই নতুন করে জন-সাধারণের মতামত গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সরকার পক্ষ মনে করছেন এবং সেজন্যই লোকসভার নির্বাচন চাওয়া হয়েছে। অনেকের ধারণা যে এই নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে এক নির্দিষ্ট গতিপথ নির্ধারিত হবে এবং কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হবে। বর্তমান কালে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই দুই ভাবধারার সমন্বয়ের মাধ্যমেই সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ণীত হয়। অতএব আসন্ন নির্বাচনের গুরুত্ব অসীম।

এই ধরনের অস্থিরতা দেখা গিয়েছিল আজ থেকে তেইশ বছর আগে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে। তবে তখন দেশের সাধারণ মানুষ এত নিবিড়ভাবে নিজেদের এই সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেনি। কারণ সে প্রয়োজন ও প্রস্তুতি ছিল না। তখন পুনঃপুনঃ স্বাধীনতা আন্দোলনের কংগ্রেসের প্রভাব প্রসারিত ছিল আসমুদ্রহিমাচল, অবিসংবাদীভাবে। দেশের মানুষ কংগ্রেসের ওপর সকল দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত ছিল। কংগ্রেসের সামনে তখন খোলা ছিল দুটি পথ—(১) পূর্ণ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য-নির্ভর ধনতন্ত্রের পথ ও (২) সমাজতন্ত্রের পথ। স্বাধীনতা-পূর্ব সময়কালে ভারতে যে অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল তাকে সামন্ততন্ত্রই বলা উচিত যদিও ধনতন্ত্রের আংশিক বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। একটি ঔপনিবেশিক অর্ধোন্নত দেশে এই অবস্থাই স্বাভাবিক। জাতির কর্ণধার-রূপে কংগ্রেসের নেতৃবর্গ বুঝেছিলেন যে এই দরিদ্র দেশের অতি দ্রুত কিছুটা আর্থিক উন্নতি করতে গেলে অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বহুলাংশে প্রয়োজন, পরিকল্পনাভিত্তিক ক্রমব্যবস্থার প্রয়োজন। জনগণের মধ্যে আর্থিক অসাম্য দূর করার জন্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতাও তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু সে সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা কখনই বিসর্জন দেওয়া যাবে না, রাষ্ট্র কখনই জনজীবনের সর্বময় কর্তা হবে না।

এই সমন্বয়মূলক আদর্শ স্মরণ করেই মিশ্র অর্থনীতি এদেশে প্রবর্তিত হয়েছিল। যার অর্থ হ'ল যে এই দেশে একদিকে যেমন থাকবে ব্যক্তিগত মালি-কানার অধীন আর্থিক ক্রিয়াকর্ম, অপরদিকে অতি-প্রয়োজনীয় উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার আপন ভূমিকা গ্রহণ করবে। ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানা নিজ নিজ নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে থেকে পরস্পরের সহ-যোগিতার মাধ্যমে দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে চলবে। এই কাজে তারা হবে পরস্পরের পরিপূরক। কারণ, এক অর্ধোন্নত দরিদ্র দেশে কেবল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দ্রুত আর্থিক মানোন্নয়ন সম্ভব নয়, অত্যধিক সময় সাপেক্ষ। তেমনই, রাষ্ট্রের পক্ষেও আর্থিক জীবনের সকল ভার নেওয়া সম্ভব নয়, অর্থবল ও লোকবলের অভাবে। অভিজ্ঞ অর্থবিদ ও রাষ্ট্রনীতিকরা ভারতের এই সমন্বয়-নীতিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয় ১৯৫১ সালে। স্থির হয় যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিক আকারে একটির পর একটি চালু করা হবে এবং এক একটি পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ ব্যবস্থা গঠনের বনিয়াদ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। এইভাবে, বিপ্লবের পরিবর্তে বিবর্তনের পথেই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে এই দেশে। কারণ পুরনো কাঠামো একেবারে ভেঙে ফেলে নতুন কাঠামো গঠন করতে গেলে দেশের অর্থনীতিতে যে চাপ পড়বে, যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে তা সামলানো সহজসাধ্য হবে না।

তবু, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চালু করার প্রারম্ভে, রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অধিকতরভাবে গ্রহণ করতে দেওয়ার পূর্বে বিশেষ ধরনের প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর তিন চার বছর ধরে সেই প্রস্তুতিকল্পে কতগুলি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল নিম্নের কয়েকটিঃ (১) ১৯৪৮ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া জাতীয়করণ করা হয়। কারণ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের অধীন না থাকলে কোনও আর্থিক নীতিই কার্যকর হয় না। (২) ১৯৪৮ সালেই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন স্থাপিত হয় বড় বড় শিল্পগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়ার জন্য। ইতিপূর্বে এ দেশে শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের কোনও প্রতিষ্ঠান ছিল না। এরপর রাজ্য সরকারের কর্তৃত্বাধীনে প্রতি রাজ্যে রাজ্য ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনগুলিও সংগঠিত হতে থাকে মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহ করত। *(৪) ১৯৪৯ সালে সরকার বিদেশী মূলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি ঘোষণা করেন। অর্ধোন্নত দেশে বিদেশী মূলধন বিনা দ্রুত শিল্প বিকাশ সম্ভব নয়। কাজেই সরকার বিদেশী মূলধনকে স্বাগত জানালেন। তবে এই শর্তে যে বিদেশী মূলধনের মাধ্যমে এ দেশের শিল্পগুলির ওপর বিদেশী কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে বর্তাবে না। যে কোনও বিদেশী কারবার সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিতে পারবেন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে। বিদেশীরা নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা নিজ দেশে নিয়ে যেতে পারবেন। *(৩) ১৯৪৮ সালে সরকার স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পনীতি ঘোষণা করলেন এবং তার মধ্যে মিশ্র অর্থনীতির কথা পরিষ্কার করে বলা হ'ল। ঐ নীতিতে আরও জানানো হল যে সরকার শ্রমিকদের মধ্যে কারবারের মুনাফার অংশ বণ্টন প্রথা প্রচলন করবেন। ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উন্নতির জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (৫) ১৯৪৯ সালে ব্যাঙ্কিং আইন সংশোধনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কগুলিকে সুসংবদ্ধ করার চেষ্টা করা হ'ল যাতে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজে ব্যাঙ্কের লগ্নী অধিকতরভাবে কাজে লাগানো যায় এবং ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক বনিয়াদ সুদৃঢ় হয়। মনে রাখতে হবে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অনেকগুলি ব্যাঙ্কের পতন হয় এবং সেই পতনের কারণ ছিল মূলতঃ দু'টি—(ক) অতিরিক্ত শাখা স্থাপন ও (খ) অবিবেচকের মত ঋণদান। (৬) ১৯৪৯ সালে সরকার দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন নিযুক্ত করেন দেশের আমদানি-রপ্তানি সংহত করবার জন্য। একদিকে যেমন দেশের নিজস্ব শিল্পগুলিকে আত্মবিকাশের সুযোগ দানের জন্য আমদানি দ্রব্যের ওপর শুল্ক বসানো হবে অপরদিকে যে-কোনও শিল্প যার ভবিষ্যত আছে তাকে নানাভাবে আর্থিক সাহায্য দিয়ে সংরক্ষিত করতে হবে। (৭) ১৯৫১ সালে ইণ্ডাস্ট্রিজ (ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড রেগুলেশন) এ্যাক্ট পাশ করা হ'ল। এর দ্বারা সরকার তালিকাভুক্ত কয়েকটি প্রয়োজনীয় শিল্পকে লাইসেন্সের আওতায় আনলেন। ব্যক্তিগত মালিকানায় ঐ শিল্পগুলির মধ্যে কোনও একটি শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হবে। সরকার অনুমতি দেবার পূর্বে খোঁজ নিয়ে দেখবেন যাতে লাইসেন্স একই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর করায়ত্ত না হয় এবং দেখবেন যাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পগুলি ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

এগুলি হ'ল অর্থনৈতিক প্রস্তুতির দিক। অপরদিকে, প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক আবহাওয়ার জন্য ভারতের নব গঠিত সংবিধান ১৯৫১ সালের ২৬শে জানুয়ারী প্রবর্তিত হ'ল। যে সংবিধানে মানুষের মৌলিক অধিকারকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে।

এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরি-প্রেক্ষিতে ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূত্রপাত করা হ'ল। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে, ১৯৫২ সালে কংগ্রেস সর্বাধিক জনপ্রিয় দল হিসাবে দেশের কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। আশায় বুক বেঁধে শুরু হ'ল জনগণের রথযাত্রা।

১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনা চালু করা হ'ল। এই পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হল কৃষির ওপর। অর্থাৎ লগ্নীকৃত অর্থের প্রধান অংশ ব্যয়িত হল কৃষি-উন্নয়নের কাজে। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল ১৯৫১-৫৬। এই সময়ের মধ্যে আরও কতগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হল। (১) সরকার দেখেছিলেন যে কেবলই সরকারী উদ্যোগে এত বড় বিরাট দেশে কৃষি-ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন সম্ভব নয়। কাজেই জনগণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৫২ সালে প্রবর্তন করা হল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট বা সমষ্টি উন্নয়নের প্রকল্প। পরোক্ষ সরকারী সাহায্যে গ্রামের মানুষ যাতে নিজেরাই কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি উন্নয়নের ব্যাপারে শ্রম নিয়োগ করতে পারেন। (২) ১৯৫২ সালে অল-ইণ্ডিয়া রুর‍্যাল ক্রেডিট সার্ভে কমিটি নিযুক্ত করা হল দেশে কৃষি-ঋণ কিভাবে আরও ব্যাপকভাবে বণ্টন করা যায়। এই কমিটি সুপারিশ করলেন যে এর জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বিশেষ অর্থ ভাণ্ডার খুলতে হবে এবং সেই ভাণ্ডারের টাকা দূর দূরান্তের গ্রামাঞ্চলে পৌঁছবার

ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য গ্রামীণ সমবায় সমিতিগুলিকে জোরদার করতে হবে এবং ব্যাঙ্ক খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রসঙ্গেই কমিটি পরামর্শ দিলেন বিদেশী কর্তৃত্বাধীন ভারতের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক ইমপিরিয়ল ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করবার জন্য। ১৯৫৫ সালে ইমপিরিয়াল ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করে প্রতিষ্ঠা হল স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার। (৩) কৃষির উন্নতি করতে গেলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বৃহৎ খামারের প্রয়োজন। অথচ ভারতের কৃষিক্ষেত্রগুলি খণ্ডিত এবং জমিদারী প্রথার কুপ্রভাবে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয়। এই অব্যবস্থা দূরী-করনের জন্য জমিদারী প্রথার অবলোপের আইন বিধিবদ্ধ করা হল বিভিন্ন রাজ্যে। দেশে পরিবার-পিছু জমির ঊর্ধ্ব সীমা নির্ধারণের কাজ শুরু হয়ে গেল। নীতিগতভাবে স্বীকার করা হল যে বাড়তি জমি সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন এবং ঐ সকল জমিতে সমবায় পদ্ধতিতে চাষের প্রবর্তন করা হবে। সরকার জবরদস্তি করে জমি কেড়ে নিয়ে ষোল খামার গড়বেন না। মানুষের আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায়-পদ্ধতিতেই তা সম্ভব হবে। (৪) বন্যা নিরোধ, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি বহুমুখী পরিকল্পনার অনবদ্য নিদর্শন দামোদর বাঁধ পরিকল্পনার প্রধান অংশ সম্পূর্ণ হল এই সময়ের মধ্যে।

খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণের দিকে দৃষ্টি দিলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। ১৯৪৯-৫০ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫৪০ লক্ষ টন আর ১৯৫৫-৫৬ সালেই ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৫০ লক্ষ টনে। জাতীয় আয় বেড়েছে ১৮%।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হয় ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৬ সালটিকে ভারতের জনজীবনের আর একটি সন্ধিক্ষণ বলে সূচিত করা যায়। কারণ ঐ সময় থেকে শুরু হয় শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা। কৃষিভিত্তিক দেশের শিল্পায়নের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ। কারণ, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আপেক্ষিকভাবে শিল্প সমৃদ্ধির ওপরই জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৫৬ সালে ত

তেইশ বছর আগে পরে

ক পৃষ্ঠার পর

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তথা সরকারের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। (৭) ঐ বছরেই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর নীতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ক্যালডরকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল এদেশে আমাদের করনীতিকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সুসংবদ্ধ করবার জন্যে।

অর্থাৎ, দেশকে এক বিরাট পরিবর্তনের মুখে উপনীত করবার জন্য সরকার সকল দিক থেকে আয়োজন করেছিলেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যেন এক বিরাট রাজসূয় যজ্ঞের মত। এ যজ্ঞের আহুতির সীমা পরিসীমা নেই। আহুতির উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছে কেবল স্বদেশ থেকে নয়, বিদেশ থেকেও। এবং বিভিন্ন পররাষ্ট্র বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের সহযোগিতার হাত।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যখন শেষ হল তখন ভারত উন্নতির দ্বিতীয় সোপানে। জাতীয় আয় বেড়েছে ২০%, শিল্পোৎপাদনের সূচক ১৩২.৬ (১৯৫৬ সাল) থেকে পৌঁছেছে ১৯৪-তে। এই উন্নতি যে কোনও জাতির পক্ষে শ্লাঘার বস্তু। তাছাড়া, আমরা পেয়েছি বেসরকারী ক্ষেত্রে অনেকগুলি বৃহৎ শিল্প সংস্থা। যেমন, হিন্দুস্থান স্টিল লিমিটেডের অন্তর্ভুক্ত রুরকেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুরের ইস্পাতশিল্প কেন্দ্রগুলি, রাঁচীর হেভী ইনজিনিয়ারিং কর্পোরেশন, ভূপালের হেভী ইলেকট্রিক্যালস্ (ইণ্ডিয়া), কোলাবার হিন্দুস্থান অর্গানিক কেমিক্যালস, রাঁচীর ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন, বাদবপুরের ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেণ্টস, বোম্বাইয়ের শিপিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি। খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়েছিল ৬৫০ লক্ষ টন থেকে ৭৬০ লক্ষ টনে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি কিন্তু নিখাদ হয়নি। হাদিও, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রথমদিকে চমকপ্রদ হয়েছিল, শেষদিকে কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। ১৯৫৬ সালে ফুডগ্রেইনস এনকোয়ারী কমিটি নিযুক্ত হয় খাদ্য সঙ্কট মোচনে পথ নির্দেশের জন্য। শ্রীঅশোক মেটার নেতৃত্বে ঐ কমিটি তখনই খাদ্যশস্যের বণ্টন রাষ্ট্রায়ত্ত করার সুপারিশ করেছিলেন কিন্তু অর্থ সংগতি ও লোকবলের অভাবে সরকার ঐ সুপারিশ গ্রহণ করতে পারেননি। (প্রসঙ্গত বলা যায় যে পরবর্তীকালে ১৯৬৫ সালে খাদ্যশস্য বণ্টন আংশিক রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া স্থাপন করে)। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি অপেক্ষা শিল্পের ওপর আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি দেওয়ায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশানুরূপ বাড়েনি। অপরদিকে শিল্প বিস্তারের চেষ্টায় বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি ও আর্থিক সাহায্যের বহর অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। খাদ্যশস্যেরও আমদানি করতে হয় যথেষ্ট পরিমাণে। ফলে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরদিকে আয় ব্যয়ের ঘাটতি মেটাতে নোট ছাপানোর পরিমাণ অত্যধিক বাড়াতে হয়। এই অবস্থায় অনিবার্যভাবেই দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং দ্রব্যমূল্য দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশ্য, যে কোনও অর্ধোন্নত দেশের পক্ষে হঠাৎ শিল্পোন্নয়নের দিকে ঝোঁক দিলে এ-ধরনের আর্থিক সঙ্কট দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক, যদি না প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যথেষ্ট দৃঢ়তা থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুশো বছরের ঔপনিবেশিকতাক্লিষ্ট এই দেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এবং জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট দুর্বলতা এমন-কি অসাধুতা পর্যন্ত প্রবেশ করে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে অর্থাৎ ১৯৬১ সালে যে আদমসুমারি বা জাতীয় লোকগণনা হয় তার ফলাফল থেকে আর একটি দুশ্চিন্তাজনক সমস্যার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দেখা যায় যে, ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সাল অর্থাৎ দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে আমাদের জনসংখ্যা বাৎসরিক ২.১৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও, ইতিপূর্বে এদেশে বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.২৫%। পরিকল্পনাকালে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছিল কিন্তু জন্মহার ঠিকই থেকে গিয়েছিল। ফলে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুততর হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশে এই অবস্থাও স্বাভাবিক। তবে, এর দরুন দুটি বিষময় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমত, যে হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়নি। তার অর্থ, দেশের যে বৈষয়িক উন্নতিসাধিত হয়েছে তা জনে জনে উপলব্ধি করতে পারেনি। দেশের বাড়তি উৎপাদন অধিকতর জনসংখ্যার মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে বলে। দ্বিতীয়ত, দেশের জীবনমান উন্নয়নে সরকারী প্রচেষ্টা সাধারণ মানুষের মনে স্থায়ী রেখাপাত করতে পারেনি। চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এবং মুদ্রাস্ফীতির দরুন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মনে এক বিপরীত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাক্কালে তাই সরকারকে ও যোজনা কমিশনকে আরও গভীরভাবে বিবেচনা করতে হয়েছে এবং উপরিবর্ণিত অসুবিধাগুলি নিরসনের জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি নতুন ধাঁচে সাজাতে হয়েছে। প্রথমত কৃষি ও শিল্পকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হল যাতে একদিকে যেমন শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় অপরদিকে তেমনই খাদ্য ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষিতার দ্রুত অবসান ঘটে। একথাও মনে রাখতে হবে যে, শিল্পের প্রসার না হলে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষির বিকাশও সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, যন্ত্রপাতির জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে আরও বেশি স্বয়ংভর যাতে হওয়া যায় সেইমত শিল্প-বিস্তারের পন্থা গ্রহণ করা হল। তৃতীয়ত, জোর দেওয়া হল পরিবার পরিকল্পনা আরও বেশি জনপ্রিয় করে তোলার ওপর। চতুর্থত, স্থির হল যে, যথাসম্ভব বাড়তি নোট ছাপানো বন্ধ করতে হবে।

মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। ভারত কল্পনা করতে পারেনি যে, তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে পর পর দুটি বহিঃশত্রুর আক্রমণের মোকাবিলা তাকে করতে হবে। ১৯৬২ সালের চীনা আক্রমণ এবং ১৯৬৫ সালের পাকিস্তানী হামলা তার আর্থিক বনিয়াদকে অনেকখানি দুর্বল করে দিল। তবে, পর পর দুটি পরিকল্পনা ইতিপূর্বেই সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছিল বলেই প্রবীণ ভারতের পক্ষে এত বড় দুটি বিপর্যয়ের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হল। কেবল বহিঃশত্রুর আক্রমণই নয় ১৯৬৪ ও ১৯৬৬ সালে দুটি অশনিপাত হয়ে গেল এই দেশে। ভারতের দুই প্রধানমন্ত্রী—জওহরলাল নেহরু ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী লোকান্তরিত হলেন। তার ফলে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে কালোমেঘ দেখা দিল। ক্রমশ দেশ রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়তে লাগল। এ যাবৎ ভারতে কংগ্রেস দলই একাধিপত্য করে এসেছিল। যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে একই রাজনৈতিক দলের এতখানি জনপ্রিয়তা ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। সেই দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিতে লাগল।

তবু, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে দেখা গেল যে, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫%। খাদ্যশস্য উৎপাদন ৭৬০ লক্ষ টন থেকে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৭২৩ লক্ষ টনে। বাড়তি নোট ছাপানো যথাসম্ভব কমাবার যে সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল দুটি যুদ্ধের চাপে সে সংকল্প রক্ষা আর সম্ভব হয়নি। তবে এই সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে কয়েকটি বড় বড় সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। যেমন, নতুন দিল্লিতে ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যালস, বিশাখাপত্তনমে ভারত হেভী প্লেট ও ভেসেলস, হাওড়ায় সেণ্ট্রাল ফিশারিজ কর্পোরেশন, কলকাতায় সেণ্ট্রাল রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, হায়দ্রাবাদের ইলেকট্রনিকস কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, আজমীঢ় মেশিন টুল কর্পোরেশন (ইণ্ডিয়া, বর্ধমানে মাইনিং এণ্ড অ্যালায়েড মেশিনারি কর্পোরেশন, বোম্বাইতে ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া, বোম্বাইতে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ইত্যাদি।

পর পর দুটি বৈদেশিক আক্রমণের পর ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন গুরুতর অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে, বিশেষত, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনেকাংশে বানচাল হয়ে যাবার পর, যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়মত শুরু করাই গেল না। দুবছর দেরি হয়ে গেল। এই পরিকল্পনায় দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যাতে দেশকে ঐ সময়ের মধ্যে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা যায়। খাদ্যশস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধিও পাচ্ছে। তবে প্রশাসনিক নানাবিধ খাতে ব্যয় বৃদ্ধির ফলে এবং সাধারণভাবে বেসরকারী ক্ষেত্রে উদ্যমের অভাবের ফলে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু থেকেই বাধা পাচ্ছে। অবশ্য অর্থনৈতিক অধোগতি আজ প্রায় সারা বিশ্বেরই ব্যাধি। ভারত তার ছোঁয়াচ থেকে মুক্ত হতে পারে না।

পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের এই ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের খুবই কম পরিচয় আছে। দেশের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আমরা প্রায়ই সচেতন নই। উপরন্তু আমরা অনেকেই এমন ধারণা পোষণ করি যে, স্বাধীনতার পর আমাদের কিছুই উন্নতি হয়নি।

কেন আমরা এমন বলি? বলি দুটি কারণে। প্রথমত, অন্যান্য কয়েকটি অগ্রসর দেশ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত ভাসা-ভাসা। নিজের দেশের সম্পর্কেও তাই। দেশের সম্পদ সম্পর্কেও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সমাক জ্ঞান না থাকলে তার উন্নতি বা অধোগতি বিষয়ে কিছুই ধারণা করা যায় না। আমরা বলতে পারি না আমাদের কি কি আছে, কতটা তার সদ্ব্যবহার করতে পারি। অন্য দেশে কি কি ছিল বলে তারা এতগুলো ধাপ ওপরে উঠে গেছে। কতদিনে তা সম্ভব হয়েছে? সেই একই সময়ের মধ্যে আমরা কি করেছি। সরকারী প্রচারযন্ত্র, এমনই প্রাণহীন যে, সরকারী প্রচার আমাদের মর্ম স্পর্শ করে না।

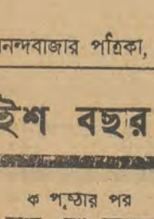

আর চৌধুরী
এণ্ড সন্স
জুয়েলার্স
সুপরিচিত অলংকারিক
৯১/৪, বি, বি, গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২ ফোন: ৩৫-০২২৭

কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে
মুখের দুর্গন্ধ দূর করুন...
সারাদিন দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ করেছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে এবং খাবার ঠিক পরেই কলগেট পদ্ধতি দাঁত ব্রাশ করলে বেশিরভাগ লোকেরই দাঁতের আরও বেশি ক্ষয় বন্ধ হয়—যা দাঁতের মাজনের আবহমান কালের ইতিহাসে ইতিপূর্বে শোনা যায়নি। কারণ কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে একবার মাত্র ব্রাশ করলেই শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত দুর্গন্ধ ও ক্ষয় সৃষ্টিকারী জীবাণুদের দূর করা যায়। একমাত্র কলগেট তার প্রমাণ দিতে পারে।
সেইসঙ্গে এতে কি অপূর্ব পিপারমিণ্টের গন্ধ—তাইতো ছেলে-মেয়েরা কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত ব্রাশ করতে ভীষণ ভালোবাসে!

...আর দাঁতের সম্পূর্ণ যত্নের জন্য ব্যবহার করুন
বিজ্ঞানসম্মত
আকৃতিতে তৈরি
কলগেট টুথব্রাশ—
এটি দাঁতের সব ফাঁক-ফোকরে পৌঁছিয়ে বিলকুল সাফ কোরে দেয়।

COLGATE DENTAL CREAM

মধুর, স্নিগ্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস ও শুভ্র উজ্জ্বল দাঁতের জন্য...
দুনিয়ার বেশিরভাগ লোক অন্য যেকোন টুথপেস্টের চেয়ে বেশি কেনেন কলগেট!

DC.G.41 BN

ছোটগল্প

ডাক্তার দত্ত আমার বন্ধু।

কদিন আগে তার কাছে গিয়েছিলাম। "কি হল তোমার?" প্রশ্নের জবাবে বললাম, "খুব উদ্বিগ্ন বোধ করি। রাত্রে অনেক সময়েই ঘুমুতে পারি না।"

"দুঃস্বপ্ন দেখ?"

"খুব দেখি। এক একটা স্বপ্নে দেখি আমি যেন নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছি, জনতা হৈ চৈ করে আমাকে সংবর্ধনা করছে, সমর্থন করছে। আবার একটা স্বপ্নে দেখি আমাকে এক পাল ছাগল গুঁতোচ্ছে, আমি যেন কাদায় আটকে গেছি।"

ডাক্তার দত্ত কেমন উদাস হয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে একটা পেন্সিল ডান হাতে নিয়ে তার বাঁ হাতের তালুর উপর ঠুকছিল। তাই দেখে আমি চুপ করে গেলাম, ভাবলাম আমার কথা তার কানেই যাচ্ছে না। আমি থামতেই ডাক্তার দত্ত বলে উঠলো, "থামলে কেন, বলে যাও!"

আমি বললাম, "স্বপ্নের কোনো ছিরি ছাঁদ নেই। এই একবার দেখছি আমি একটা অজানা দেশে অজানা সব লোকজনের সঙ্গে আড্ডা জমাচ্ছি, তারপরই আবার দেখছি অচেনা সব লোকের সঙ্গে খুব মারপিট হচ্ছে। এই অচেনাদের মধ্যে আবার খুব চেনা

লোকও আমাকে পিটতে আসছে, দেখতে পাই।"

ডাক্তার দত্ত বলল, "স্বপ্নের কথা নিয়ে বেশী দুশ্চিন্তা করার কোনো দরকার নেই। এমনি আর কোনো কষ্ট হয়?"

"না।" আমি বললাম।

"কেবল ঘুম হয় না এই তো?"

আমি বললাম, "সেটা কি সোজা কথা হল? ঘুম হবে না কেন আমার? ঘুম না হবার কারণ কি, আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না।"

ডাক্তার দত্ত বলল, "সব কিছুরই কারণ খুঁজতে যেও না—লাভ হবে না। তবে এর একটা প্রতিকার আছে।"

"মানে, ওষুধ আছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আছে। এর ওষুধ হল মনে ফুর্তি আনা। খুব ফুর্তি করে যাও—বায়োস্কোপ দেখ, থিয়েটার দেখ, যাত্রা করো...।"

"কোথায় যাত্রা করব?"

"যে কোনো জায়গায় যাত্রা করো—আজকাল খোলা মাঠেও শুনেছি যাত্রা টাত্রা হয়।"

"যাত্রা তো চিরকাল খোলা মাঠেই হয়ে থাকে, আজকালই বরং দেখছি জমকালো স্টেজে হচ্ছে কিছু কিছু। এবারে বুঝেছি ব্যাপারটা, প্রথমে ভেবেছিলাম তুমি বলবে দার্জিলিং যা অন্য কোথাও যাত্রা করতে বলছ। তুমি বলছ আমি কোনো যাত্রা দলে যোগ দিই?"

"খুশি হলে যোগ দেবে। মানে যা প্রাণ চায় করবে!"

"আর কোনো ওষুধ?"

"কিচ্ছু দরকার নেই।"

"বেশ", আমি বললাম, "আমি কাল থেকেই ফুর্তি শুরু করবো।"

একথা শুনে ডাক্তার দত্ত ফোঁস করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল একটা।

"কি হল তোমার আবার?"

"আমার?" ডাক্তার দত্ত একটু তেতো হাসি হাসল, "আমার আবার কি হবে—আমার ঘুম হয় না, নানা রকম দুঃস্বপ্ন দেখি। মনে হয় নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি, আর আমারই সমর্থকরা আমাকে মারতে আসছে। কখনো দেখি অদ্ভুত একদল ছাগল আমাকে গুঁতোচ্ছে।" আমি অবাক হলাম। বললাম, "তা তোমারও তো দেখছি একই দশা। ঠিক আমারই মত।"

ডাক্তার দত্ত বলল, "তা যা বলেছ!"

আমি বললাম, "তা সারিয়ে ফেলছ না কেন? তুমি তো ওষুধ জানোই সব। এক্ষুনি আমাকে বললে যা যা করতে তা তুমি নিজেই তো করতে পারো। দারুণ ফুর্তি শুরু করে দাও কাল থেকে। এমনকি তুমি আমার সঙ্গেও যোগ দিতে পারো। এদিক ওদিক যাবার সময় ট্যাকসি ভাড়া রিকশো ভাড়া এসব হাফাহাফি হয়ে যাবে।"

"আমি? আমি করবো ফুর্তি!" ডাক্তার দত্ত আঁতকে উঠল।

আমি বললাম, "তাতে অপরাধ কি হয়েছে?"

ডাক্তার দত্ত বলল, "অপরাধ কি হয়েছে শুনতে চাও? তুমি কখনো একটা ডাক্তারকে ফুর্তি করতে দেখেছ, কিংবা যাত্রা করতে?"

আমি ভেবে বললাম, "মনে পড়ছে না।"

ডাক্তার দত্ত বলল, "এরকম ঘটনা ঘটে না, কখনো ঘটে না। ডাক্তার যদি ফুর্তি করে আর সেটা যদি রোগীরা কোনোমতে জেনে ফেলে তাহলেই বাস্ প্র্যাকটিস যা এতকষ্টে জমিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে তাতে ভাটা পড়বে। আমার ভাই ফুর্তি করা টরা চলবে না। আমাদের চেনা একজন ডাক্তার দারুণ বেকায়দায় পড়েছিল একবার। ভুল করে সে একবার মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য যাত্রা করেছিল, বাস্, তার বারোটা বেজে গেল। এখন সে অপুষ্টি-জনিত সব ব্যাধিতে ভুগছে।"

"কি সর্বনাশ!" আমি বললাম।

ডাক্তার দত্ত বলল, "তবে আর বলছি কি। তোমার আর কি, তোমার অসুখ তুমি ফুর্তি করে সারিয়ে ফেলবে, কিন্তু আমার এই যে নিদ্রাহীনতা আর দুঃস্বপ্ন দেখা, তা আর জীবনে সারবে না।"

—সনাতন গোস্বামী

আজ-কাল

শিবরাম চক্রবর্তী

বিশে ফেব্রুয়ারির মাঝ রাত্তিরে শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে ঢাকার শহীদ মিনারের দিকে যে বিশাল মশাল শোভাযাত্রা বেরয়, তার সম্মিলিত কণ্ঠে এক আজব উচ্চধ্বনি উচ্চারিত হতে শোনা গেছল—'জিন্নাহ্ অ্যাভিনিউ নয় —সূর্য সেন অ্যাভিনিউ চাই।'

উদিছে পূর্বে সূর্য লাল!
মুজিব! আজাদ এক বাঙাল॥

*

দুরূহ প্রসাদে লোকসভার প্রার্থী শ্রীগণেশ ঘোষ মশাই বিবাহিত বলে উল্লেখিত হয়েছিল। পরে প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি আদৌ বিবাহিতই নন।

গণেশের বৌ-এর দিকে যে কলা! তা কে না জানে!

*

মুর্শিদাবাদ জগদীপুর কেন্দ্রের অন্যতম প্রার্থী শ্রীআশু ডোমের পক্ষে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, তিনি নির্বাচিত হলে পর নিখরচায় সবার শবদাহের ব্যবস্থা করে দেবেন।

আশু লাভের বিষয়টা বিবেচনা করে শবদেহ সরবরাহের দায় এখন যত জগাী দলের।

*

ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত সরিষার পরিবার পরিকল্পনা পক্ষ সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হয়েছে জানা গেল।

সরিষার ভেতরকার ভূত বার করা গেছে কিনা জানা যায়নি।

*

সব সাবালকই ভোটার, যদিচ সব ভোটারই কিছু সাবালক নয়।

*

শ্রীউদয়ন চক্রবর্তী :

এখানে ভোটের বক্তৃতা দেবার কালে এক নেতা হঠাৎ পা পিছলে ডায়াসের থেকে পড়ে যান, সামনে বসে থাকা লোকগুলি তাঁকে ধরাধরি করে তুলে দিল। একটু সামলে নিয়ে নেতৃবর বললেন, এইভাবে মাঝে মাঝে জনগণের মধ্যে নেমে আসতে হয় আমাদের—, বেশ সপ্রতিভভাবেই বললেন তিনি কথাটা।

হ্যাঁ, ঐভাবেই তাঁরা নামেন কেবল। ঐ পদচ্যুত হলেই তবে।

*

স্বামীকে বিষণ্ণ দেখে স্ত্রী কারণ জানতে চাইল। স্বামী জানাল—দেখ, আমার তাসে এত ভাল লাক অথচ রেসের মাঠে ফি বারই কী হারাই-না-হেরে আসছি। স্ত্রী তার রহস্য সমাধান করে দিল, তা তো হবেই, ওরা যে তোমাকে ঘোড়াগুলো শাফল্ করতে দেয় না।'

সাফল্যের মূলে ঐ শাফল্?

*

এক কংগ্রেস ভেঙে দুখানা হয়েছিল, এখন এই নির্বাচনের মুখে তার ছটা আরো বেড়ে গিয়ে মোটমাট আটখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে জানা গেল।

আহ্লাদেই আটখানা নিশ্চয়!

*

শ্রীমতী সুবাসোনা নন্দী : ভুবনেশ্বরের আদিবাসী পল্লীর অধিবাসীদের কৃষি এবং শিল্পকর্মে উৎসাহিত করার জন্য ওড়িশা সরকার এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন, তাতে নানান বিস্ময়কর বস্তুর ভেতর আধমণটাক ওজনের এক বহুদাকার কুমড়ো দেখে বাস্তবিকই অবাক হয়ে যাচ্ছিল সবাই।'

বিশ্বের বিস্ময়—ঐ বিশ সের কুমড়ো!

*

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :

'কর্তা বাথরুমে স্নান করতে ঢোকার একটু পরেই ধপাস করে একটা খুব জোর আওয়াজ হল, শব্দ শুনে রান্নাঘরের থেকে গিন্নী ছুটে এলেন ব্যস্ত হয়ে—'কী হল গো?' ভদ্রলোক বাথরুম থেকে কাতর কণ্ঠে জানালেন, না, এমন কিছু নয়। 'ও আওয়াজটা কিসের?' 'আমার আণ্ডারপ্যাণ্টটা মেজেয় পড়ে গেছল।' 'কী যে বলো: আণ্ডারপ্যাণ্ট পড়ার এমন জোর আওয়াজ!' কর্তা খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এলেন বাথরুমের থেকে—'আহা, প্যাণ্টটার ভেতর আমি ছিলাম যে।'

রেডিয়ো সর্বদাই রেডি

ক পৃষ্ঠার পর

বেচেই তো খেতে হয় আমাকে? লেখার মোট নামিয়ে তবেই না মোটের ওপর আমার মেহনতি মজুরি!

এরায়েলের সহায়তায় সেকালের সেই একাঘ্নী এখন ট্রানজিসটারের সংক্রামকতায় সহস্রমারী পাশুপত! এই শক্তিশেল কে সামলায়?

সেদিনের সেই এরায়েল আর নেই বটে, কিন্তু শেলী ঠিকই রয়েছেন! শেলীরা অমর।

প্রাচীন ভারতে সান্ধ্য আইন

ভাস্কর গুপ্ত

আজকাল ভারতে আইন-শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা গুরুতরভাবে বিপর্যস্ত হলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিকভাবে সান্ধ্য আইন হামেশাই জারি করে থাকেন। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Curfew। সান্ধ্য আইন যে সময়ের জন্য বলবৎ থাকবে, সেই সময়ের মধ্যে বিনা অনুমতিতে কোন ব্যক্তির রাজপথে চলাচল করা নিষিদ্ধ। সামরিক কর্তৃপক্ষ সান্ধ্য আইন লঙ্ঘনকারীকে গ্রেফতার করতে পারেন কিংবা দেখামাত্র গুলিও করতে পারেন। আমাদের অনেকের ধারণা যে, বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থাটি বুঝি পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্র-ব্যবস্থা থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকেও ভারতের বিভিন্ন নগরে সান্ধ্য আইনের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এর নজির আছে।

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম প্রামাণ্য এবং সুষ্ঠু গ্রন্থ হল কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র। কৌটিল্য, চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত। তিনি খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে মৌর্যবংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে অর্থশাস্ত্র রচনা করেন। কৌটিল্য তাঁর পূর্বসূরী ভারদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পিশুন, কৌণপদন্ত, উদ্ধব, ইন্দ্র, পরাশর, ব্যাস প্রভৃতির মতামতগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন এবং নিজেও অভিমত দিয়েছেন। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে আমরা প্রাচীন ভারতে সান্ধ্য আইনের প্রথম উল্লেখ পাই। তবে খুব স্বাভাবিক ভাবেই তৎকালের সান্ধ্য আইন আজকের সান্ধ্য আইন থেকে কিছুটা ভিন্ন ছিল। যেমন আজকের দিনে শুধু বিশেষ পরিস্থিতিতে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতে নগরগুলিতে প্রতি রাত্রেই একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সান্ধ্য আইন বলবৎ রাখা হত। যেমন কৌটিল্য বলেছেন—'রাত্রির প্রথম ভাগে ছয় নালিকা (২৪মিঃ=১ নালিকা) অতীত হবার পর এবং রাত্রি প্রভাত হবার ছয় নালিকা পূর্ব পর্যন্ত রাজপথে জনসঞ্চার নিষিদ্ধ।' এই নিষিদ্ধ সময়ে রক্ষী পুরুষেরা চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন, যাতে কেউ এই আইন লঙ্ঘন করতে না পারে। এই নিষিদ্ধ সময়ে যদি কোন ব্যক্তি রাজপথে ধৃত হত, তবে তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হত। নিষিদ্ধ সময়ের প্রথম ৪৮ মিঃ বা শেষ ৪৮ মিঃ সময়ের রাজপথে সঞ্চরণ করলে ১৪ পণ (তৎকালীন স্বর্ণ মুদ্রার একক) দণ্ড হত। কিন্তু মধ্যম যামে এই বিধি লঙ্ঘন করলে ২৪ পণ দণ্ড হত। অবগুণ্ঠন বা অন্য ছদ্মবেশ ধারণ করে এই বিধি লঙ্ঘন করলে বা পূর্বে কোন চৌর্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করেছে, এরূপ প্রমাণিত হলে সান্ধ্য আইন লঙ্ঘনকারীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হত। রাজকীয় নিবাস, গুপ্তকক্ষ, বা নগর রক্ষার জন্য নির্মিত প্রাকারে অপরাধী ধরা পড়লে কঠোর দণ্ড দেওয়া হত। যে-সব অপরাধী বিপরীত বেশে (স্ত্রীলোক পুরুষের বেশে এবং পুরুষ স্ত্রীলোকের বেশে) কিংবা পরিব্রাজকের বেশে এবং দণ্ড ও শস্ত্র হাতে ধরা পড়ত, তাদের দোষ পরীক্ষা করে দণ্ড দেওয়া হত।

কিন্তু আধুনিক যুগে যেমন Curfew pass-এর ব্যবস্থা আছে, তৎকালেও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। যেমন প্রদীপের আলোকে নিজেকে প্রকাশিত করে রাজপথে সঞ্চরণ করলে অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া হত না। মহোৎসবাদি উপলক্ষে সম্রাট সান্ধ্য আইন শিথিল করতেন। রাজার অনুমতি নিয়ে কোন নাট্যকলার অনুষ্ঠান হলে, তাতে যোগদানকারিগণ সান্ধ্য আইন লঙ্ঘন করলেও সাজা পেতেন না। সূতিকায় শুশ্রূষা, চিকিৎসক ডাকা, মৃতদেহ শ্মশানে বহন করা বা অগ্নিনির্বাপণের জন্য সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করা দোষাবহ হত না। তাছাড়া রাজার মুদ্রাযুক্ত অনুমতি-পত্র যাদের কাছে থাকত, তাদেরও গ্রেফতারের অযোগ্য বলে গণ্য করা হত।

প্রাচীন ভারতে রক্ষী পুরুষদের প্রতি প্রযোজ্য একটি আইনও সান্ধ্য আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। রক্ষিগণ অবার্য ব্যক্তিকে (যাহার সঞ্চরণের অনুমতি আছে) বারণ করলে এবং বার্য ব্যক্তিকে (বারণের যোগ্য) উৎকোচ গ্রহণ করে বারণ না করলে ২৪ পণ দণ্ড দিতে বাধ্য হতেন।

দুরারোগ্য
রোগের প্রতিকার
৭৫ বৎসরের চিকিৎসা কেন্দ্রের গবেষণালব্ধ নব-আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা পরীরের বিবিধ রঙের দাগ, শ্বেত-চর্ম, একজিমা সোরাইসিস, দূষিত ক্ষত, বাতরক্ত, ফুলাসহ আরও অনেক কঠিন ও জটিল রোগ স্থায়ী নিরাময় হয়। সাক্ষাতে অথব

প্রাচীন ভারতে সাংবাদিকতা

হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের খুঁটিনাটির বিবরণ ধৃতরাষ্ট্রকে দেবার আগে সঞ্জয়ের মনে সংশয় জাগছে তিনি তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারবেন কিনা। কিছুক্ষণ পরে তিনিই দ্বিধা কাটিয়ে আত্মশপথ গ্রহণ করছেন, 'আমি যেন সত্যবাদী হতে পারি, আমার ভাষ্য যেন সত্যনির্ভর হয় এবং সত্যকে যেন আমি প্রতিষ্ঠা করতে পারি।' প্রাচীন ভারতে সাংবাদিকতার অন্তর্নিহিত মূল আদর্শ সঞ্জয়ের আত্মশপথে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। বস্তুতপক্ষে সাংবাদিকতা বলতে তৎকালীন ভারতবর্ষে সৎ নির্ভীক এবং বস্তুনির্ভর সংবাদ আদানপ্রদান বোঝাত। যখন আর্য ভারতীয়রা সাংবাদিকতার উচ্চ মানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তখন অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট পিছিয়ে আছেন; ফলত একান্ত ভারতীয় পদ্ধতিতেই তখন গড়ে উঠেছিল ভারতীয় সাংবাদিকতার কলাকৌশল।

মহাভারত এবং বেদের বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, গোড়ার দিকে ভারতীয় সাংবাদিকতা কেবল মাত্র মৌখিক সংবাদ আদানপ্রদানের ভিত্তিতেই গঠিত। সংবাদ আদানপ্রদান তখন অনুভূত হচ্ছে সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে। কালি ও কলমের ব্যবহার তখন ব্যাপক হয়ে ওঠেনি বলে মৌখিক মাধ্যম প্রধান স্থান অধিকার করেছে। সাধারণত পরিবারের প্রধান, পঞ্চায়েৎ বা গোষ্ঠীপ্রধান সংবাদ দেয়া-নেয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করছেন। এটা বলা আবশ্যক যে, তখনও সাংবাদিকতা পেশাগত হয়ে ওঠেনি। কেবল মাত্র দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক কারণে। তাই দেখা যাচ্ছে, গোষ্ঠীপ্রধান সপ্তাহ বা পক্ষকাল অন্তর তার গোষ্ঠীর বা পঞ্চায়েতের সভ্যদের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হচ্ছেন এবং বিভিন্ন সভ্যদের সঙ্গে সংবাদ আদানপ্রদান করছেন, প্রয়োজনমত সংবাদের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য দিতে হচ্ছে তাঁকে। এখানে বলা যেতে পারে, নাগরিকদের সম্মেলনের উপযোগী প্রেক্ষাগৃহের মত স্থান মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে রাজ্যের বিশেষ সংবাদসমূহ আলোচিত হত এ ধারণা আমরা করতে পারি। প্রাচীন মুনিঋষিদের ব্যাপক অর্থে সাংবাদিক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, যেহেতু তাঁরা যা দেখেছেন, শুনেছেন বা উপলব্ধি করেছেন তা সমস্তই মন্ত্র বা শ্লোক এবং তার ব্যাখ্যান শিষ্যদের কাছে বুঝিয়ে বলেছেন।

পরবর্তীকালে এল পাখির পালক এবং খাগের কলমের ব্যবহার। বর্তমান কাগজের প্রাচীন সংস্করণ তালপাতার পুঁথি বা বল্কলের ব্যবহার সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এর ফলে মৌখিক সংবাদ আদানপ্রদান কমে গিয়ে লিখিত মাধ্যমের ব্যবহার শুরু হল। কিন্তু এই ব্যবহার প্রধানত শাস্ত্রে পারদর্শী ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল, কখনও কখনও বা ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিশেষত রাজ্য পরিচালনার জন্য গুপ্তচরবৃত্তির অপরিহার্যতায়। বোধ হয় এর জন্যই প্রাচীন রাজা-মহারাজার সভায় দূত প্রবেশ করলে রাজাকে বলতে শুনি, কি সংবাদ দূত। মহাভারত রচনাকেই আমরা প্রাচীন ভারতে সাংবাদিকতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলে ধরতে পারি। ব্যাসদেব মিনিটে হাজার হাজার শব্দের ডিক্টেশন দিচ্ছেন আর তাঁর সুদক্ষ স্টেনোগ্রাফার গণেশঠাকুর মুহূর্তে খচ-খচাখচ করে তা টুকে নিচ্ছেন তালপাতার পুঁথিতে। কে জানে তখন হয়ত সত্যি সত্যিই কোন উন্নততর সর্টহ্যান্ড পদ্ধতির প্রচলন ছিল ভারতীয় আর্যদের মধ্যে।

মহাভারত থেকে দেখা যায়, সংবাদ আদানপ্রদানের ভার যাঁদের উপর অর্পিত হয়েছে অর্থাৎ যাঁরা তৎকালীন সময়ে সাংবাদিকের ভূমিকা পালন করছেন, তাঁরা প্রায় সবাই উচ্চশিক্ষিত, বিচক্ষণ এবং দায়িত্বসচেতন। সমাজে সাংবাদিকের এক বিশিষ্ট স্থান রয়েছে আর সাধারণের চোখে তাঁরা সব সময়ই শ্রদ্ধার পাত্র। তখন ভারতের রাজা-মহারাজাদের সভায় এমন কি বেতনভুক সাংবাদিকের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও তাঁরা যুদ্ধের বিবরণ, কোথাও বিবাহানুষ্ঠান, কোথাও বা এক রাজার অন্য দেশ ভ্রমণ কভার করছেন। এমন কি রাজশাসনে প্রজাদের অবস্থার বিবরণ দিতে হচ্ছে সেদিনকার ভারতীয় সাংবাদিককে। একটু ভেবে দেখলে দেখা যায় যে, মহাভারতের সঞ্জয় যে ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছিলেন, আজকের বিজ্ঞানে উন্নত পৃথিবীতে টেলিভিশান-সাংবাদিকরা সেই একই ভূমিকা পালন করছেন। তবে কি মহাভারতের যুগে এদেশে টেলিভিশান জাতীয় কিছুর প্রচলন ছিল? দ্রুত সংবাদ আদানপ্রদানের মাধ্যম সম্বন্ধেও আমাদের প্রশ্ন জাগে যখন দেখি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জয়-পরাজয় এবং রথী-মহারথী পতনের সংবাদ নিমেষে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন সপ্তরথী কর্তৃক অভিমন্যু বধের সংবাদ—

পবন পবন বেগে
বার্তা বহি চলে।
এহেন শোকের কথা
শুনিলা সকলে॥

কালিদাসের মেঘদূতে আমরা সর্বপ্রথম প্রাণহীন কোন জিনিসকে সংবাদবাহক হতে দেখি, যা আধুনিককালে বিদ্যুৎশক্তিকে হতে দেখছি রেডিও, ওয়ারলেস, টেলিপ্রিন্টার ইত্যাদির মাধ্যমে।

যেহেতু প্রাচীন সাংবাদিকরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত, তা ছাড়া সব সময়ে জ্ঞানী-গুণী ও রাজ-সান্নিধ্য পাচ্ছেন; তাঁদের স্বভাবতই ন্যায়, দর্শন, তর্ক, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করতে হত। সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ এবং তার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধেও তাঁরা বিশেষভাবে অবহিত হতেন। শ্রীকৃষ্ণ, শকুনি, ব্যাসদেব, বাল্মীকি প্রভৃতি জ্ঞানী-গুণীরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে সফল সাংবাদিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সারা মহাভারত জুড়ে শ্রীকৃষ্ণ এক নিপুণ সাংবাদিক। তিনি কখনও রাজনৈতিক সংবাদদাতা, কখনও সংবাদ ব্যাখ্যাকার, কোনো সময়ে শিল্পকলায় বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক। অলড্যাস হাক্সলি শ্রীকৃষ্ণের সাংবাদিকতা সম্বন্ধে বলেছেন,

'In these days we need a like reporter who will help to rectify us, yeas, the beasts within ourselves.'

তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বর্গের সংবাদবাহী বলে অভিহিত করেছেন। তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিটি—

For I am Brahman
Within this body
Life immortal
That shall not perish
I am the truth
And joy forever. (Translation by Isherwood & Prabhavananda.)

এই শ্রীকৃষ্ণকে একবার জিজ্ঞাসা করা হল, 'বিশ্বের সংবাদ তো আপনার নখদর্পণে?' ব্যাঙ্গার্থে উত্তরে তিনি যা বললেন তার মর্মার্থ হল, বিশ্বের সমস্ত সংবাদ একমাত্র নারদমুনিরই জানা আছে। কোনখানে কোন কিছু ঘটছে এরকম আঁচ করতে পারলেই ঠাকুর ঢেঁকিবাহনে সেখানে হাজির হয়ে যান। তারপর নারদের দৌলতেই সেখানে একটা বেশ জমকালো গোলমাল বেধে ওঠে, আবার তার সংবাদ তিনিই পৌঁছে দেন সর্বঘটে। এ হেন লোক ভাল সাংবাদিক হবেন না তো কে হবেন?

ভুল কিংবা মিথ্যা সংবাদ প্রেরণের জন্য প্রাচীন ভারতে সাংবাদিককে শাস্তি পেতে হত। কৌশুভ নামে রাজপরিষদের এক স্টাফ রিপোর্টারকে বানানো সংবাদ প্রেরণের জন্য পাঞ্চালরাজ যাবজ্জীবন নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। 'অশ্বত্থামা হত রণে ইতি গজ—' এই মিথ্যা রিপোর্টিং-এর জন্য সত্যপুত্র যুধিষ্ঠিরের ঘটলো নরকবাস।

অজানাকে জানবার আগ্রহ, সত্যনির্ভরতা ও সরলতা ছিল প্রাচীন ভারতের সাংবাদিকতার মূলমন্ত্র। সে কারণ আমরা দেখতে পাই মূলধনকে ভিত্তি করেই বালক সত্যকাম শত প্রলোভন জয় করেও ধর্মের কাছে জানতে চাইছেন মৃত্যুর ওপারের সংবাদ। একইভাবে প্রাচীন ভারত বহন করে এনেছে সেই বাণী, হে অমৃতের পুত্ররা, তোমরা শোনো, আমি সেই চিরন্তন সত্যের আলোর সংবাদ এনেছি।

নিখুঁত সুইস কারিগরির সেরা ঘড়ি
সময়ে নির্ভুল...দেখতে অপরূপ
SWITO
সুইটো অ্যালার্ম ঘড়ি
টাইব্যাক ইণ্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড
ধারওয়ার ৩, মহীশূর রাজ্য
Shilpi Ti-3/71 ben

দীর্ঘ, ঘন, চিকন-কাল
চুলের জন্য মাখুন
বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর
ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল
কসমেটিক ডিভিসন
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা ★ বোম্বাই ★ কানপুর
দিল্লী ★ মাদ্রাজ ★ পাটনা

ভোটদাতার প্রতি

আবেদন

লোকসভার জন্য পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। নির্বাচনে আপনার একটা মস্ত বড় দায়িত্ব আছে কারণ এই সময়ে আপনি আপনার মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিয়ে দেশের শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ অংশ নেবার সুযোগ পাবেন। আপনি ভোট দিয়ে লোকসভার সদস্য নির্বাচন করবেন এবং আমাদের রাষ্ট্রপতি, তাঁদেরই মধ্যে থেকে, দেশের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করবেন। অর্থাৎ আপনারাই হলেন এই বিশাল, সুপ্রাচীন ও মহান ভারতের প্রকৃত শাসক। তাই আপনাদের অনুগত সেবক হিসেবে আমি আপনাদের কাছে কয়েকটি আবেদন রাখতে চাই—

১। ভোট অবশ্যই দেবেন।

২। নির্ভয়ে ও নিরপেক্ষ হয়ে, আপনার মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিন।

৩। কারুর ধমকে, জবরদস্তীতে কিংবা ভয় দেখানো বা বলপ্রয়োগের হুমকীতে ভীত হবেন না।

৪। যদি কেউ ঘুষ দিতে চায় বা অন্য কিছু পাইয়ে দেবার প্রলোভন দেখাবার দুঃসাহস করে, তাহলে সে যত শক্তিশালীই হ'ক না কেন, সাহসের সঙ্গে তাকে তাড়িয়ে দিন। জেনে রাখুন সে কাপুরুষ, তার নৈতিক বল বলতে কিছু নেই। আপনি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক, আপনাকে প্রলুব্ধ করার সাহস ক'রে সে আপনাকে অপমান করছে।

৫। আপনার ভোট কেন্দ্র বাড়ীর কাছেই, মাইলখানেক বা খুব বেশি হ'লে সওয়া মাইলের (২ কিলোমিটারের মত) মধ্যে হবে। অতএব ভোট দেবারজন্য কেউ গাড়ীতে করে নিয়ে যাবার লোভ দেখালে ভুলবেন না বা তার গাড়ীতে চড়বেন না। এটুকু পথ, আপনি আমি, আমরা সকলেই হেঁটে যেতে পারি।

ভোট দিয়ে আপনি যদি যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচন করেন তাহলে দেশের সুযোগ্য নাগরিকদের নিয়ে সংসদ গড়ে উঠবে; ফলে আমরাও পাব এক প্রকৃত জনকল্যাণকামী ও জনহিতব্রতী সরকার।

এস. পি. সেনবর্মা
ভারতের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার

এলক্ষ 70/706

ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুটি অনুভূতি

অলোক সেন

গ্রীষ্মের এই পৃথিবীতে ক্ষুধার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোন কোন বিজ্ঞানী বলেছেন, আমাদের মস্তিষ্কে আছে একটি ক্ষুধা কেন্দ্র এবং একটি পরিতৃপ্তি কেন্দ্র। তাঁদের মতে এই দুটি কেন্দ্রই পালাক্রমে খাদ্যের প্রতি আমাদের আসক্তি ও অনীহা সৃষ্টি ক'রে চলেছে। দেহে গ্লুকোজ, প্রোটিন ইত্যাদির সঞ্চয় ক'মে গেলে ক্ষুধা-কেন্দ্রটি সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। অন্যদিকে পরিতৃপ্তি-কেন্দ্র দেখা দেয় নিষ্ক্রিয়তা। তখন দেহের যে অংশগুলি গ্লুকোজ, প্রোটিন ইত্যাদির সরবরাহ বজায় রাখে, তারা মস্তিষ্ক দ্বারা পরিচালিত হয়। ক্ষুধার মাত্রাও বেড়ে চলে ক্রমাগত। ক্ষুধা-বোধের এই ব্যাখ্যা যাঁরা দিয়েছেন, তাঁদের মতে ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে রক্তের কোন ভূমিকা নেই।

কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ্ জন ডেভিস-এর

মত সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে তিনি দেখেছেন যে, ক্ষুধাবোধের মূল কারণটি রক্তের মধ্যেই নিহিত। এবং এর জন্য দায়ী একটি খাদ্যমাত্রা (Food factor)। এই খাদ্যমাত্রা যখন একটি সংকট-স্তরের (critical lebel) নীচে নেমে যায় কেবল তখনই আমরা ক্ষুধাবোধ করি। পরীক্ষার জন্য ডেভিস দু'দল ইঁদুর নিলেন—একদল ক্ষুধার্ত অপর দল আহার-তৃপ্ত। দ্বিতীয় দলের ইঁদুরের রক্ত প্রথম দলের দেহে প্রবেশ করানোর ফলে দেখা গেল, ক্ষুধার্ত ইঁদুরগুলি আগের চেয়ে শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ কম খাচ্ছে। ইঁদুরের উদাহরণ দিয়ে জন ডেভিস বলেছেন, আমাদের ক্ষেত্রেও এ সত্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে যতক্ষণ না রক্তে ঐ খাদ্যমাত্রা সংকট-স্তরের নীচে নেমে যায়।

তৃষ্ণা শব্দটি প্রায়শ ক্ষুধার সঙ্গেই উচ্চারিত হ'য়ে থাকে। এবং ক্ষুধা নিবারণের মতো কারণ অনুসন্ধান না করেই আমরা তৃষ্ণা নিবারণে সচেষ্ট হই। দেহে জলের অভাব ঘটেছে মনে ক'রে খামোকা খানিকটা জল খেয়ে ফেলি। তবু অনেক সময়েই তৃষ্ণা অপূর্ণ থেকে যায়।

তৃষ্ণা পেলে অস্বস্তিকরভাবে গলা ও মুখের ভিতরটা শুকিয়ে যায়। এ শুষ্কতার কারণ হ'ল অ্যাট্রোপেন নামে এক জটিল রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি। তখনই মনে হয় জল খাওয়া দরকার।

সাধারণত দেহে লবণের অভাব ঘটলে দেহের অসংখ্য কোষে জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে কোষগুলি ফুলে ওঠে। কোষগুলিকে ঐ অতিরিক্ত জল দিতে গিয়ে পাকস্থলী ও অন্ত্রে জলের ঘাটতি দেখা দেয়। জল খেলে পাকস্থলী ও অন্ত্র ঘাটতি পূরণ করে নেয় এবং তৃষ্ণাও নিবারিত হয়। আবার কোন মানুষ বা পশুর দেহে লবণের গাঢ় দ্রবণ (Hypertonic Saline) প্রয়োগ করা হ'লেও তার প্রচণ্ড তৃষ্ণা পাবে। আসলে তৃষ্ণা পাওয়ার ঘটনাটা নির্ভর করে শরীরের সমস্ত কোষগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থার ওপর। কাজেই তৃষ্ণা পাওয়া মানেই দেহে জলাভাবের নোটিশ নয়। যদিও দেহে জলের অভাব ঘটলে তৃষ্ণা পেয়ে থাকে এবং জলের অভাব থেকেই লবণের অভাবও দেখা যায়।

কিন্তু সব থেকে বিস্ময়কর ব্যাপার হ'ল হেঁচকি (হিক্কা) ওঠা এবং এ ব্যাপারে দেহের বিভিন্ন পেশীর কাজ করা। দেহের সমস্ত পেশী নিয়ন্ত্রিত হয় মস্তিষ্কের নির্দেশে। কিন্তু দেহে জলের অভাবের কথা কিভাবে যে মস্তিষ্কে পৌঁছয় তা আজও ব্যাখ্যার অপেক্ষায় রয়েছে। সাধারণভাবে দেহে যে স্নায়ুতন্ত্র আছে তার অন্তর্মুখী সম্প্রদায়ই এ ধরনের বার্তা এনে দেয় আমাদের মস্তিষ্ক অফিসে। কিন্তু তৃষ্ণা পাওয়ার ক্ষেত্রেও অনুরূপ নীতি কার্যকর কিনা সে বিষয়ে বহু শারীর-বিজ্ঞানী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

—অলোক সেন

femina
YOUR FAVOURITE IRONS

Distributors for West Bengal :
SHREE HANUMAN ELECTRIC & TRADING CO.
18, Ezra St., Calcutta-1 (Ph : 349756)
Selling Agents for Assam & Orrissa :
H. V. Doshi & Bros.,
113-G, Netaji Subhash Road, Calcutta-1.

এক, দুই, তিনের ঘরে
সোনামণি এ পাশ ফেরে

৩ মাসের পর, শুধু দুধই যথেষ্ট নয়। আপনার শিশুর পূর্ণ বিকাশের জন্যে চাই ফ্যারেক্স-এই দিয়ে তাকে শক্ত খাবার ধরান। ফ্যারেক্স-এ যে প্রোটিন আছে, তা শিশুর কোমল হজম-শক্তির উপযোগী।

বিনামূল্যে স্যাম্পল পুস্তিকার জন্যে এই ঠিকানায় লিখুন: ডিপার্টমেণ্ট A-1, পোষ্ট বক্স ১৬৫৫৮, বোম্বাই ১৮ ডবলিউ বি। সাথে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাবেন (বৈ ভাষায় চাই জানাবেন।)

সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যে শিশুর প্রথম শক্ত আহার

ফ্যারেক্স®-গ্র্যাক্সোর তৈরী

CMGR-12-42 BEN

মায়ের থেকে মেয়ের কাছে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে
উডওয়ার্ডস'এর বাণী

আপনার বাচ্চাকে সুস্থ আর সুখী রাখে

উডওয়ার্ডস্

গ্রাইপ ওয়াটার

বংশানুক্রমিকভাবে বুদ্ধিমতী মায়েরা উডওয়ার্ডস গ্রাইপ ওয়াটার দিয়েছেন নিজের ছেলেমেয়েদের। পেটব্যথা, অম্লতা, পেট ফাঁপা আর দাঁত ওঠার কষ্টে উডওয়ার্ডস্ মুহূর্তেই আরাম দেয়।

নিরাপদ থাকুন
নিশ্চিন্ত থাকুন সবসময়
একশিশি কাছে রাখুন

উডওয়ার্ডস গ্রাইপ ওয়াটার
শতাধিক বছর ধ'রে
বুদ্ধিমতী মায়েরা
ব্যবহার করছেন

AT. 30 BN

আমরা কতদূর এগোলাম

রেলপথ ও সড়কপথের পরেই আসে জলপথের কথা। প্রথমেই অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণের উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। এদেশে নাব্য জলপথের দৈর্ঘ্য ১৪,০০০ কিলোমিটারেরও বেশী এবং এর মধ্যে ৩৫০০ কিলোমিটার পথ স্টীমার পরিবহণের যোগ্য। বর্তমানে ২৫০০ কিলোমিটার নদীপথকে শক্তিশালী পোত চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে। এছাড়া অবশ্য আভ্যন্তরীণ পরিবহণের জন্য ৫৭০০ কিলোমিটার নদীপথে বড় বড় দেশী নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রথম দুটি পরিকল্পনায় আভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণের খুব বেশী খরচ করা হয়নি। মোট ১ কোটি টাকার কিছু কম ব্যয়িত হয়েছিল পরিকল্পনার প্রথম দশ বছরে। কারণ ছিল খুবই স্বাভাবিক, বর্তমান শতাব্দীতে রেলপথ স্থাপন এবং সেচে লাগানোর জন্য নদী থেকে জল অপসারণ প্রভৃতি কারণে এদেশের পরিবহণ ব্যবস্থায় জলপথের ভূমিকা অনেক সংকুচিত হয়ে পড়েছে। তবে যেহেতু এখনও দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এর বেশ কিছুটা ভূমিকা এখনও রয়েছে, সেহেতু সরকার এ সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি আভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ কমিটি বসান। এঁদের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে সরকার তৃতীয় এবং চতুর্থ পরিকল্পনাকালে একটি ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং যথাক্রমে ৭½ কোটি ও ১ কোটি টাকা এই উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করেন।

তবে সমুদ্র পরিবহণের ক্ষেত্রেই জলপথ পরিবহণের সবচেয়ে বড় ভূমিকা—বিশেষ করে আমাদের মত দেশের পক্ষে। এ-দেশের প্রাচীন বর্ণনায় বলা হত 'সসাগরা ভারতভূমি'—কেননা দেশের তিন দিকেই সমুদ্র। ব্রিটিশ যুগে সমুদ্র পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কোম্পানীগুলিরই একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর বোঝা গেল, দেশীয় জাহাজ পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে বিদেশী জাহাজের উপর নির্ভরতার ফলে আমদানী রপ্তানীর ক্ষেত্রে আমাদের প্রচুর পরিমাণ মাশুল দিতে হবে। তাই শুরু হল কর্মপ্রচেষ্টা। এর ফলে প্রথম পরিকল্পনার শুরুতে যেখানে আমাদের জাহাজী পরিবহণের ক্ষমতা ছিল ৩ লক্ষ ১০ হাজার টন, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে তা বেড়ে দাঁড়াল ৯ লক্ষ টনে। আর তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৫ লক্ষ ৪০ হাজার টনে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে আমাদের সমুদ্র পরিবহণ ক্ষমতা দাঁড়াবে ৩৫ লক্ষ টনে। প্রথম দুটি পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয় ৭২ কোটি টাকা, আর তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১২ কোটি টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনাধীন সময়ে শুধু ১২৫ কোটি টাকার নতুন জাহাজ কেনারই কথা রয়েছে। ১৯৬৯ সালের হিসাব অনুযায়ী আমাদের বাণিজ্য জাহাজের সংখ্যা ২৫৪টি।

এ-দেশের মোট ৮টি প্রধান বন্দর ও ২২৫টি ক্ষুদ্র প্রোভাশ্রয় সম্মিলিতভাবে প্রতি বছরে সাড়ে ৬০০ লক্ষ টনের মত মাল পরিবহণ করে। বড় ৮টি বন্দর হল কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মর্মাগাঁও, কোচিন, কাণ্ডলা, বিশাখাপত্তনম্ ও পারাদ্বীপ। খুব শীঘ্রই এদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে হলদিয়া—পশ্চিম বাংলার হৃতগৌরব তাম্রলিপ্ত বন্দরের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। এছাড়া পশ্চিম বাংলার জলাঙ্গী বাঁধ নির্মাণের দ্বারা কলকাতা বন্দরকে বাঁচানোর জন্যে যে প্রচেষ্টা চলেছে, তাও খুব প্রশংসার্হ।

—কুমারেশ ঘোষ

নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ হরাণ মার্কা সরিষার খইল ব্যবহারে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পায় ও অধিক ফসল ফলায়।
প্রস্তুতকারক:— উল্টাডাঙ্গা অয়েল মিলস্
৩৫/৫, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলিকাতা-৪ • ফোন: ৫৫-৫০৮৮

রবিবাসরীয়
আনন্দবাজার পত্রিকা
রবিবার, ২২ ফাল্গুন, ১৩৭৭

শীতকালেইতো খাওয়ার আনন্দ!
নলেন গুড়ের সন্দেশ
গাঙ্গুরাম এ্যাণ্ড সন্স
ভবানীপুর - কালীঘাট - চিত্তরঞ্জন এভেন্যু

যজ্ঞডুমুর একালের কল্পতরু

শিবকালী ভট্টাচার্য আয়ুর্বেদাচার্য

গাঁয়ের একটি প্রচলিত কথা আছে যে—"হ'লে আস্‌বো ম'লে যাবো, আজীবন সঙ্গে থাক্‌বো" এ কথাটার বাস্তব প্রয়োগ করা যেতে পারে এই যজ্ঞডুমুরের ক্ষেত্রে, কারণ বৈদিক সংস্কৃতিবান হিন্দু মাত্রেরই জন্মাবার পর আঁতুড়ঘরে (সূতিকা গৃহে) হোমের ব্যবস্থা, সেই হোমের প্রথম আহুতিই হ'চ্ছে সমিধ (যজ্ঞডুমুরের একটি পাতা সমেত ছোট শাখা), তারপর আমৃত্যু তার ভেষজ-গুণ আমাদের বহু রোগকে প্রতিরোধ ও নিরাময় করে, আবার মরণোত্তর কালে আমাদের পারলৌকিক কার্যের অঙ্গ বৃষোৎসর্গে এই মহাবৃক্ষটির সর্বাঙ্গ অপরিহার্য উপচার বলা যেতে পারে। এই যে উপযোগিতা সৃষ্টি তা কেন?—এর উত্তর পাওয়া যায় জাতির ঐতিহ্যের ধারাসূত্র বেদে অনুসন্ধান ক'রলে। ঋক্ যজুঃ অথর্ব এই তিনটি বেদে এই উদুম্বর বৃক্ষটির নাম দেওয়া হয়েছে উম্বর, এ কথা ব'লেছেন বেদের প্রাচীন ভাষ্যকার সায়নাচার্য। আজও মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে এটি উম্বর ব'লে পরিচিত। ঋক্‌বেদে বলা হ'য়েছে উম্বর রক্তদুষ্টি, অপহারক ও ক্রিমির অপসারণ কারক। শুক্ল যজুর্বেদে বলা হ'য়েছে, এই বৃক্ষের ত্বক ক্রিমিনাশক, আর অথর্ববেদে এই বৃক্ষটির ভেষজ পরিচয়ই বেশী লেখা আছে। এটি ত্বক রোগ, অন্তঃক্ষত, শোথ, রক্তদুষ্টি ও ক্ষতবিকার নাশক, অধিকন্তু এর দ্বারা কুষ্ঠ ও অর্শো রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহের শোধন ও তার প্রতিকার সাধিত হয়—কথা বলা আছে।

আজ এই বস্তুনিষ্ঠ যুগে বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মানুষের কাছে বোধহয় অবিশ্বাস্য যে ঔদ্ধর্বদৈহিক কোন শক্তি জীব জগতে প্রভাব বিস্তার ক'রতে পারে, কিন্তু এ শক্তির প্রভাবের কথা বেদ স্বীকার ক'রেছেন, তাই আভিচারিক ক্রিয়ার ব্যবস্থায় (যজ্ঞ বা ভূত প্রেত পিশাচাদিকে বিতাড়ন ক্রিয়া) এই উদুম্বর শাখার দ্বারা হোমের ব্যবস্থা তাঁরা দিয়েছেন। আর একটি আশ্চর্য তথ্য এখানে লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে যে পিপ্পল, অশ্বত্থ, বট, শিখণ্ডী (অজ্ঞাত), উদুম্বর প্রভৃতি বৃক্ষগুলি যেখানে থাকে সেখানে ঐ বৃক্ষগুলির স্পর্শলাগা বায়ুদ্বারা দূষিত রোগের সংক্রমণ দূর করে। এই বৈদিক তথ্যগুলির সূত্রধর গ্রন্থকীটকল্প পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী মহাশয়।

বৈদিক যুগের ভেষজগুলি পৌরাণিক যুগের মূর্তি পূজোর উপচার হিসেবে গ্রহণের ব্যবস্থা সেকালের মনীষীদের দূরদৃষ্টির পরিচায়ক বলে মনে করি। জনপদে এই জীবকল্যাণকর গাছগুলির অবলুপ্তি না ঘটে তারই পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চপল্লব রূপে বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুরও আম এই গাছগুলির শাখা দেব দেবীর পূজার্চনা ও যাগ যজ্ঞে এগুলির অপরিহার্যতার সৃষ্টি।

আমার প্রতিপাদ্য বিষয় উদুম্বর সম্পর্ক, যাকে আমরা বাংলাদেশে যজ্ঞডুমুর ব'লি। একে হিন্দী ভাষা-ভাষী অঞ্চলে গুলর বলা হয়, ওড়িয়া রাজ্যের চল্‌তি নাম যজ্ঞডিম্বরি। পাশ্চাত্য মতে এটি মোরাছি (Moraceae) ফ্যামিলিভুক্ত, ল্যাটিন নাম ফিকাস্ গ্লোমিরেটা (Ficus Glomirata)। অতি সাধারণ গাছ। আমরা কথায় কথায় উপমা দিই ডুমুরের ফুল, কিন্তু দেখা না গেলেও ফুল তার হয়, ভিতরে কাটলেই দেখা যায় বহু ফুল; ডুমুরটি হ'চ্ছে পুষ্পধি, একে গুপ্ত পুষ্প বলা যেতে পারে। বট, অশ্বত্থ পাকুড় সকলেই এই এক জাতীয়। আয়ুর্বেদের ভাষায় এগুলিকে ক্ষীরীবৃক্ষ বলা হয় অর্থাৎ এসব গাছে ঘন দুধের মত আটা (নির্যাস) আছে। বর্তমানে এ দেশে আরও কয়েকটি জাতের ডুমুর দেখ্‌তে পাওয়া যায়—যেমন কাকডুমুর (Ficus hispida) বলা ডুমুর (Ficus heterophylla) জয়া ডুমুর (Ficus cunia) কালিফোর্নিয়ার ডুমুর ((Ficus carica) এটি আঞ্জির নামে পরিচিত। এর মধ্যে আমাদের ভৈষজ্যনিঘণ্টুতে তিনটি জাতির নাম পাওয়া যায়—উদুম্বর, কাকোদুম্বর ও নদী উদুম্বর।

উপযোগিতা—বেদের যুগে রোগ-গুলির শব্দনাম লেখা দেখে বর্তমান যুগে চিকিৎসা করা অসম্ভব বলা যেতে পারে, যেমন লেখা আছে "অন্তঃক্ষত-নাশক"। সেই অন্তঃক্ষতের ক্ষেত্রটি বিচার ক'রে ওষধি প্রয়োগ করা খুবই সমস্যা, তবে তাৎকালীন গবেষণালব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যে ধারাগুলি লিপিবদ্ধ করা আছে বিভিন্ন সংহিতায়, সেইসব সূত্র থেকেই ব্যবহারিক পরম্পরায় চ'লে আস্‌ছে প্রদেশে, তারই অংশবিশেষ পরিবেশন করছি।

এই গাছটির ফল, মূল, পাতা, গাছের ছাল (ত্বক) ও ক্ষীর (দুধের মত আটা বা নির্যাস) সব অংশই ঔষধার্থে ব্যবহার হ'য়ে থাকে।

ক্ষীর—(দুধের মত নির্যাস বা আটা) শরীরের কোন জায়গার গ্রন্থি স্ফীতিতে (Gland inflammation) লাগিয়ে দিলে প্রদাহ ও ব্যথা কমে যায় এবং ব'সেও যায়। দেশগাঁয়ে এটা লাগিয়ে তার উপর লবণ ছড়িয়ে দিতে দেখেছি, এবং অর্শরোগে ও অতিসারে খাওয়ার জন্য ব্যবহার হ'য়ে থাকে, এটা লেখা আছে ওয়াট সাহেবের সংগ্রহ গ্রন্থে।

পল্লব—এই একটি অংশ পল্লী-বাসীর ও গ্রাম্য চিকিৎসকগণের বিশেষভাবে কাজে আসবে, যদি এ থেকে ঘন সার (Semi solid extract) তৈরী ক'রে রাখা যায়।

ঘনসার প্রস্তুতবিধি—পাঁচ সাত ইঞ্চি সরু ডাল সমেত কাঁচা পাতা ছেঁচে নিয়ে, সিদ্ধ ক'রে সেই জল ছেঁকে নিয়ে, নরম জ্বালে ঘন করে চিটে গুড়ের থেকেও একটু মোটা বা ঘন ক'রে রাখুন। এটা ক'রে রাখ্‌লে মাত্রা মত ব্যবহার করার সুবিধে হবে।

ব্যবহারিক ক্ষেত্র—(১) কোন জায়গায় কেটে রক্তপাত হ'তে থাকলে; ভীমরুল বা কোন জানা অজানা পোকা মাকড়ের কামড়ে অথবা কুকুরের আঁচড়ে এটা লাগালে জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হবে এবং বিষাবে না।

(৩) পড়ে গিয়ে থেঁতলে গেলে বা আঘাত লেগে ব্যথা হ'লে এটায় দুইগুণ জল মিশিয়ে পেণ্টের মত লাগালে, ব্যথা ও ফুলো দুইই ক'মে যাবে।

(৪) ফোড়ায় এই ঘনসার ৪ গুণ জলে গুলে; ন্যাকড়া বা তুলোয় লাগিয়ে বসিয়ে দিলে, ওটা ফেটে পুঁজ রক্ত বেরিয়ে যাবে। এইভাবে ব্যবহারে কয়েকদিনেই সেরে যাবে।

(৫) মুখের দুর্গন্ধ, দাঁতের গোড়া বা মাড়ী ফোলা ও ব্যথা, গলায় বা মুখের ক্ষতে এই ঘন সারে আটগুণ জল মিশিয়ে গারগেল, (Gargle) ক'রলে অথবা মুখে খানিকক্ষণ রেখে দিলে দুই এক দিনেই উপশম হবে এবং এইভাবে ব্যবহারেই সেরে যাবে।

(৬) ক্ষেত্রবিশেষে আট থেকে বারো গুণ জলে গুলে ডুস্ দিলে স্ত্রীরোগজনিত স্রাব নিশ্চিত প্রশমিত হয়।

এবার আভ্যন্তর প্রয়োগ সম্পর্কে জানাই—উর্ধ্বগ রক্তপিত্তে (Haemoptysis) রক্তপ্রদরে (Menorrhagia) ও শ্বেত প্রদরে (Leucorrhoea) রক্তস্রাবী অর্শরোগে ও রক্তস্রাবে ১২ গ্রেণ আন্দাজ মাত্রায় দুই আউন্স বা এক ছটাক জলে মিশিয়ে দিনে দুইবার বা তিনবার খেলে বিশেষ উপকার হয়। এই সব তথ্যগুলির নির্দেশক ছিলেন আমাদের দেশের খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বোস ও মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয়।

এই পাতার গুণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্যবিজ্ঞানীগণের দুই একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত ক'রছি। Atkeenson (পাশ্চাত্য গবেষক) লিখেছেন যে যজ্ঞ ডুমুরের পাতার গুঁড়ো মধুর সঙ্গে খেলে পিত্তবিকৃতি জনিত রোগ (Bilious affections) নিরাময় হয়। আর একটি কথা তিনি লিখেছেন যে—এই যজ্ঞডুমুরের পাতার উপর যে অর্বুদ (Gall) হয় (একে আয়ুর্বেদের ভাষায় বলা হয় শূন্যগর্ভ) সেটা দুধে ভিজিয়ে মধুর সঙ্গে স্মল পক্সে (Small pox) ব্যবহার ক'রতে ব'লেছেন। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি—এই পাতার অর্বুদটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে দেখ্‌ছেন, সায়েন্স কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়। এই বৃক্ষটির অন্যান্য অংশে বহু রোগ উপশম ও নিরাময় হয়। ভারতের প্রান্তে বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে এই পত্রের ব্যবহার হয়তো হ'চ্ছে কিন্তু অন্যান্য আদান প্রদানের অভাবে এবং গোপন স্বভাব হেতু বহু তথ্য লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে ও যাচ্ছে।

আজ এক কথায় বলা যেতে পারে যে—যেন নিমজ্জমান ব্রাহ্মণের শুধু শিখা ভেসে আছে, কাল প্রভাবে তাকে তুলে নেওয়ার আগ্রহ কারও নেই। এখন এই ব'লে আত্ম সান্ত্বনা দিই যে, মারেও মেরেছে হাঁড়িতেও ভাত নেই।

চটপট পড়ে ফেলুন

রোমের খ্যাতনামা লেখক গিবন সাহেব একাসনে বসে ১২ ঘণ্টা পড়তেন। তিনি cecilia পুস্তকের পাঁচটি খণ্ড একদিনে পড়ে শেষ করেছিলেন।

আয়ারল্যাণ্ডের এক অধ্যাপক এক এক মিনিটে ৪২০৮ শব্দ পড়তে পারতেন। ছুটির দিন প্রত্যহ ৬ খানা ক'রে উপন্যাস তিনি পড়তেন।

স্যার উইলিয়ম রবার্টসন নিকল সাহেবের নিজস্ব পাঠাগারে ২৫ হাজারের উপর বই ছিল। তাঁর স্মরণ-শক্তি এত ছিল যে, এই সমস্ত বইয়ের যে কোন বইয়ের যে কোন পাতায় কি লেখা আছে তা তিনি বলে দিতে পারতেন।

আমাদের দেশের রাজা রামমোহন রায় একাসনে বসে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তেন।

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ বেন্থাম সাহেব ৬০ বছর বয়সেও প্রত্যহ ১৪—২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত পড়তেন।

—সতীরঞ্জন আদক

যে চিঠিগুলোর রহস্য আজো উদ্ধার হয়নি

শ্যামাপ্রসাদ বসু

ষোড়শ শতকের স্কটল্যাণ্ডের রানী মেরী স্টুয়ার্টের খ্যাতি ইতিহাসে প্রধানত আধুনিক হেলেন অব ট্রয় হিসেবে। তখনকার য়ুরোপে তিনি এক ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন। আর মক্কিরানীরূপেও তাঁর ছিল বিশেষ প্রসিদ্ধি। সম্পর্কে তিনি ছিলেন ইংলণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথের কাজিন এবং সিংহাসনের অন্যতম দাবিদার। এলিজাবেথের মা অ্যানি বলিনের সঙ্গে অষ্টম হেনরীর বিয়েকে ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ কখনো বৈধ বলে স্বীকার করেননি। ফলে ক্যাথলিক সমাজে এলিজাবেথ অবৈধ সন্তান ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না। অন্য দিকে মেরী ছিলেন বৈধ বিবাহের সন্তান এবং সু-ক্যাথলিক। স্কট-ল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম জেমস ছিলেন মেরীর বাবা। অল্পবয়সে তিনি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন ফ্রান্সের ক্যাথলিক রাজকুমারের সঙ্গে। কিন্তু মেয়ের সে সৌভাগ্য বেশীদিন টেঁকেনি। উনিশ না পেরোতেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি স্কটল্যাণ্ডে ফিরে এলেন। কিন্তু বাবা তার কিছুদিন আগেই মারা গেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই সিংহাসন এল মেরীর কাছে।

সিংহাসনে বসার কিছু দিনের মধ্যেই মেরী দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন। বিয়ে হল লর্ড ডার্নলের (Lord Darnley) সঙ্গে। ডার্নলে আবার সম্পর্কে হল মেরীর কাজিন। সুতরাং তিনি এলিজাবেথেরও আত্মীয় তায় আবার ক্যাথলিক। অতএব এলিজা-বেথের শিরে সংক্রান্তি। তাঁর সিংহাসনের দুই ভিন্ন দাবিদার ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তাদের পিছনে রয়েছে ইংলণ্ডের ভিতরে এবং বাইরের সারা ক্যাথলিক সমাজের একনিষ্ঠ সমর্থন। যাঁরা রানীকে কেবল জারজ সন্তান বলেই মনে করেন তাই নয়, অন্য দিকে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বিধর্মী বলে ঘৃণাও করেন। মেরীর কাছে এল ইংলণ্ডের সিংহাসন দখল করার এক সুবর্ণ সুযোগ। এতটুকু বুদ্ধি-বিবেচনা খাটালে যেখানে তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারতেন, সেখানে তিনি দেখালেন চরম হঠকারিতা আর নির্বুদ্ধিতা। রূপ হল অভিশাপ। হৃদয়ের প্রবৃত্তি আর যৌবনের তাড়না—মেরীর সমস্ত বিবেচনা শক্তি লোপ করে দিয়েছিল। সিংহাসন থেকে এলিজা-বেথকে সরাবার বদলে নিজেই কেমন করে স্বেচ্ছায় প্রাণভয়ে রানীর কাছে ধরা দিলেন—তাই নিয়েই আমাদের আজকের কাহিনী।

বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই স্বামীর সঙ্গে শুরু হল অশান্তি। ডার্নলেকে যেন মেরীর আর সহ্য হয় না। কেবল মনে হয়, মাথা মোটা এক অপদার্থ যুবক। স্কটল্যাণ্ডের রাজা বলে চিন্তাই করা যায় না। স্বামীকে রাজা খেতাব দিতে নিজেই বাদ সাধলেন। অন্য দিকে মেরীর অনুরাগ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলল তাঁরই অধীনস্থ ইতালীয়ান সেক্রেটারী রিক্কিয়োর উপর। চতুর চূড়ামণি রিক্কিয়ো স্বামীর প্রতি মেরীর বিতরাগের পূর্ণ সুযোগ নিল। ফলে উভয়ের মেলামেশা আরো বেড়ে গেল। ডার্নলে মাথা মোটা হলেও স্ত্রীর দৃষ্টিকটু মেলামেশা সহ্য করতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল রিক্কিয়োর উপর। ছোকরাকে একেবারে পৃথিবী থেকেই সরাবার বন্দোবস্ত করলেন ডার্নলে। ১৫৬৬ সালের ৯ই মার্চ নিয়ে এল রিক্কিয়োর মৃত্যু পরওয়ানা। মেরীর শোবার ঘরে প্রেমিক প্রবর তখন বিশ্রম্ভালাপে অতি ব্যস্ত। এমন সময়ে ডার্নলে অস্ত্র হাতে কয়েকজন সাঙ্গো-পাঙ্গো নিয়ে আচমকা ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। মেরী কিছু প্রশ্ন করার আগেই রিক্কিয়োকে ঘাড় ধরে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে আসা হল। এবং মেরীর প্রায় চোখের সামনেই দরজার সামনে হতচকিত অসহায় রিক্কিয়োকে খুন করা হল। খুন, রক্ত আর ডার্নলের বীভৎস উল্লাস—সবই দেখলেন মেরী এক মূঢ় দর্শক হিসেবে। না, ডার্নলের দোষ ক্ষমারও অযোগ্য। ডার্নলে আর মেরীর চোখে স্বামী নয় এক ঘৃণ্য হত্যাকারী। এ হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। কিন্তু তার জন্য দরকার সুযোগের প্রতীক্ষা। আর সে সুযোগ যতদিন না আসে প্রতিশোধের আগুন মনের গভীরে ধিকিধিকি জ্বলবে কিন্তু বাইরে বেরোবে না। এমন কি ডার্নলেও জানতে পারবে না।

শুরু হল স্বামীর সঙ্গে নতুন করে প্রণয় নাটক। জন্ম হল এই সময়ে ভবিষ্যত ইংল্যাণ্ডের কর্ণধার প্রথম জেমসের। দিনগুলো যেন ডার্নলের মনে হল হাওয়ায় ভর দিয়ে একটানা খুশীতে কেটে যাচ্ছে। কিন্তু এই সময়ে ডার্নলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সময়টা হবে ঠিক রিক্কিয়ো মারা যাওয়ার এক বছর পর। ডার্নলেরা তখন এডিনবরায়। বহু রকমের চিকিৎসা হল তবু শরীর ভাল হয় না। মেরী তাঁকে নিয়ে এলেন শহরের উপকণ্ঠে। কার্ক-ফিল্ডে। সেখানে মেরী রোজই প্রায় আসেন। দেখা-শোনা করতে। অসুস্থ স্বামীকে সঙ্গ দিতে। ডার্নলের আনন্দের আর সীমা নেই। অবশেষে মেরীকে তিনি ফিরে পেয়েছেন। মাঝে মাঝে অবশ্য কাসে এসেছে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মীয় আর্ল অব বথওয়েলের সঙ্গে রানীর ইদানীং অত্যধিক মেলামেশার খবর। কিন্তু সে খবরে ডার্নলে গুরুত্ব দেননি। স্বার্থান্বেষীদের রটনা বলেই ধরে নিয়েছেন। ন'ই ফেব্রুয়ারী, ১৫৬৬ সাল। ডার্নলের জীবনের শেষ দিনটি নিয়ে এল। নির্বোধ ডার্নলে বুঝতেও পারলেন না। অন্য দিনের মত সেদিনও রানী এলেন। গল্প-গুজব করে অনেকটা সময় কাটালেন। তারপর রাত হতে চলে গেলেন নাচের আসরে যোগ দিতে। ঘণ্টা তিনেক বাদেই একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সমগ্র বাড়িটি ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল। ডার্নলের মৃতদেহটা পাওয়া গেল দগ্ধ অবস্থায় বাগানের মধ্যে।

এ ব্যাপারে সবাই নিশ্চিত যে এই হত্যার প্রধান আসামী ছিলেন বথওয়েল। কিন্তু মেরীর এ ব্যাপারে কতটা দায়িত্ব ছিল—তা নিয়ে ঐতি-হাসিকদের মধ্যে রয়েছে মতভেদ। পরবর্তী কালে বিচারের সময়ে বথওয়েলের বাড়ি থেকে কতগুলো চিঠি পাওয়া যায়। চিঠিগুলো ছিল একটা ছোট্ট বাক্সের মধ্যে। ইতিহাসে একে বিখ্যাত "কাসকেট লেটার্স" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। চিঠি-গুলোর লেখিকা মেরী স্টুয়ার্ট স্বয়ং। যাতে ছিল ডার্নলেকে হত্যা করার চক্রান্ত এবং পরিকল্পনা। মেরীর বিচারের সময়ে এলিজাবেথ এগুলো প্রমাণ হিসেবে হস্তগত করেন বথওয়েলের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু চ্যান্সে-লার মর্টন মারফত। কিন্তু এ সত্ত্বেও ঐতিহাসিকরা আজো ভিন্ন মত পোষণ করেন মেরীর দায়িত্ব সম্পর্কে। এলিজাবেথ নিজেও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। যদিও মেরীর মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার পিছনে এটিও ছিল অন্যতম কারণ।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশজন মূল চিঠিগুলি পড়েছেন। এদের মধ্যে আঠারোজন মেরীকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। তিরিশজন বলেছেন নির্দোষ আর দুজন মন ঠিক করতে পারেননি। যাঁরা নির্দোষ বলেছেন, তাঁরা মনে করেন, চিঠিগুলো ছিল জাল। কারণ চ্যান্সেলার মর্টন যিনি চিঠিগুলো নিয়ে এসেছিলেন, তিনি নিজেই ছিলেন একজন অসৎ ও কুখ্যাত ব্যক্তি। এটা অসম্ভব নয় এলিজাবেথকে খুশী করার জন্য তিনি নিজেই চিঠিগুলো জাল করেন। যাঁরা দোষী মনে করেন, তাঁরা চিঠিগুলোকে জাল মনে করেন না। লর্ড অ্যাক্টন যিনি এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন, তিনি কিন্তু মনে করেন মেরী ছিলেন নির্দোষ। তবু প্রশ্ন থেকে যায়। মেরীর যদি কোন হাত না থাকে তাহলে তিনি কি করে পরবর্তী কালে স্বামীর হত্যাকারী প্রোটেস্টাণ্ট বথওয়েলকে বিয়ে করেন? এবং এর জন্য স্কটল্যাণ্ডে মেরীর বিরুদ্ধে ক্যাথলিক অভ্যুত্থানও ঘটল। বথওয়েল পালালেন আর মেরীকে বন্দী করা হল। আর সেই বন্দী অবস্থা থেকে কোনো রকমে মুক্তি পেয়ে মেরী এলেন ইংল্যাণ্ডে। এলিজাবেথের কাছে। প্রাণ রক্ষার আশায়। এলিজাবেথ আশ্রয় দিলেন। রক্ষক হিসেবে। এবং ভক্ষক হিসেবেও। ইতিহাস আজো যার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। রানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে মেরীর প্রাণদণ্ড হল ১৫৮৭ খৃস্টাব্দে। তাঁর বিরুদ্ধে অন্যান্য অপরাধের মধ্যে ডার্নলে হত্যার অভিযোগও আনা হল। সাক্ষ্য হিসেবে হাজির করা হল ঐ চিঠিগুলো। দশাত এলিজাবেথ মেরীর অপরাধকে সত্য বলে মেনে নিলেন বটে কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে থেকে গেল এক বিরাট সংশয়। যে সংশয় থেকে আজো অনেক ঐতি-হাসিক মুক্ত নন।

ল্যাকমে ট্যালকম সত্যি অনুপম

অতুলনীয় পাঁচটি সুগন্ধের যে-কোনো একটি বেছে নিন। সবই ল্যাকমের অপূর্ব বৈশিষ্ট্যে ভরা! এই ট্যালকম সারাদিন ধরে আপনাকে স্নিগ্ধ, সতেজ ও সুবাসিত রাখবে। ল্যাকমে সারাক্ষণ মিষ্টি গন্ধের যে আমেজ ছড়ায় পুরুষেরা যেমন তা পছন্দ করেন, মেয়েরা ভালবাসেন খুবই। রেশমের মত কোমল বলেই ল্যাকমে ট্যালকম মুখের পরিচর্য্যায় অদ্বিতীয়। ল্যাকমের স্নিগ্ধ ধারায় আপনিও সুবাসিত, বিমোহিত হয়ে উঠুন। এই সুগন্ধ আপনাকে ঘিরে থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

পাবেন পাঁচটি মনমাতানো সুগন্ধে। ল্যাভেণ্ডার, ভেটিভার, নির্ব্বাণ, চন্দন—মাঝারী আর ইকনমি সাইজে এবং ফ্লোরাল মিষ্ট বড়, বড় ফ্যামিলি সাইজে।

ল্যাকমে ট্যালকম
মনমাতানো সুগন্ধে ভরা

ASP/L-47

HINDUSTHAN STANDARD

Who's behind the news

up in ASSAM

Nalini Bala Devi
Padmashri

Dr. Pranakrushna Parija
Padmabhusan

and down in ORISSA?

Hindusthan Standard tells all in their weekly notebooks.

HINDUSTHAN STANDARD
is where the news is

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার